প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি,

হেড্‌পণ্ডিত, জিলাস্কুল, পাবনা।

১৩৩৮।

উইকলিনোট্‌স্‌ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌।

৩নং হেষ্টিংস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

পরম পোষ্টৃবর—

স্বদেশ-সেবা-জনিত-যশোরাশি-বিকাশীকৃত-দিঙ্মণ্ডল

শ্রীল শ্রীযোগেশ চন্দ্র চতুর্ধুরীণ

বারিষ্টার মহোদয় শ্রীকরকমলেষু।

আমার এই প্রযত্ন-সম্ভৃত ক্ষুদ্র উপহার-পুস্তকখানি
ভবাদৃশ স্বদেশ-সেবক, প্রত্নতত্ত্ব-পরায়ণ
ব্যক্তির একান্ত অনুপযুক্ত হইলেও
স্বদেশের কাহিনী ও গুরুজনের
বাক্যানুরোধে গৃহীত হইবে,
এই ভরসায় প্রদত্ত
হইল।

মুখবন্ধ।

বিগত ১৩১০ সনের পৌষ মাস হইতে সুপ্রসিদ্ধ, কৃতবিদ্য, ধার্ম্মিক-প্রবর শ্রীযুক্ত বাবু দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরী মহাশয়-সম্পাদিত সুবিখ্যাত "নব্য ভারত"-নামক মাসিক পত্রে মৎ-প্রণীত "প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য"-নামক প্রবন্ধটী ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল।

উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত আমি কতিপয় বন্ধু কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ"—দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়ে উদিত হইয়াই বিলীন হয়, তাই এতদিন অর্থাভাবে বন্ধুগণের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই।

এইক্ষণ আমার সদাশীর্ব্বাদ-ভাজন, যজমান শ্রীমান্ যোগেশ চন্দ্র চতুর্ধুরীণ, এম্, এ, বারিষ্টার মহোদয়ের সাহায্যে উহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যোপলক্ষে তাৎকালিক ভারতের ঐশ্বর্য্য, ভৌগলিক বৃত্তান্ত ও সভ্যতা-প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত অবান্তর কথার উল্লেখ করিলে যদি কোন দোষ হয়, তবে সে দোষ স্বেচ্ছা ক্রমেই ঘটিয়াছে, তন্নিমিত্ত সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে যদি পাঠকগণের কিঞ্চিন্মাত্রও প্রীতি উৎপাদিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত শ্রম সফল বোধ করিব।

অলমতি পল্লবিতেন।

শ্রীতারিণীকান্ত বিদ্যানিধি

প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণিজ্য

"বাণিজ্যে বশগালক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজ-সেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥"

এতদ্দেশে ইংরাজী ভাষা-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হওয়ায়, দিন দিন লোকের যেসকল মানসিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে, তন্মধ্যে স্বজাতীয় প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তির সমধিক উন্নতি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে সকল বিষয় সম্বন্ধে দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ কিঞ্চিন্মাত্রও মনোনিবেশ করিতেন না এবং মনোনিবেশের বিষয় বলিয়াও গ্রাহ্য করিতেন না, আজ্ কাল পাশ্চাত্য বিদ্যালোক-প্রভাবে তাহা পরিদৃশ্য-মান ও সম্যক্ আলোচ্যমান হইতেছে।

যদিও আমাদিগের চিত্তহারিণী কামদুঘা সংস্কৃত ভাষা বিদ্যমান থাকিতে ইংরাজী ভাষা হইতে গণিত, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্যাদি শাস্ত্র ব্যতিরিক্ত শিক্ষিতব্য বিষয় অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তথাপি আমরা এই ইংরাজী ভাষা শিক্ষা হইতে যে মানসিক উন্নতি লাভ করিয়া থাকি, তজ্জন্য আমরা এতদ্‌ভাষাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসি। এই মানসিক উন্নতি কি? বলা বাহুল্য যে, এস্থলে মানসিক উন্নতি গুটিকতক প্রবৃত্তির উত্তেজনা ও গুটিকতক প্রসুপ্ত জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি বা বিকাশ মাত্র। ইহা সাধারণতঃ অনুসন্ধিৎসা, কুসংস্কার-পরিবর্জ্জন বা সাধারণ চিন্তাশীলতা, স্বজাতীয় গৌরব-রক্ষণ, স্বজাতিপ্রিয়তা এবং স্বজাতীয় অভাব মোচ-নেচ্ছা। পাশ্চাত্য বিদ্যার সুবিমল জ্যোতিতে কুসংস্কাররূপ অন্ধকার তিরোহিত হইতেছে, এবং দিন দিন কৃতবিদ্য লোকের রুচির পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইতেছে। জ্ঞানের জন্য যত না হউক, ধর্ম্ম-দয়া-দাক্ষিণ্যাদির জন্য যত না হউক, স্বজাতির গৌরব-রক্ষার জন্য এবং স্বজাতির হীনত্ব-মোচন জন্য সুশিক্ষিত হিন্দু মাত্রই মহাব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

চতুর্দ্দিকেই অনুসন্ধিৎসা, চতুর্দ্দিকেই অভাব-বোধ, এবং চতুর্দ্দিকেই আবার সেই অভাব দূরীকরণার্থ প্রযত্ন ও অধ্যবসায়।

ইদানীং কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাত্রই স্বজাতীয়-প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী হইয়া প্রাচীন শাস্ত্র-নিচয় ও পুরাণ ইতিহাসাদি হইতে সার সঙ্কলন করিয়া প্রকৃত ঐতিহাসিক তত্ত্বসংগ্রহে এবং তদ্দ্বারা জাতীয় গৌরব-রক্ষণে ও জাতীয় গৌরব-পরিবর্দ্ধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। স্বজাতীয় পুরাতন ইতিহাসের এমন একটী মোহিনী শক্তি আছে যে, তৎসম্বন্ধীয় কোন একটী বিষয়ের অবতারণা দেখিলেই স্বজাতিপ্রিয় সহৃদয় পাঠকের হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া তৎসম্বন্ধীয় সবিশেষ বিবরণ অবগত হইতে উৎসাহিত হইয়া উঠে।

শীর্ষকোল্লিখিত বিষয়টী যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি আবার গুরুতর। ইহার উপর প্রাচীন ভারতের সমস্ত হিন্দু-সমাজ, ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, বীর্য্য, সভ্যতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞানাদি সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এবম্বিধ প্রবন্ধের লেখককে সমস্ত হিন্দু-শাস্ত্রজ্ঞ, পুরাতন-হিন্দু-সমাজতত্ত্ব-বিশারদ, বহুদর্শী এবং প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ইতিহাস-তত্ত্বজ্ঞ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়। কিন্তু যথোচিত ক্ষমতা না থাকিলেও সদ্বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করা সকলেরই উচিত, এই কর্ত্তব্যানুরোধে অথবা "গুণগৃহ্যা বচনে বিপশ্চিতঃ"—পণ্ডিতেরা দোষ না দেখিয়া গুণেরই পক্ষপাতী হইয়া থাকেন, এই ভরসায় মাদৃশ স্বল্পজ্ঞান-সম্পন্ন-ব্যক্তিও এতাদৃশ প্রয়োজনীয়, দুরূহ ও গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছে।

সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা ইহা সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই যে, যখন যে জাতিই সভ্যতার উচ্চতম শিখরে সমারূঢ় হইয়াছে, সেই জাতিরই সভ্যতা, প্রধানতঃ কৃষি ও বাণিজ্যের উপর দৃঢ়রূপে নির্ভর করিয়াছে। জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি না হইলে প্রকৃত সভ্যতার সমুদ্ভব হয় না। ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ; একের অভাবে অপরের বিদ্যমানতা, অকিঞ্চিৎকর ও অপ্রয়োজনীয়।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ সর্ব্বাগ্রে সভ্যতার উচ্চতম শিখরে সমুত্থিত হইয়া এক সময় পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন জাতির সভ্যতা-পথ-

প্রদর্শক ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁহারা দশগুণোত্তর সংখ্যা-নিয়মের উদ্ভাবয়িতা হইয়াছিলেন; এবং তাঁহারা জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিত, পাটীগণিত, চিকিৎসা বিদ্যা ও সঙ্গীত বিদ্যাদির উৎকর্ষসাধন করত, প্রাচীন আরব, মিশর ও গ্রীস দেশ বাসিগণকে সেই সেই শাস্ত্রে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহাদিগের গভীর মস্তিষ্ক-সমুত্থিত বেদ, বেদান্ত, বেদাঙ্গ, দর্শন, জ্যোতিষ ও সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্র, পৃথিবীর প্রত্যেক সুসভ্য জাতির নিকট উপাস্য দেবতা হইয়া রহিয়াছে। যে প্রাচীন গ্রীস সমস্ত ইয়োরোপ খণ্ডের জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিক্ষক ও সভ্যতা-প্রবর্ত্তক, সেই পুরাতন গ্রীসই এক কালে ভারতের মন্ত্র-শিষ্য ছিল। আর্য্যগণ ভূমি-কর্ষণ, গৃহ ও রাজপথ-নির্ম্মাণ, বস্ত্র-বয়ন প্রভৃতি যে সর্ব্বাগ্রে শিখিয়াছিলেন, তাহা ভাষাতত্ত্ব দ্বারাও প্রমাণীকৃত হইয়াছে।

ফলতঃ, যৎকালে ভারত ভিন্ন পৃথিবীর সমস্ত ভূভাগ ঘোর অজ্ঞান—তিমিরাচ্ছন্ন, তখন কেবল মাত্র ভারতীয় আর্য্যগণই জ্ঞান বিজ্ঞানোন্নত ও সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর অঙ্কে লালিত হইয়া সভ্যতার উচ্চতম চূড়া সমারূঢ় হইয়াছিলেন; তৎকালে যে তাঁহারা সভ্যতার উন্নতি-নিদান কৃষি-বাণিজ্যাদির প্রকৃষ্টরূপে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন না, ইহা কে বিশ্বাস করিবে? রত্ন-প্রসূতি ভারতভূমি সাগরাম্বরা পৃথিবীর অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র পৃথিবী, ইতিহাসের আদরের ধন, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ভারত পৃথিবীতে স্বর্গ। যে ভারতে ছয় ঋতু পর্য্যায়ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া নানাবিধ স্থলজ ও জলজ শস্যোৎপাদন করে; যে ভারত প্রাচীন গ্রীক্‌জাতি ও রোমীয় জাতির নিকট স্বর্ণভূমি বা দেবভূমি বলিয়া বিখ্যাত ছিল; সেই ভূ-স্বর্গ ভারতে যে বাণিজ্য ছিল না, ইহা নিতান্ত অগ্রাহ্য কথা।

উত্তরে চিরতুষার-মণ্ডিত-মস্তক অভ্রভেদী হিমালয়, দক্ষিণে সাগরোর্ম্মি-বিধৌত কন্যাকুমারী, পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি রাজ্যস্থ পর্ব্বতমালা ও পশ্চিমে কলনাদী সিন্ধুনদ—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন অতি বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের (এ স্থলে কুমারিকা খণ্ডকেই ভারতবর্ষ নামে অভিহিত করা হইল) বিচিত্র দেশনিকরের ভূভাগ-নিচয়ে আবহমান কাল হইতে উদ্ভিজ্জ, খনিজ,

প্রাণিজ প্রভৃতি প্রভূত দ্রব্য-জাত সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজি পর্য্যন্তও প্রকৃতিদেবী ভারতের প্রতি সুপ্রসন্ন ও মুক্তহস্ত রহিয়াছেন, এবং চিরকালই যে এইরূপ থাকিবেন, ইহাও বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়।

যদিও কালের পরিবর্ত্তনশীল প্রভাবে রত্নগর্ভা ভারতভূমি প্রাক্তন সৌভাগ্য-সুখে বঞ্চিত হইয়াছে; যদিও উপর্য্যুপরি বৈদেশিক জাতি-নিচয়ের আক্রমণে হৃতসর্ব্বস্ব ও শক্তিহীন হইয়াছে; যদিও ভারত নানাবিধ আভ্যন্তরিক দুরবস্থায় দিন দিন ক্ষীণ ও অন্তঃসার-শূন্য হইতেছে; ঈদৃশী শোচনীয় অবস্থাতেও যখন আমরা যাহা চাই, তাহাই পাইতেছি, এমন কি, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মানবগণও ইহার প্রসাদে জীবিকা নির্ব্বাহো-পযোগী অপর্য্যাপ্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হইতেছে, তখন প্রাচীনকালে, বিশেষতঃ, পৃথিবীর যৌবনাবস্থায় ভারত যে কত রত্ন, কত জীবিকা-দ্রব্য এবং অমৃতময় ভোজ্যই প্রদান করিত, তাহা একবার অভিনিবেশ-পূর্ব্বক চিন্তা করিলে একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। এরূপ সর্ব্ব-শস্যাঢ্য দেশের মানবগণ ঐ সমস্ত সামগ্রীর পরস্পর বিনিময়ার্থ অবশ্য অতি পূর্ব্বকালেই অল্প বা বিস্তৃতরূপ বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। যে অপরিজ্ঞাত কালে বর্ণ-বিভাগ সংগঠিত হইয়াছিল, তৎকালেও ভারতে সামান্যরূপ ব্যবসায়ের আরম্ভ হওয়া নিতান্ত সম্ভব; কারণ, কৃষি বাণি-জ্যাবলম্বনই বৈশ্যদিগের প্রধান বৃত্তি ছিল।

প্রাচীন কালে যে হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা ও দেশ দেশান্তরে গমনাগমন ছিল, তদ্বিষয়ে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, মনু, মিতাক্ষরা, ধর্ম্মশাস্ত্র, কাব্য, নাটকাদি গ্রন্থে ও পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের গ্রন্থাবলীতে বিস্তর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা যতই অনুসন্ধান করিব, ততই এতদ্বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ-প্রয়োগ প্রাপ্ত হইব।

যখন পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম ঋগ্বেদসংহিতায় সমুদ্র-যাত্রার উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তখন অতি পূর্ব্বকালেই যে হিন্দুগণ বাণিজ্যার্থ সমুদ্র যাত্রা করিতেন ও দেশ বিদেশে গমন-পূর্ব্বক বাণিজ্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ

করিতেন, এতদ্দ্বারা তাহা স্পষ্টই অনুভূত হয়। বোধ হয়, বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্র ব্যতিরিক্ত অপর কোন সংস্কৃত গ্রন্থ মনুসংহিতা ও বাল্মীকি-রামায়ণের অপেক্ষা প্রচীন নহে।

আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিষয়ক প্রস্তাব লিখিবার পূর্ব্বে পৃথিবীর শাস্ত্রীয় বিভাগ এবং ভারতবর্ষস্থ ও তদ্বহির্ভূত দেশগুলির অবস্থান ও কালক্রমে তাহাদের নাম পরিবর্ত্তনাদি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করি; কারণ, প্রাচীন ভারতের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে হইলেই কোন্ কোন্ দেশ ও মহাদেশের সহিত ঐ সকল বাণিজ্য প্রচলিত ছিল, তাহা জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যকীয় হয়।

পুরাণাদি শাস্ত্রানুসারে চতুঃসাগর-পরিবেষ্টিতা পৃথিবী প্রধানতঃ অশ্বক্রান্তা, রথক্রান্তা ও বিষ্ণুক্রান্তা এই ত্রিবিধ খণ্ডে বিভক্তা। অধুনা অশ্বক্রান্তা,—আশিয়া, রথক্রান্তা—আফ্রিকা এবং বিষ্ণুক্রান্তা—ইয়োরোপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। হিন্দুরা প্রতিদিন স্নান কালে এই ত্রিবিধ খণ্ডে বিভক্তা পৃথিবীকে সম্বোধন করিয়া পাপক্ষয়ার্থ গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিয়া থাকে; যথা—

"অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে!
মৃত্তিকে! হরমে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
উদ্ধৃতাসিবরাহেণ কৃষ্ণেন শতবাহুনা
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়॥"

মহাত্মা টড্ সাহেব বলেন যে, চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বাজাশ্বের অধস্তন সন্তান মহারাজ অশ্বের নামানুসারে তদধিকৃত মহাদেশের নাম 'আশিয়া' হইয়াছে।

রথক্রান্তা মহাদেশের অপর নাম সূর্য্যারিকা। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, যাবনিক ভাষায় 'আফ্' শব্দের অর্থ সূর্য্য, সুতরাং যবনাধিকার সময়ে সূর্য্যারিকা এই শব্দের সূর্য্য এই শব্দাংশটী 'আফ্' শব্দাংশে পরিবর্ত্তিত হয়, 'আরিকা' শব্দাংশটার 'আ' পরিত্যক্ত এবং কেবল 'রিকা' এই অংশটুকু গৃহীত হয়, তদনুসারে আফ্ (সূর্য্য) + রিকা =

আফ্রিকা নাম হইয়াছে। আমেরিকা মহাদেশ অশ্বক্রান্তা বা আশিয়া খণ্ডের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহা পুরাণোক্ত আবর্ত্তন বা রামায়ণোক্ত সুদর্শন মহাদ্বীপ বলিয়া অনুমিত হয় এবং প্রশান্ত মহাসাগর-গর্ভস্থ অষ্ট্রেলিয়া পৌরাণিক পাঞ্চজন্য মহাদ্বীপ বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

অতি পুরাতন কাল হইতে ভারতমহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু-সংখ্যক দ্বীপ অবস্থিত রহিয়াছে। এই সকল দ্বীপের মধ্যে সুমিত্র (Sumatra,) যব (Java,), বলি (Bali), সিংহল, লাক্ষাদ্বীপ. মল্লদ্বীপ এবং সুখতর বা শোকত্র (Sacotra) দ্বীপ প্রধান।

অশ্বক্রান্তা (আশিয়া) খণ্ডের দক্ষিণ দিকে যে মহান্ উপদ্বীপ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ভারতবর্ষ নামে খ্যাত। অতি পূর্ব্বকালে ইহা নাভিবর্ষ নামে প্রসিদ্ধ ছিল, পরে দুষ্মন্ত-নন্দন মহারাজ ভরতের নামানুসারে উহার নাম ভারতবর্ষ হয়। পুরাণাদি শাস্ত্রে ভারতবর্ষে উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত এবং পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে মহাসাগর রহিয়াছে বলিয়া কথিত আছে। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের মধ্যমণি মহাকবি কালিদাস তাঁহার কুমারসম্ভব কাব্যের প্রারম্ভেই শৈলরাজ হিমালয়ের বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে,—

"অস্ত্যুত্তরস্যাংদিশিদেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌতোয়নিধীবগাহ্যস্থিতঃ পৃথিব্যাইব মানদণ্ডঃ॥"

ভারতবর্ষের উত্তরে দেব-নিবাস হিমালয় নামে পর্ব্বতরাজ, পৃথিবীর মানদণ্ড স্বরূপ হইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্র প্রবেশ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে।

এই শ্লোকোক্ত পূর্ব্ব সমুদ্র যে বর্ত্তমান চীন সাগর বা প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিম সমুদ্র যে ভূমধ্যসাগর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে, সাময়িক উপপ্লব দ্বারা পৃথিবীতে বিবিধরূপ প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তন-সকল সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে।

সমুদ্রজলপ্লাবন, ভূমিকম্প, এবং আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত-জনিত বিবিধ নৈসর্গিক উপপ্লব দ্বারা মহোচ্চ পর্ব্বত-সকল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, ভগ্ন

এবং ভূমি-নিমগ্ন হইয়া যায়। আবার এই সকল উপপ্লব দ্বারা সমতল ক্ষেত্র-সকল হইতে সহসা প্রস্রবণ ও পাহাড় বা পর্ব্বত সমুত্থিত অথবা ঐ সকল ক্ষেত্রখাতে বা হ্রদে পরিণত হইয়া থাকে।

এইরূপে বহুকাল হইতে নগপতি হিমালয় নৈসর্গিক উপপ্লব দ্বারা স্থানে স্থানে ছিন্ন ও ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এক হিমালয়ই পশ্চিম দিকে আফগানিস্থানের উত্তরে হিন্দুকুষ ও পারস্যের উত্তরে মজন্দরন্ (Mezanderan) নামে অভিহিত হইয়া তুর্কদেশের মধ্য দিয়া ভূমধ্য-সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। পূর্ব্বদিকে আবার ঐ পর্ব্বতই মানলিং (Manling) নামে কথিত হইয়া চীনদেশের মধ্য দিয়া প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। পরন্তু হিমালয়ের পূর্ব্বাংশের অন্য এক শাখা চীনদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগ দিয়া আনাম (Anam) দেশের মধ্য দিয়া চীন-সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। যিনি আশিয়া খণ্ডের মানচিত্র অভিনিবেশ-সহকারে দর্শন করিবেন, তিনি এই সকল বিষয় অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এতদ্দারা ইহা বিলক্ষণ প্রতিপাদিত হইল যে, প্রাচীন ভারতবর্ষের সীমা নির্দ্দেশ সম্বন্ধে পুরাণাদি শাস্ত্রের সহিত মহাকবি কালিদাসের উক্তির কোন বিরোধ নাই। পরন্তু যে সময় সর্ব্বগুণাকর প্রবলপ্রতাপ মহারাজ বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসন সুশোভিত করেন, তৎকালে হিন্দু-ভূগোল ও জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। এইক্ষণ যেমন ইংরাজী ভূগোল ও জ্যোতিঃশাস্ত্রকারেরা গ্রীণিচ্ নগরে আদ্যমধ্যাহ্ন-রেখা (The first Meridian) কল্পনা করিয়াছেন, তেমনি পূর্ব্বকালে ভারতে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একতম রত্ন ভূগোল-জ্যোতিঃ-শাস্ত্র-বিশারদ বরাহমিহির উজ্জয়িনী নগরীতে আদ্যমধ্যাহ্ন-রেখা কল্পনা করিয়া স্থান-সমূহের দ্রাঘিমা নির্ণয় করিয়াছিলেন *।

* The Kumaon conqueror seized upon Delhi but was soon dispossessed by Vicramaditya, who transferred the seat of imperial power from Indraprāstha to Avanti or Ojein, from which time it became the first meridian of the Hindu astronomy.

Tod's Rajasthan Vol I

এই প্রবন্ধে হিন্দু ভূগোল শাস্ত্র বিবৃত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, সুতরাং প্রাচীন কালে যে সকল মহাদেশ, দেশ ও নগরাদির সহিত ভারতীয় বাণিজ্য বিষয়ক সংস্রব ছিল, আমরা কেবল সেই সকল স্থানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য যথাজ্ঞান লিখিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের দক্ষিণস্থিত আধুনিক ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান এবং সিন্ধুনদের পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণস্থিত সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ, প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত ছিল। সুতরাং, বর্ত্তমান সাময়িক আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, পারস্য, তুর্ক এবং আরব দেশ পুরাতন ভারতবর্ষের অন্তর্গত।

এতদ্ভিন্ন পূর্ব্বকালে শক, দরদ, বর্ব্বর, পহ্লব, হূন, কিরাত, হারীত-প্রভৃতি ম্লেচ্ছ যবন জাতি-নিচয়ের বাসভূমি-সকল বর্ত্তমান তিব্বৎ, তুর্কস্থান বা তুরান্, চীন, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া ও সাইবিরিয়া নামক দেশগুলি পুরাণাদি শাস্ত্রে সাধারণতঃ, হিমালয় প্রদেশ নামে বিখ্যাত। বিশেষতঃ, মানস-সরোবর, চীন, মহাচীন ও উত্তর কুরুবর্ষের কথা পুরাণাদি শাস্ত্রে বারম্বার উল্লিখিত রহিয়াছে। প্রাচীন কালে সিন্ধুনদের পশ্চিমে আফগানিস্থান ও তন্নিকটবর্ত্তী কতিপয় প্রদেশ ব্যতীত আফগানিস্থানের পশ্চিমে ও দক্ষিণে অবস্থিত দেশসমূহ ম্লেচ্ছ ও যবন জাতির বাসভূমিরূপে প্রসিদ্ধ। পুরাণাদি শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পূর্ব্বকালে মহারাজ সগর এবং ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম, এই উভয়ের ভয়ে হতাবশিষ্ট ক্ষত্রিয়গণ আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য হইতে পলায়ন করিয়া সিন্ধু নদের পারস্থিত বিবিধ স্থানে এবং হিমালয়ের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত নানা দেশে যাইয়া বাস করিয়াছিল। এইরূপে মহারাজ যযাতির অভিশপ্ত জাতি-ভ্রষ্ট পুত্রগণ ও ভারতের সীমান্ত প্রদেশ-সমূহে, হিমালয়ের পাদস্থিত বিবিধারণ্যে এবং ভারত-বহির্ভূত বিবিধ দেশে যাইয়া বসতি করে। ইহারা সকলেই স্বজাতীয় ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বেশ, ভূষা, আচার ও ব্যবহারাদি হইতে পরিভ্রষ্ট এবং সামান্যতঃ ম্লেচ্ছ ও যবন জাতীয় ——— পরিচিত হইয়া শক দরদ, বর্ব্বর, পহ্লব, হূন, কিরাত, হারীত

প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ আখ্যায় প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। * অপিচ, ক্ষত্রিয়-জাতি-চ্যুত বিকৃত-বেশধারী উল্লিখিত শকাদি ম্লেচ্ছ ও যবনগণ কালক্রমে ইয়োরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকায় যাইয়া বাস করিয়াছিল। দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত পেরুপ্রদেশে ইঙ্কা নামে প্রসিদ্ধ নরপতিগণ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিত। তাহাদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যে হিমালয়ের উত্তর প্রদেশ হইতে আমেরিকায় গিয়া বাস করিয়াছিল, ইহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়।

প্রাচীন ভারতের অন্তর্গত কুমারিকা খণ্ডেই হিন্দুদিগের প্রধান বাসস্থান ছিল বলিয়া, ইহাই পরে ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান নামে প্রসিদ্ধ হয়; সুতরাং এই প্রবন্ধে ভারতবর্ষ বলিলে প্রাচীন ভারতবর্ষ না বুঝিয়া বর্ত্তমান ভারতবর্ষ বা হিন্দুস্থান বুঝিতে হইবে।

এই ভারতবর্ষের (কুমারিকা-খণ্ডের) উত্তরদিকে চিরতুষারশীর্ষ অভ্রভেদী নগপতি হিমালয়, পশ্চিমে নদ-রাজ সিন্ধু, পূর্ব্বদিকে ব্রহ্ম-দেশের পর্ব্বতমালা এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাচীন যুনানী মণ্ডলে ইহা ইণ্ডিয়া নামে খ্যাত ছিল বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সমাজে ইহা ঐ নামেই পরিচিত রহিয়াছে।

এই ভারতবর্ষ প্রকৃতি দ্বারা চির-বিভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যস্থলে বিন্ধ্য-নামক মহাগিরি অবস্থিত। বিন্ধ্যাচলের উত্তরে পুণ্যভূমি—আর্য্যাবর্ত্ত, এবং দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য দেশ চির প্রসিদ্ধ। বৈদিক কালে এই আর্য্যাবর্ত্তে ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি-নামক দুইটী পবিত্র দেশ অতি প্রসিদ্ধ ছিল। পুণ্যসলিলা সরস্বতী ও দৃশদ্বতী-নামক নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ নামে খ্যাত। এই ব্রহ্মাবর্ত্তের পরেই সুবিস্তীর্ণ ব্রহ্মর্ষি দেশ। এই দেশে কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পঞ্চাল ও শূরসেন নামক প্রদেশগুলি অবস্থিত;—যথা—

"সরস্বতী-দৃশদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তংদেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥"

* Vide রামায়ণ, মহাভারত and বিষ্ণুপুরাণ।

"কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তা দনন্তরম্ ॥" মনু।

এইক্ষণ আমরা আর্য্যবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য-নামক বিভাগদ্বয়ের অন্তবর্ত্তী দেশ ও প্রদেশসমূহের সংস্থিতি-বর্ণনার অগ্রে সিন্ধুনদ-পারবর্ত্তী ও হিমগিরির উত্তরদিকস্থিত দেশ ও প্রদেশাদির যথাযথ সংস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১। আফগানিস্থান—প্রাচীন নাম অপগণ। পুরাকালে ইহা আর্য্যগণের বাসস্থান ছিল। এই দেশের অন্তর্গত গান্ধার (বর্ত্তমান কান্ধার) প্রদেশে পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিল। গান্ধার রাজতনয়া গান্ধারী মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী ছিলেন। এই দেশে বৈয়াকরণ-কেশরী ভগবান্ পাণিনি জন্মগ্রহণ করেন।

এক সময়ে আফগানিস্থানে যদুবংশীয় নৃপতিগণ রাজধানী স্থাপন করিয়া বহুকাল রাজ্যশাসন করে।

কোন সময় কাশ্মীর-রাজ, উক্ত দেশীয় যাদবগণ কর্ত্তৃক কন্যা-স্বয়ম্বর-সভায় সমাহূত হইয়াছিল। *

বহুকাল পরে যাদবগণ যবনাক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার ভারতে আসিয়া সিন্ধুদেশে ও যশল্মীরে রাজধানী স্থাপন করে। যশল্মীরের বর্ত্তমান রাজবংশ সেই প্রাচীন যদুবংশের শাখা। †

২। বেলুচিস্থান—পূর্ব্বোক্ত অপগণ-দেশান্তবর্ত্তী প্রদেশ। এই প্রদেশে যদুবংশীয়েরা বহুকাল রাজত্ব করিলে, উহা যবনাধিকৃত হয়।

৩। পারস্য—প্রাচীন পারসীক দেশ। ইহার অন্য নাম ইরান্। ইহা প্রাচীন কালেও অনার্য্য দেশ ছিল। এই দেশে উৎকৃষ্ট অশ্ব পাওয়া যায় বলিয়া রামায়ণ ও মহাভারতে উক্ত হইয়াছে। অমরকোষ অভিধানেও অশ্বের প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে,—

"বনায়ুজাঃ পারসীকাঃ কাম্বোজা বাহ্লিকাহয়াঃ।"

* Vide Rajatarangini.

† "The Yadus of Jessulmier, who ruled Zabulisthan and founded Guzni, claim the Chagitais of their own Indu stock."
Tod's Rajasthan, Vol. I.

বনায়ু, পারসীক, কাম্বোজ ও বাহ্লিক দেশীয় অশ্ব প্রসিদ্ধ।

৪। তুর্ক—ইহা প্রাচীন পারসীক দেশেরই পশ্চিমাংশ। ইহা অনার্য্য দেশ।

৫। আরব—প্রাচীন বনায়ু-দেশ। ইহা পুরাতন কালেও অনার্য্য দেশ ছিল। এই দেশ উৎকৃষ্ট ঘোটকের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ;

"বনায়ুজাঃ পারসীকাঃ কাম্বোজা বাহ্লিকা হয়াঃ" অমরকোষ।

৬। তিব্বত—প্রাচীন মহাচীন দেশের অন্তর্গত প্রদেশ। এই প্রদেশে মানস সরোবর-নামক চির-প্রসিদ্ধ দেবখাত বিরাজমান। ইহার তীরে সপ্তর্ষিগণ তপস্যা করিয়াছিলেন। অতি প্রাচীন কালে উহা অরণ্যময় এবং অনার্য্য-গণের বাসভূমি ছিল। উহার নানা স্থানে মুনি-ঋষিগণের তপশ্চরণ-যোগ্য বহুবিধ আশ্রম ছিল। ইদানীন্তন কালেও বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ এই সকল স্থানে তপস্যা করিয়া থাকেন।

৭। চীন—ইহা অতি পুরাতন কালেও চীন নামে বিখ্যাত। এই দেশ শিল্পকর্ম্মের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। চীন দেশ-জাত দ্রব্যজাত বিশেষতঃ, কৌষেয় বস্ত্র বাণিজ্য-যোগে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে নীত ও ব্যবহৃত হইত। উহা প্রাচীন কাল হইতেই অনার্য্য দেশ।

৮। মহাচীন—পূর্ব্বকালে ইহা বর্ত্তমান মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, তিব্বত ও চীন সাম্রাজ্যের অধিকাংশ প্রদেশ লইয়া সুবিস্তৃত ছিল। উহা অনার্য্য-গণের চিরবাসভূমি। এই মহাচীনের কোন স্থানে মহর্ষি বশিষ্ঠ বহুকাল তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

৯। তুর্কস্থান-তুরান্ বা তাতার—এই দেশের কতিপয় প্রদেশ বাহ্লিক নামে খ্যাত ছিল। বাহ্লিকের রাজধানীর নামও বাহ্লিক। বর্ত্তমান—বাল্‌খ। প্রাচীন কালে এই দেশ উৎকৃষ্ট অশ্বের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। *

অথর্ব্ববেদের সময়ে বাহ্লিক, গান্ধার, অঙ্গ এবং মগধদেশ অনার্য্য-নিবাস এবং হিন্দুদিগের নিকট অতিশয় ঘৃণিত ছিল, † কিন্তু রামায়ণের

* Vide Amara-kosha and Griffith's Ramayana Vol. IV., p. 298.

† Vide অথর্ব্ববেদ ৫।২২

সময়ে গান্ধার, অঙ্গ ও মগধদেশ আর্য্যদিগের নিবাস-ভূমি হইয়াছিল, কেবল বাহ্লিক দেশই অনার্য্যগণের বসতি জন্য অতিশয় ঘৃণিত হয়। মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে লিখিত আছে যে, "বাহ্লীকা নামতে দেশা ন তত্র দিবসং বসেৎ"—বাহ্লীক-নামক দেশে এক দিনও বাস করিবে না। অপিচ,—অনার্য্য ও অসভ্য পহ্লব জাতির নিবাসভূমি পহ্লব প্রদেশও এই তুর্কস্থানের অন্তর্গত। প্রসিদ্ধ পহ্লবী (Pehlvi) এই জাতির ভাষা ছিল; ঐ ভাষা এইক্ষণ পুষ্তু নামে খ্যাত। মহাত্মা গ্রিফিথ্ সাহেব বলেন যে, অসভ্য দরদ্ জাতির বাসভূমি—বর্ত্তমান দর্দ্দিস্থান।

১০। সাইবিরিয়া—ইহার প্রচীন নাম উত্তর কুরুবর্ষ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে,—

"এতস্যামুদীচ্যাং দিশি যে কেচ পরেণ হিমবন্তং জনপদা উত্তর কুরব উত্তর মদ্রা ইতি বৈরাজ্যায়তেঽভিষিচ্যন্তে"—হিমালয়ের উত্তরে উত্তর-কুরু ও উত্তরমদ্র নামে যে সকল দেশ আছে, ঐ সমস্ত দেশ-শাসনার্থ বৈরাজ্যকে অভিষিক্ত করা হইল। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীব সীতাদেবীর অন্বেষণার্থ বলিতেছে—"কুরূংস্তান্ সমতিক্রম্য উত্তরে পয়সাং নিধিঃ"—কুরুদেশ অতিক্রম করিয়াই উত্তরে সমুদ্র। "ন কথঞ্চন গন্তব্যং কুরুণামুত্তরেণবঃ।' উত্তর কুরু দেশের উত্তরে তোমাদের কোনরূপেই যাওয়া উচিত নহে। ভূগোল-শাস্ত্রবিৎ টলেমিও বলিয়াছেন যে, হিমালয়ের উত্তর দেশে উত্তরকুরু-নামক জনপদ এবং উহাতে কুরু—(Morocorra) নামক জাতির বাস। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে রাজা ললিতাদিত্যের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, "উত্তরা কুরাবোঽবিক্ষং স্তম্ভয়াজ্জন্ম-পাদপান্"—তাঁহার ভয়ে উত্তর কুরুদেশবাসিগণ জন্মস্থানের বৃক্ষাবলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।

এতদ্দারা যে বর্ত্তমান সাইবিরিয়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ-সমূহ প্রাচীন উত্তর কুরুবর্ষ, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এই উত্তর কুরুবর্ষের উত্তরেই উত্তর-মহাসাগর, সুতরাং তাহা লোকের অগম্য,

ইহাও উক্ত হইয়াছে। পুরাণে এই উত্তর কুরুবর্ষ ঋষিক-দেশ নামেও অভিহিত হয়। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের অষ্টম অধ্যায়ে কথিত আছে যে,—"উত্তর কুরুবর্ষে বিরাজ নামক জাতি বাস করে"।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয়গণ ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত ও পলায়িত হইয়া সিন্ধুনদের পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণবর্ত্তী নানা দেশে এবং হিমালয়ের উত্তর দিকে অবস্থিত সমস্ত ভূভাগে যাইয়া বসতি করিয়াছিল। স্বজাতি হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় ইহারা এবং ইহাদের সন্তানবর্গ, সামান্যতঃ, ম্লেচ্ছ ও যবন নামে অভিহিত হইয়া ক্রমে শক, তুরুষ্ক, দরদ, পহ্লব, বর্ব্বর, হূন, কিরাত, হারীত প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অসভ্য ও অনার্য্য জাতীয় নামে পরিচিত হয় *। ইহারা মহাবল পরাক্রান্ত ও যুদ্ধবিদ্যা-বিশারদ ছিল। রামায়ণের প্রথমকাণ্ডে ইহাদের আকার প্রকার সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, "হেমকিঞ্জল্ক-সন্নিভৈঃ। তীক্ষ্ণাসি-পট্টিশ-ধরৈর্হেম-বর্ণাম্বরাবৃতৈঃ"। ইহাদের সকলেরই বর্ণ সুবর্ণের ন্যায়, পরিধানে পীতবসন এবং হস্তে তীক্ষ্ণ অসি এবং পট্টিশ নামক অস্ত্র। কিন্তু সিন্ধু-নদের পশ্চিম ও পশ্চিম-দক্ষিণ-দেশবাসিগণ বাসস্থান ভেদে গৌর, শ্যাম ও কৃষ্ণাদি বিবিধ প্রকার বর্ণবিশিষ্ট হইয়াছিল। এই সকল জাতীয় লোকের কাহার মস্তক অর্দ্ধ-মুণ্ডিত, কাহার মস্তক সর্ব্ব-মুণ্ডিত, কাহার আবার চিকুর দীর্ঘ এবং চূড়ায় নিবদ্ধ। ইহাদের প্রায় সকলের মুখেই দীর্ঘ শ্মশ্রু ইত্যাদি। †

এইক্ষণ উল্লিখিত জাতি-সমূহ সম্বন্ধে বিশেষতঃ, হিমালয়ের উত্তর-দিগ্‌বর্ত্তী দেশ-সমূহ-নিবাসী জাতি-নিচয় সম্বন্ধে পাশ্চাত্য ইতিহাসবিদ্-গণের কিরূপ মত, তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, শকজাতির আবাসভূমি প্রধানতঃ তুর্ক (পৌরাণিক তুরস্ক) দেশস্থিত শক দ্বীপ। এই জাতি সামান্যতঃ সূর্য্য-

* Vide রামায়ণ, মহাভারত and বিষ্ণুপুরাণ

† Ibid.

দেবের উপাসনা করিত। * ইতিহাসবেত্তা স্ত্রাবো বলেন যে, কাস্পীয়ান সাগরের পূর্ব্বদিকস্থিত সমস্ত জাতিই শক নামে অভিহিত। তাহারা বক্ত্রিয়া (Bactria) এবং অত্যুৎকৃষ্ট আর্ম্মাণি (Armenia) প্রদেশ অধিকার করিয়াছিল। ইহাদের জাতীয় নামানুসারে ঐ আর্ম্মাণি দেশ শকসেনী নামে কথিত হইয়াছিল। এই শকসেনী বাসিগণই ইয়োরোপীয় শাকসন্ (Saxon) জাতির পূর্ব্ব পুরুষ। † এই শাক্‌সনদিগের যুদ্ধকারী দেবের ছয় মস্তক ছিল। ‡

হিন্দুদিগেরও দেব সেনানী কার্ত্তিকেয়ের ছয় মস্তক, তজ্জন্য তাঁহার অন্য একটী নাম ষড়ানন। যশল্মীরের ইতিহাসে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, শকদ্বীপ নিবাসী তুরস্কেরা যদুবংশসম্ভূত। §

শকদ্বীপের অবস্থিতি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, সিন্ধুনদ উজা-ইয়া গিয়া পারোপমিসান্ দিয়া জেহূন নদী ও শক দ্বীপে উপস্থিত হওয়া যায়। ¶

কথিত আছে যে, ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে দরায়ুস হিস্তাস্‌পিসের রাজত্বকালে শকেরা স্কাণ্ডিনেভিয়া (বর্ত্তমান সুইডেন ও নরওয়ে) দেশ অধিকার করিয়াছিল। ইহারা বুধদেবের উপাসক ছিল এবং আপনা-দিগকে তাঁহার সন্তান বলিয়া বিশ্বাস করিত। পরে ইহারা মহাদেব, বুধ এবং উমা দেবীর উপাসক হইয়াছিল। ইহারা বসন্তকালে মহোৎসব

* Chagitai, Sakatai, the Saca-dwipa of the Puranas corrupted by the Greeks to Scythia, whose inhabitants worshipped the sun.
Tod's Rajasthan, Vol. I.

† Strabo says, "All the tribes east of the Caspian are called Scythic."
"——Thus they have been seen to possess themselves of Bactria, and the best district of Armenia, called after them *Sacasenæ*. The *Sacasenæ* were the ancestors of the Saxons."
Turner's History of the Anglo-Saxons. Vide also Tod's Rajasthan, Vol. I.

‡ The Saxon god of war has six heads. Tod's Rajasthan, Vol. I.

§ The Jessulmeer annals affirm that the whole Turushka race of Chagatai are of Jadu stock. Ibid.

¶ We must therefore voyage up the Indus, cross the Paropmisan, to the Jaxartes or Jipoon to Sakitai or Sacadwipa. Ibid.

সহকারে উমা দেবীর নিকট শূকর বলি প্রদান করিত। * ইহাদিগের মধ্যে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। †

শকজাতি প্রবল-প্রতাপ ও মহাবল পরাক্রান্ত ছিল। শকেরা যেরূপ ইউরোপ খণ্ডে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল, তেমনি আবার তাহারা ভারতেও আসিয়া বহুদেশ অধিকার করে, এমন কি, এক সময় তাহারা কাস্পীয়ান্ সাগর হইতে গঙ্গা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ‡ শকজাতির ন্যায় হূনজাতিও মহাবল পরাক্রান্ত। পুরাণোক্ত চন্দ্রবংশীয় রাজা আয়ুর যদু নামে একটী পুত্র ছিল, এই যদুর তৃতীয় পুত্র হ্যুচীন-জাতির আদিপুরুষ। স্যর্ উইলিয়ম্ জোন্স বলেন যে, চীনেরা আপনাদিগকে হিন্দু জাতি হইতে উৎপন্ন বলিত। ইহারা চন্দ্র-নন্দন ভগবান্ বুধের উপাসক ছিল। § হূনদিগের অনেকেই চীন দেশের উত্তর দিক্ হইতে তাড়িত হইয়া ইউরোপের নিকটবর্ত্তী দক্ষিণ দেশ-সমূহে প্রস্থান করিয়াছিল; অবশিষ্ট লোকেরা প্রথমতঃ অক্ষু ও যক্ষর্ত্তী-নামক নদীদ্বয়ের তীরে যাইয়া বাস করে, তথা হইতে কাস্পীয় সমুদ্র ও পারস্য (ইরান্) দেশের সীমান্ত প্রদেশ-সমূহে গিয়া বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহারা আবার মেয়র-উল্-নাহার প্রদেশে সিউ এবং মহাবল জীট্ জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়া ইউরোপ-খণ্ডে চলিয়া যায়। এই সিউ এবং

* Scandinavia was occupied by the Scythæ five hundred years before Christ. These Scythians worshipped Mercury (Boodha), Woden or Odin and believed themselves his progeny. The first (Thor, the thunderer, or god of war) is Hara, or Mahadeva, the destroyer; the second (Woden) is Boodha, the preserver, and the third (Freya) is Ooma, the creative power. The grand festival to Freya was in spring, then boars were offered to her by the Scandinavians.

Vide Tod's Rajasthan, Vol. I.

† Odin (Boodha) introduced the custom of cosuming on the pyre;—as also the practice of the wife burning with her deceased lord. These manners were carried from Saca-dwipa, or Saca-Scytha. Ibid.

‡ Pinkerton says "that a grand Scythic nation extended from the Caspian to the Ganges. Tod's Rajasthan, Vol. I.

§ The Pauranic Ayu had a son, Yodu (pronounced Jadoo); from whose third son, Hyu, (Sir William Jones says—the Chinese assert their Hindu origin, came the first race of China. Ibid.

জাতিই ইউরোপের প্রসিদ্ধ সিউবি এবং জীট্ জাতির পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কথিত হয়। *

ফলতঃ, পূর্ব্বোক্ত শকাদি সমস্ত জাতিই সামান্যতঃ তাতার বা তুরষ্ক জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ। শকদিগের অধিকাংশই সূর্য্যোপাসক। শক ভিন্ন দরদ ও হূনাদি জাতি চন্দ্রবংশীয় আয়ুরাজার বংশ জাত † সুতরাং তাহাদের অধিকাংশই চন্দ্রোপাসক।

প্রাচীন কালে পূর্ব্বোক্ত তাতার জাতি আশিয়া খণ্ডের মালভূমি হইতে ভারতে ও আশিয়ার অপর সমস্ত দেশে এবং ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা খণ্ডে যাইয়া বাস করিয়াছিল। হূন-প্রমুখ তাতার জাতীয় একদল ইউরোপের দক্ষিণস্থ গ্রীস দেশে উপনীত হইয়া কালক্রমে প্রাচীন এথেন্স ও স্পার্টা নগর সংস্থাপন করে। ঐ জাতীয় আর একদল ইতালী দেশে গমন করে এবং তথায় জগদ্বিখ্যাত রোম নগর নির্ম্মাণ করে।

একদল আবার জর্ম্মণির কানন মধ্যে আশ্রয় লইয়া উত্তরকালে রোম নগর ধ্বংস করিয়াছিল। ক্রমে দলে দলে তাতার জাতীয় লোক, আশিয়ার মধ্য ভাগ হইতে ইউরোপ খণ্ডে উপনীত হইয়া উপনিবেশ-সকল সংস্থাপন করে। ইহারাই ইউরোপ খণ্ডে সিম্ব্রিয়ান্, কেল্ট, গল, গথ, হূন, এলান, সোয়েডিস্, ভাণ্ডাল, টিউটন্, শদারদ্ ও ফ্রাঙ্ক নামে প্রসিদ্ধ। ‡ অধুনা ইউরোপীয় সমস্ত জাতিই উল্লিখিত জাতি-সকল হইতে উৎপন্ন।

* When the Huns were chased from the north of China, the greater part retired into the southern countries adjoining Europe. The rest passed directly to the Oxus and Jaxartes, thence they spread to the Caspian and Persian frontiers. On Mawer-ool-nehre (Transoxiana) they mixed with the Su, the Yuchi, or Getes, who were particularly powerful, and extended into Europe. One would be tempted to regard them as the ancestors of those Getes who were known in Europe. Some bands of Su might equally pass into the north of Europe, known as the Suevi. Ibid.

† The Tatars all claim their descent from Ayu. Ibid.

‡ "It was from Tartary those people came, who, under successive names of Cymbrians, Kelts, Gauls, possessed all the northern part of

হূন জাতীয় একদল, পারসীক বা ইরান্ দেশে যাইয়া বাস করিয়াছিল। ইহারা অগ্নিদেবের উপাসক। উত্তর কালে এই জাতি যবনবিতাড়িত হইয়া ভারতে আসিয়া গুজরাটে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বাস করে। এইক্ষণ বোম্বাই নগরে এই জাতি পার্শি নামে খ্যাত। অপিচ, তাতার হইতে তক্ষক, জীট (জাঠ), কামারি, কাট্টি ও হূন জাতীয় লোকেরা ভারত আক্রমণ করিয়া তথায় রাজ্য শাসন করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তক্ষক জাতি ভারতে আসিয়া রাজত্ব করে। এই সময় ভারতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রকুলোদ্ভূত কোন রাজাই ছিলনা। পুরাণশাস্ত্রে কথিত আছে যে,—এই সময় হইতেই ভারতে শূদ্র, তুরস্ক ও যবন জাতীয় লোকেরা প্রবল হইয়াছিল। *

চন্দ্রবংশীয় রাজা আয়ু হইতে এলুখাঁ নবম ছিল। এলুখাঁর দুই পুত্র। প্রথমটীর নাম কৈয়ান্ এবং দ্বিতীয়টীর নাম নাগ। ইহাদের অধস্তন সন্তান সন্ততিই সমস্ত তাতার দেশে বাস করিত। প্রসিদ্ধ জঙ্গীস্ খাঁ আপনাকে কৈয়ানের বংশ জাত বলিত। এই নাগই সম্ভবতঃ পুরোণোল্লিখিত এবং তাতার জাতীয় কুলশাস্ত্রজ্ঞগণ-কথিত তক্ষক বা নাগ জাতির আদি পুরুষ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, তাতার জাতির আদিপুরুষ আয়ু ও চীন জাতির আদিপুরুষ হ্যু এবং পুরাণোক্ত রাজা

Europe. What were the Goths, Huns, Alans, Swedes, Vandals, Franks, Teutons and Slavs, but swarms of the same hive? The Swedes' chronicles bring the Swedes from Cashgar, and the affinity between Saxon language and Kipchak is great; and the Keltick language still subsisting in Britany and Wales is a demonstration that inhabitants are descended from Tatar nations." (The translator of Abulgazi—the historian of the Tatars and the Moguls). Tod's Rajasthan, Vol. I.

* From between the parallels of 30° and 50° of north latitude, 75° to 95° of east longitude, the highlands of Central Asia, alike removed from the fires of the equator and the cold of the Arctic circle, migrated the races which passed into Europe and within the Indus. The Takshacs, the Getes, the Camari, the Catti and the Huns passed into the plains of Hindustan. The sixth century is calculated for the Takshac from Sehesnagdes, and it is on this event and reign that the Puranas declare, that from this period "no prince of pure blood would be found but that the Sudra, the Turushka and the Yavan would prevail." Ibid.

আয়ু কোন বিখ্যাত হিন্দু বংশের আদিপুরুষ ছিল। ইহারা সকলেই চন্দ্রবংশীয়; সুতরাং উল্লিখিত তিনটী জাতিই যে চন্দ্রবংশ-সম্ভূত, ইহা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। *

স্কাণ্ডিনেভীয়, শক, জর্ম্মণ, কেম্ব্রি, কাট্টি, জাঠ, সুয়েভি ও রাজপুত জাতি-নিচয়ের ধর্ম্মভাব, ব্যবহার ও কুসংস্কারগুলি প্রায় একরূপ ছিল। বুধ ও পৃথিবী, প্রাচীন জর্ম্মণ জাতির উপাস্য দেবতা। প্রাচীন জর্ম্মণেরা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া উপাসনার্থ অবগাহন করিত। তাহাদের গাত্রে অসংযত ও লম্বমান পরিচ্ছদ, মস্তকোপরি দীর্ঘ জটিল কেশ-পাশ একটী গ্রন্থিতে আবদ্ধ থাকিত। ইহারা পণ ধরিয়া ক্রীড়া করিত, এবং পরাজিত হইলে বিজেতার দাসত্ব স্বীকার করিত ও বিজয়ী জন কর্ত্তৃক বিক্রীতও হইত।

স্কাণ্ডিনেভিয়া-বাসী সুয়েভিরা, আপ্সালা নগরীতে হর, বুধ ও উমাদেবীর প্রসিদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করে। †

আমরা ভারত-বহিভূর্ত দেশ-সমূহের জাতি-সকল সম্বন্ধে এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম, তদ্দারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানিতে পারিলাম যে,—

* Elkhan (the ninth from Ayu) had two sons: first, Kaian, and second Nagas; whose descendants peopled all Tartary. From Kaian, Jungeez Khan claimed descent. Nagas was probably the founder of the Takshac, or Snake race of the Puranas and Tartar genealogists. Thus Ayu of the Tatar, Hyu of the Chinese, and Ayu of the Puranas evidently indicate the great Indu progenitor of the three races. Ibid.

† All these Indu-Scythic invaders held the religion of Buddha; and hence the conformity of manners and mythology between the Scandinavian or German tribes and the Rajputs, increased by comparing their martial poetry. Tuisto (Mercury) and Ertha (the earth) were the chief divinities of the early German tribes. The first act of a German on rising was ablution. "The loose flowing robe, the long and braided hair tied into a knot at the top of the head." Tacitus. Many other customs, personal habits, and superstitions of the Scythic, Cymbri, Juts, Catti, Suivi and Rajputs are nearly the same. The German staked his personal liberty became a slave, and was sold as the property of the winner. The Suevi or Sucones, erected the celebrated temple of Upsala in which they placed the statues of Thor, Woden, and Freya. Tod's Rajasthan, Vol. 1.

১। প্রাচীনকালে ভারতের চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ, তাড়িত ও জাতিভ্রষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের (কুমারিকা খণ্ডের) বহির্ভূত দেশ-সমূহে যাইয়া বাস করিয়াছিল।

২। তাঁহারা এবং তাঁহাদিগের সন্তানবর্গ, সাধারণতঃ যবন ও ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হইয়া ক্রমে শক, তুরুষ্ক, দরদ, পহ্লব, হূন, বর্ব্বর, কিরাত ও হারীত প্রভৃতি অনার্য্য ও অসভ্য জাতীয় বিশেষ বিশেষ আখ্যায় প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

৩। আশিয়ার মধ্যস্থিত মালভূমি হইতে উল্লিখিত জাতি-সকল, আরব, তুর্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশে ও ইউরোপ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার নানা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইয়া বাস করিয়াছিল; সুতরাং আরব প্রভৃতি দেশের এবং ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার বর্ত্তমান জাতি-সকল পূর্ব্বোক্ত জাতি-সমূহ হইতে উৎপন্ন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, ইউরোপীয় জাতি-সমূহের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ, প্রাচীন আর্য্যজাতির পুরাতন বাসস্থান হইতে অর্থাৎ পারস্য রাজ্যের উত্তরদিগ্বর্ত্তী বেলুরতাগ্ ও মুস্তাগ্ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী কোন প্রদেশ হইতে যে কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন দলে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কেল্‌টিক্, আর্ম্মাণি, ও হেলেনিক্ জাতি এবং তাঁহাদিগের সন্তানগণই শ্লাবনীয়, লিথুনীয় ও টিউটন্ জাতিরূপে সংগঠিত হইয়াছিল। গ্রীক্, রোমক, ইংরাজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসী, জর্ম্মণ, স্পানিয়ার্ড ও পোর্টুগীজ প্রভৃতি জাতি, ঐ তিন প্রধান জাতির অন্তর্ভুক্ত। এইরূপে ভারতবর্ষীয় আর্য্যজাতির ও পারসীকদিগের পূর্ব্বপুরুষগণও আশিয়ার মধ্য প্রদেশ হইতে ভারতে এবং ইরান্ (পারস্য) দেশে যাইয়া উপনিবেশ সকল সংস্থাপন করেন ইত্যাদি।

পাঠক মহাশয়গণ, আপনারা এইক্ষণ বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমাদিগের পূর্ব্ব-কথিত জাতি সম্বন্ধীয় বাক্যগুলির সহিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উক্তির কোন বিরোধ নাই, তবে আর্য্যজাতির ভারতে আগমনসম্বন্ধীয় উক্তিটীর সহিত আপাততঃ আমাদিগের মতের বিরোধ হইলেও কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সে বিরোধটীও তিরোহিত

হইবে ; কারণ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণই বলিয়াছেন যে, আশিয়ার মধ্য-প্রদেশ হইতে আর্য্যগণ দলে দলে ইউরোপ খণ্ডে উপনীত হইয়া বাস করিলে, পরে ক্রমশঃ উক্ত মালভূমি হইতে আর্য্যগণ ভারতে ও ইরান্-দেশে যাইয়া উপনিবেশ-সকল সংস্থাপন করেন। এই কথাটী আমাদিগের পূর্ব্বোল্লিখিত এবং উদ্ধৃত সবিস্তার বিবরণগুলি সহকারে দেশ, কাল ও পাত্রাদি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহাই স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত শক, হূন, জাঠ ও কাট্টি প্রভৃতি জাতির ভারতাক্রমণ ও তথায় তাহাদিগের উপনিবেশ-সকল সংস্থাপন দেখিয়া যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

অতএব প্রাচীনকালে আশিয়ার মধ্যস্থিত ভূভাগের অধিবাসিগণ আর্য্য ক্ষত্রবংশোদ্ভূত হইয়াও ভারত হইতে বিতাড়িত এবং জাতিভ্রষ্ট হওয়ায় অসভ্য জাতি-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল, সুতরাং তাহারা এবং তাহাদিগের সন্তানবর্গ শাস্ত্রানুসারে অনার্য্য বা পতিত ক্ষত্রিয়। ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং আশিয়ার ভারত-বহির্ভূত দেশ-সকল, ভারত হইতে বিতাড়িত, জাতিভ্রষ্ট শক, হূন, দরদাদি নামে পরিচিত ক্ষত্রিয় সন্তানদিগের দ্বারা উপনিবেশিত হইয়াছিল, এই বিষয়টী পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বাক্য দ্বারাই সপ্রমাণ হইতে পারে, ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ লিপিবাহুল্য হইল, ভরসা করি, সহৃদয় পাঠক আমাদিগের এই দোষ মার্জ্জনা করিবেন।

আর্য্যাবর্ত্তস্থ দেশ ও প্রদেশ-সমূহ।

১। কেকয়—বৈদিক সাময়িক ব্রহ্মর্ষি-দেশের অন্তর্বর্ত্তী প্রদেশ। ইহার রাজধানী শতদ্রু ও বিপাশা-নদার মধ্যস্থিত ভূভাগে অবস্থিত ছিল।

২। বাহিক—কেকয়ের উত্তরে, বিপাশা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ। রামায়ণ ও মহাভারতে ইহা অনার্য্যভূমি বলিয়া বর্ণিত আছে।

৩। সিন্ধু—বর্ত্তমান সিন্ধুদেশের পশ্চিম প্রান্ত।

৪। সৌবীর—বর্ত্তমান রাজপুতানার দক্ষিণাংশ। ইহার অন্য নাম বদরী ছিল। বাইবলে ওফির (Ophir) এবং মিশরীয় জাতি কর্ত্তৃক সফির (Sofir) বলিয়া উক্ত আছে।

৫। কাম্বোজ—বর্ত্তমান খাম্বাজ উপসাগরের (Gulf of Cambay) নিকটবর্ত্তী কোন প্রদেশ। ইহা বৈদিক সময়ে আর্য্যদেশ-মধ্যে পরিগণিত ছিল, কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে উহা অনার্য্য প্রদেশ বলিয়া কথিত আছে।

৬। সৌরাষ্ট্র—বর্ত্তমান সুরাট্। সুরাষ্ট্রীন্ বলিয়া টলেমি দ্বারা উক্ত।

৭। মালব—বর্ত্তমান মালব।

৮। দশার্ণ—বর্ত্তমান ছত্রিশ গড়ের অংশ-বিশেষ। টলেমি ও পেরিপ্লাস্ কর্ত্তৃক ইহা দশারীন্ নামে কথিত, বেত্রবতী নদীতীরস্থা বিদিশা (ভিল্সা) দশার্ণের রাজধানী ছিল।

৯। অবন্তী—বর্ত্তমান উজ্জয়িনী।

১০। পুষ্কর—বর্ত্তমান আজমীরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ।

১১। মৎস্য—বর্ত্তমান জয়পুর দেশ।

১২। কুরুক্ষেত্র—বর্ত্তমান ত্রাণেশ্বর।

১৩। পঞ্চাল—মহাভারতের সময়ে পঞ্চাল দেশ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, উত্তর পঞ্চাল ও দক্ষিণ পঞ্চাল। উত্তর পঞ্চাল—বর্ত্তমান রোহিলা-খণ্ড, প্রাচীন রাজধানী অহিচ্ছত্রা। দক্ষিণ পঞ্চাল—গঙ্গার দোয়াব, প্রাচীন রাজধানী কাম্পিল্য নগর। কিন্তু রামায়ণের সময়ে কাম্পিল্য, স্বনাম-খ্যাত এক বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানী।

১৪। শূরসেন—বর্ত্তমান মথুরা প্রদেশ (Suraseni of Arrian)

১৫। সাঙ্কাস্যা—(Seng-Kia-Si of Hewen Tsang) ইহার রাজধানী সাঙ্কাস্যা। প্রাচীন ইক্ষুমতী বা কালন্দ্রী বর্ত্তমান কালী নদীর তটে স্থাপিত।

১৬। মদ্রদেশ—(Mardi of the Greeks) বর্ত্তমান পঞ্জাবের প্রদেশ-বিশেষ।

১৭। বীরমৎস্য—বর্ত্তমান অম্বালা ও তাহার পূর্ব্বোত্তর প্রদেশ।

১৮। কুরুজাঙ্গল—প্রাচীন কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ।

১৯। অপরতাল—বর্ত্তমান নাইনিতালের দক্ষিণ ও বেরেলির উত্তর।

২০। প্রলম্ব—বর্ত্তমান বিজ্নোরের নিকট পশ্চিম রোহিলা-খণ্ডের অংশ-বিশেষ।

২১। শৃঙ্গবেরপুর—স্যন্দিকা ও গঙ্গার মধ্যবর্ত্তী, প্রয়াগের নিকট পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রদেশ। ইহা নিষাদ-পতি গুহকের রাজধানী ছিল। এইক্ষণ সংরুর নামে বিখ্যাত।

২২। বৎসদেশ—প্রয়াগের পশ্চিম হইতে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থিত ভূভাগের নাম বৎসদেশ। ইহার প্রাচীন রাজধানীর নাম কৌশাম্বী, বর্ত্তমান কোশম্ গ্রাম।

২৩। মহোদয়—প্রাচীন কান্যকুব্জ, বর্ত্তমান কনোজ।

২৪। ধর্ম্মারণ্য—প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষপুর (বর্ত্তমান কামরূপ ও আসামের কিয়দংশ) প্রদেশের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ।

২৫। গিরিব্রজ—গঙ্গা ও শোণনদের সঙ্গমস্থলের সমীপবর্ত্তী প্রদেশ।

২৬। কোশল—কাশীরের উত্তর হইতে বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশসহ সমস্ত ভূভাগ কোশল নামে খ্যাত। ইহা উত্তর কোশল ও দক্ষিণ কোশল-নামক ভাগদ্বয়ে বিভক্ত।

২৭। কাশী—বর্ত্তমান বারাণসী বা কাশী প্রদেশ।

২৮। মলদকরুষ—বৈদিক সময়ে ইহা অতি সমৃদ্ধ প্রদেশ ছিল, কিন্তু রামায়ণের সময়ে উহা তাড়কার বনে পরিণত হয়। চীন দেশীয় ফাহিয়ানও এই স্থান মহারণ্যময় বলিয়াছেন, কিন্তু তৎপরবর্ত্তী চীন পরিব্রাজক হিউয়েন্সাঙ্, এই স্থানে মহাসরঃ ('Mo-ho-so-lo) নামক প্রদেশ দেখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মাসার গ্রাম প্রাচীন মহাসরঃ বলিয়া খ্যাত। সেই তাড়কার মহারণ্য এইক্ষণ আরা জেলা।

২৯। অঙ্গ—বর্ত্তমান ভাগলপুর ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশ। ইহার রাজধানী চম্পানগরী ছিল। অথর্ব্ববেদের সময়ে ইহার অংশমাত্র

আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত হইয়াছিল। ঐ অংশ গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গম-স্থল এবং তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি স্থান।

৩০। মগধ—ঋগ্বেদে উল্লিখিত কীকট দেশ। অথর্ব্ববেদে ইহা মগধ নামে উক্ত (Prasi of the Greeks) অথর্ব্ববেদের সময়ে ও রামায়ণের সময়ে উহার অধিকাংশ অরণ্যময়।

৩১। গয়া—মগধ রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত।

৩২। বিশালা—গঙ্গার উত্তর ও গণ্ডকী নদীর পূর্ব্বে এবং মিথিলার দক্ষিণস্থ ভূভাগের নাম বিশালা। ইহার বর্ত্তমান নাম বিসার।

৩৩। মিথিলা—বিশালার উত্তরেই মিথিলা রাজ্য। বর্ত্তমান কালে ইহা ত্রিহুত নামে খ্যাত প্রদেশ।

৩৪। পুণ্ড্র—বাঙ্গালার পশ্চিম সীমান্থ প্রদেশগুলি পুণ্ড্র নামে খ্যাত। ইহা প্রাচীনকালে অরণ্যময় ও অনার্য্য-নিবাস।

৩৫। বঙ্গ—বর্ত্তমান বাঙ্গালার দক্ষিণাংশ, ইহা পুরাতন কালে অনার্য্য প্রদেশ।

দাক্ষিণাত্যস্থ দেশ ও প্রদেশ-সমূহ।

১। ব্রহ্মমাল—বিন্ধ্যগিরি-সমীপবর্ত্তী অনার্য্য প্রদেশ।

২। বিদর্ভ—বর্ত্তমান বিরার প্রদেশ। ইহার প্রাচীন রাজধানী কৌণ্ডিন্য।

৩। মহীষিক—বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্য (Vide Griffith's Ramayana, Vol. IV., P. 422)।

৪। গোকর্ণ—বর্ত্তমান মালাবার উপকূলের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ।

৫। কেরল—বর্ত্তমান মালাবার ও কানাড়া প্রদেশ।

৬। চোল—বর্ত্তমান করমণ্ডল-উপকূলের অধিকাংশ প্রদেশ।

৭। অন্ধ্র—বর্ত্তমান তৈলঙ্গদেশের কিয়দংশ। ইহার রাজধানী বারাঙ্গল।

৮। কিষ্কিন্ধ্যা—বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যের উত্তরস্থ প্রদেশ।

৯। কলিঙ্গ—বর্ত্তমান উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমা হইতে আরম্ভ করিয়া দ্রাবিড়ের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী বিস্তৃত প্রদেশ।

১০। দ্রাবিড়—দাক্ষিণাত্যের বহু প্রদেশের সাধারণ নাম দ্রাবিড়। এই সকল প্রদেশের মধ্যে চোল, চের ও পাণ্ড্য প্রধান।

প্রাচীনকালে আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে যে সকল দেশ ও প্রদেশ অতি প্রসিদ্ধ ছিল, এ প্রস্তাবে কেবল সেইগুলিই উল্লিখিত ও তাহাদের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। তৎকালীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশগুলির এবং উল্লিখিত দেশ ও প্রদেশ-সকলের বিশেষ বিবরণ যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা মাহাত্মা কানিংহাম্ সাহেবকৃত প্রাচীন ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অবগত হইবেন।

অতঃপর আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

বাণিজ্য, সাধারণতঃ, অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য রূপে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। স্বদেশ-মধ্যে স্থল বা জল পথে যে বাণিজ্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহাকে অন্তর্বাণিজ্য এবং স্থল বা জল-পথে বিদেশে যাইয়া যে বাণিজ্য নির্ব্বাহিত হয়, তাহাকে বহির্বাণিজ্য কহে। সার্থবাহবণিক্-দল (Caravans) হয়, হস্তী, উষ্ট্র ও গর্দ্দভাদি বাহনের পৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্যজাত বোঝাই করিয়া স্বদেশ-মধ্যে অথবা বিদেশে গিয়া বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এইরূপে বণিক্গণ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ নৌকায় পণ্যদ্রব্যজাত লইয়া স্বদেশ-মধ্যে অথবা অর্ণবপোতে বিদেশে যাইয়া বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে।

আমরা শীর্ষকোল্লিখিত বাণিজ্যের কাল সাধারণতঃ দুইটী ভাগে বিভক্ত করিয়াছি ; প্রথমতঃ বৈদিক কাল হইতে বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব কাল অর্থাৎ ঋগ্বেদের সময় হইতে ৫৫৭ খ্রীঃ, পূঃ পর্য্যন্ত, দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধদেবের সময় হইতে ভারতবর্ষে মুসলমানগণের প্রথম আগমন কাল অর্থাৎ ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ইবন্ কাসিম্ কর্ত্তৃক সিন্ধু দেশাধিপতি ডাহিরের পরাজয় কাল পর্য্যন্ত প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে যথাক্রমে আলোচনা করিব।

উপর্য্যুপরি বৈদেশিক জাতি-সমূহের ভারতাক্রমণ-জনিত রাজ্য-বিপ্লব ও রাষ্ট্রপরিবর্ত্তনের সহিত আখ্যানময় ইতিহাসাদি গ্রন্থের ন্যায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে লিখিত কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষা সম্বন্ধীয় বিবরণ-গুলি, বিশেষতঃ বার্ত্তানামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বিলুপ্ত হইলেও, হিন্দু জাতীয় গ্রন্থ-নিচয়ে যে সকল উন্নত ও সমৃদ্ধ সমাজ-চিত্র এবং নগর ও রাজধানীর যে প্রকার উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা আছে, তাহাতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, অতি পূর্ব্বকাল হইতে ভারতে প্রকৃষ্ট রূপে হিন্দুদিগের বাণিজ্য প্রচলিত ছিল; কারণ, বাণিজ্য ব্যতিরেকে তাৎকালিক হিন্দু সমাজ, নগর এবং রাজধানী-প্রভৃতি তাদৃশ রূপে উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী হইতে পারিত না।

এইক্ষণ আমরা পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপপুরাণ, নীতি-শাস্ত্র, কাব্য, নাটক, আখ্যা-য়িকা, উপাখ্যান ইত্যাদি এবং বৈদেশিক জাতিনিচয়ের গ্রন্থাবলী হইতে শীর্ষকোল্লিখিত প্রবন্ধটীর প্রমাণ-সকল যথাসাধ্য ক্রমশঃ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

ঋগ্বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাই ভূমণ্ডলের প্রথম পুস্তক। আমরা বৈদিককালীন বহির্বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের বিবরণগুলি লিখি-বার পূর্ব্বে বহির্বাণিজ্য ও তাৎকালিক ভারতবর্ষের ভৌগোলিক ও সামাজিকাদি অবস্থা কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে ঋগ্বেদাদি-গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করি; কারণ, বাণিজ্যোন্নতির সহিত সামাজিকাদি উন্নতির অতি নিকট সম্বন্ধ, একের অভাবে অপরটীর উৎকর্ষ একপ্রকার অসম্ভব। যে অপরিজ্ঞাত বৈদিক সময়ে জাতি-বিভাগ সম্পন্ন হইয়াছিল, তৎকালেও কৃষি, বাণিজ্যবৃত্তির আবশ্যকতা ও সমাদর ছিল, নতুবা বাণিজ্যোপজীবী বৈশ্যজাতির উৎপত্তি হইত না। বৈশ্যেরা সম্মানিত ও বিদ্বান্ ছিলেন; কারণ, বেদাধ্যয়নে তাঁহাদের অধিকার ছিল।* তাঁহারা বেদান্তাদি শাস্ত্রজ্ঞ এবং বিশেষতঃ, বার্ত্তানামক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। * এই বার্ত্তাশাস্ত্র কি, তাহা কামন্দ-কীয় নীতি-সারে জানা যায় যে,

পাশুপাল্যং কৃষিঃ পণ্যং বার্ত্তা বার্ত্তানুজীবিনাম্।
সম্পন্নোবার্ত্তয়া সাধুর্নবৃত্তের্ভয়মৃচ্ছতি ॥”

কামন্দকীয় নীতি-সারে ২য় সর্গ।

পশুপালন, কৃষি এবং বাণিজ্য সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থাদি-সমন্বিত বার্ত্তা-নামক শাস্ত্র বৈশ্যদিগের জ্ঞাতব্য ; বার্ত্তায় সুনিপুণ ব্যক্তির জীবিকা বিষয়ে কোন ভয় থাকে না।

বৈদিক সময়ে ভারতের অধিকাংশ দেশ ও প্রদেশই অরণ্যময় এবং পাহাড় পর্ব্বতে সমাকীর্ণ। তৎকালে আর্য্য-গণ-নিবাসিত ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি-নামক দুইটী দেশ সুসভ্য ও সুপ্রসিদ্ধ। এইকালে মধ্যদেশও (গঙ্গার দোয়াব) আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত। ঋগ্বেদের সময়ে সরস্বতী হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ সুসভ্য। বৈদিক ব্রাহ্মণ ভাগের সময়ে মগধ-দেশে আর্য্য-সভ্যতা প্রবেশ করে। এতদ্ভিন্ন আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য দেশ ও প্রদেশ গুলি অরণ্যময় এবং অসভ্য অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত। ঐ সকল অরণ্যে সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভয়ঙ্কর জন্তু-সকল বাস করিত। ব্যাধেরা সিংহদিগকে শিকার করিত।

বৈদিক কালে সমস্ত দাক্ষিণাত্য অরণ্যময় এবং অনার্য্যগণের নিবাস ভূমি। কেবল মধ্যে মধ্যে দুই একটী ঋষির আশ্রম দেখা যাইত মাত্র। বেদে ভারতের বহির্ভূত দেশ ও প্রদেশাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ অত্যল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাতে বর্ত্তমান কাবুল দেশ (জাবুলি স্থান) স্থিত কুভ্হা নদীর নাম উল্লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত বাহ্লীক, গান্ধার ও উত্তর কুরুবর্ষ (বর্ত্তমান সাইবিরিয়া) এই তিনটী দেশের উল্লেখ দেখা যায়। বাহ্লীক ও গান্ধার অনার্য্য-নিবাসিত এবং উত্তর কুরুবর্ষ বিরাজ-নামক জাতিকর্ত্তৃক অধিবাসিত ছিল।

বৈদিক কালে আর্য্যেরা প্রধানতঃ, ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মর্ষি ও মধ্যদেশে বাস করিতেন। পরে তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য দেশ ও প্রদেশে যাইয়া বাস করেন। আর্য্যেরা অসভ্য ও অনার্য্য জাতীয় লোকদিগকে দস্যু, রাক্ষস, পিশাচ ও অসুর ইত্যাদি নামে অভিহিত করিতেন। ইহারা কৃষ্ণকায়, অযাজ্ঞ ও অশ্রুত ছিল এবং আর্য্যেরা গৌরবর্ণ, যাজ্ঞিক ও

মহাপণ্ডিত ছিলেন। অনার্য্য জাতীয় লোকেরা আর্য্যদিগের উপর বড়ই অত্যাচার করিত। ইহাদের ধর্ম্ম, ভাষা, আচার ও ব্যবহার আর্য্যদিগের ন্যায় ছিলনা। ঋগ্বেদে আর্য্য-গণ ও দস্যুগণের মধ্যে বারংবার যুদ্ধের কথা উল্লিখিত আছে। এই সকল দস্যুর নগর, গ্রাম, রাজা, শাসন-প্রণালী, ধর্ম্ম, অস্ত্র ও শস্ত্র ছিল। ইহাদের অধিপতি-গণের মধ্যে শম্বরাসুরের প্রস্তর-নির্ম্মিত শত-সংখ্যক নগর ছিল, তন্মধ্যে নবনবতি-সংখ্যক নগর দিবোদাসের অধীন আর্য্য-গণ ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং শততম নগরটী দিবোদাস নিজের বাস জন্য রাখিয়াছিলেন।

আর্য্যেরা নীতি-বিদ্ যুদ্ধ-শাস্ত্রজ্ঞ ঋষিদিগের অধীনে অবস্থিত ছিলেন। ঋষিগণ প্রথমতঃ যুদ্ধ এবং তপস্যা, এই উভয় কার্য্যই করিতেন। তাঁহারা ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ এবং সাংসারিক ছিলেন। তাঁহাদের উৎকৃষ্ট অস্ত্র, শস্ত্র ও ধর্ম্ম ছিল। ক্রমে সমাজ-বদ্ধ হইলে রাজগণ ইন্দ্রের অধীনে থাকিয়া অনার্য্যদিগকে জয় করিতেন। আর্য্যেরা অনার্য্যদিগের অরণ্যসকল দগ্ধ করিতেন। আর্য্যদিগের প্রত্যেক পরিবার, গৃহস্বামী দ্বারা শাসিত ও পালিত হইত। ইহাঁদিগের পুরোহিত ছিল।

ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে পবিত্র-সলিল পঞ্চনদের তীরে আর্য্যদিগের অনেক গ্রাম, নগর ও মহানগর ছিল। রাজারা হস্তী আরোহণ করিয়া বেড়াইতেন এবং তাঁহারা দাতা ও যুদ্ধ-কুশল ছিলেন। নৃপতিগণের হয়, হস্তী, রথ, পদাতি, এই চতুরঙ্গিণী সেনা এবং বিবিধ অস্ত্র ও শস্ত্র ছিল। পদাতির স্কন্ধে বল্লম্ এবং হস্তে অসি। স্বর্ণময় ও লৌহময় বর্ম্মের ব্যবহার ছিল। আর্য্যেরা রথনির্ম্মাণে সুপটু ও উৎকৃষ্ট শিল্পী ছিলেন। প্রজাগণ কৃষি-কার্য্য, শিল্প, পশু-পালন, তন্তুবয়ন ও স্থাপত্য কার্য্য করিত। গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যে অশ্ব, মেষ, ছাগ, গো, উষ্ট্র ও মহিষই প্রধান। ঋগ্বেদে যমুনাতীরে ও গোমতী-তীরে গো-সকল চরিতেছে, ইহা দেখা যায়। অশ্বের ব্যবহার, যুদ্ধে ও যজ্ঞ-কার্য্যে হইত। যব, গোধূম, ধান্য, তিল ও রবি-শস্য, এই গুলি আর্য্যেদিগের কৃষি ছিল। আকরে স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহাদি ধাতুর উল্লেখ আছে। বৈদিক সময়েও হিন্দু-সভ্যতা সম্যক্ বর্ত্তমান ছিল। বেদে অনেক রাজ্য-শাসকের উল্লেখ রহিয়াছে। ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি ক্ষত্রিয় রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। ব্যবহারশাস্ত্র ও ধর্ম্মাধিকরণও বর্ত্তমান ছিল। যুক্তি, সম্পত্তিক্রয় ও বিক্রয় এবং ঋণ-গ্রহণ প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল। আর্যেরা জ্যোতির্বিদ্যা এবং চিকিৎসা শাস্ত্র জানিতেন। জলচিকিৎসা (Hydropathy), বিধবা-বিবাহ এবং দ্যূত-ক্রীড়া প্রচলিত ছিল। আর্য্যেরা সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য ধর্ম্মাধিকরণে (Hall of Justice) যাইত। স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্যভাবে রথারোহণে পথে বা যজ্ঞ-ভূমিতে গমন করিত। স্ত্রীশিক্ষা বিলক্ষণরূপে প্রচলিত ছিল। অত্রি-গোত্রীয়া বিশ্ববারা ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্ত রচনা করিয়াছিলেন। অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রা এবং মনু-কন্যা ইলা লোক-শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী গার্গী জ্ঞানকাণ্ডে সুপণ্ডিতা ছিলেন।

আর্য্যেরা মিথ্যা ও পাপকে বড়ই ঘৃণা করিতেন এবং অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতেন। আর্য্যেরা বড়ই সোম-প্রিয় ছিলেন। এই সোমলতা হিমালয়ের উত্তর প্রদেশ হইতে আনীত হইত। উদূখল ও মুষলদ্বারা সোমলতা হইতে রস বাহির করিয়া লইয়া তাহাতে চিনি, দুগ্ধ ও যবের জল মিশ্রিত করিলেই সোমরস প্রস্তুত হইত। সামবেদে এই সোমরসের গুণ বিষয়ে বড়ই প্রশংসা আছে। উহা মনকে আনন্দিত ও প্রফুল্ল করে এবং শরীরে স্বাস্থ্য প্রদান করিয়া থাকে।

হিন্দুগণের ইতিহাসে লিখিত আছে যে, ঋগ্বেদের কাল হইতে আলে-ক্জেণ্ডারের ভারতে আগমন কাল পর্য্যন্ত হিন্দু-সভ্যতা একই রূপ ছিল। এবম্প্রকারে উন্নত বৈদিক আর্য্য-সমাজে যে কৃষি বাণিজ্যাদি প্রকৃষ্ট প্রণালী ক্রমে প্রচলিত ছিল, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বেদেই লিখিত আছে যে, বৈদিক সময়েও আর্য্যেরা কৃষি ও বাণিজ্যপ্রিয় ছিলেন। রত্ন-প্রসূ সর্ব্বশস্যাঢ্য ভারতের মানব-গণ, অবশ্য অতি প্রাচীন কালেই যে অল্লাধিকরূপে বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।

বেদে নিম্নোক্ত নদ নদী গুলির নাম উল্লিখিত আছে ;—যথা কুভ্হা (Cabul river), সিন্ধু, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, বিপাশা (ঋগ্বেদে

আর্জ্জিকিয়া), ইরাবতী, সরস্বতী, রসা, অনিতাভা, দৃশদ্বতী, যমুনা, গঙ্গা, মালিনী (Erinesas of Megasthanes, বর্ত্তমান চুকা), কোটিকোষ্টিকা (বর্ত্তমান কোহ), কপিবতী (বর্ত্তমান গরা), বেদশ্রুতি, তমসা (River tons), স্থানুমতী, সুদামা, কুলিঙ্গা, সরযূ, গণ্ডকী, গোমতী, স্যন্দিকা (Sai), শরদণ্ডা, ইক্ষুমতী, হ্লাদিনী, শিলা, আকুর্ব্বতী, শিলাবহা, পাবনী, নলিনী, সুচক্ষুঃ, সীতা এবং সিন্ধু। বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে বিহার দেশে সদানীরার (করতোয়া) ? কথা উল্লিখিত আছে।

বৈদিক কালেও ভারতবর্ষের বহির্ভূত, পশ্চিম ও উত্তর দিগ্বর্ত্তী দেশ-নিচয়-নিবাসী অনার্য্য জাতীয় লোকের সহিত আর্য্যদিগের বাণিজ্য-ঘটিত সংস্রব ছিল। আর্য্য-গণ যেমন যাজ্ঞিক ছিলেন, তেমনি আবার তাঁহারা সমর-প্রিয়ও ছিলেন; ক্ষত্রিয়দিগকে ব্রাহ্মণগণানুষ্ঠিত যজ্ঞাদি রক্ষার্থ অনার্য্য-গণের সহিত সতত যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। তাহাতে সমর ব্যাপার নির্ব্বাহার্থ তাঁহাদিগকে হয়, হস্তী, উষ্ট্র প্রভৃতি ক্রয় করিতে হইত।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বনায়ু (আরব), পারসীক (পারস্য), কাম্বোজ ও বাহ্লীক দেশীয় অশ্বগুলি অতি উৎকৃষ্ট। উহারা বৈদিক সময়েও সুপ্রসিদ্ধ ছিল বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। বেদে উত্তর কুরুবর্ষের (সাইবিরিয়া) ভূয়সী সমৃদ্ধির কথা উল্লিখিত আছে। এই সকল কথা দ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, আর্য্য-গণ পূর্ব্বোক্ত দেশ-সমূহ হইতে সমরোপযোগী অশ্ব-সকল বাণিজ্য-যোগে ক্রয় করিয়া আনয়ন করত তদারোহণে অনার্য্যদিগের সহিত সংগ্রাম করিতেন এবং এইরূপে তাঁহারা বাণিজ্য-যোগে হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে সোমলতা আনয়ন করিয়া যজ্ঞাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

বৈদিক কালে ভারত ভিন্ন অন্যান্যদেশ অপরিজ্ঞাত, অরণ্যানী-সমাচ্ছাদিত এবং অসভ্য অনার্য্য-গণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত ছিল; সুতরাং উত্তর কুরুবর্ষের যে এতাদৃশী সমৃদ্ধি, তাহা কেবল একমাত্র ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য-যোগেই সঙ্ঘটিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। আর্য্যগণের ন্যায় উত্তর কুরুবর্ষবাসী বিরাজ-নামক জাতিও

বাণিজ্যপ্রিয় ছিল; কারণ, বাণিজ্য ব্যতিরেকে কখনই কোন দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই ও হইতে পারে না।

আর্য্যগণ হয়, হস্তী, এবং উষ্ট্রোপরি পণ্য দ্রব্যজাত লইয়া স্বদেশে বা বিদেশে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। আর্য্যবণিক্গণ স্বদেশ-মধ্যে নৌকাযোগে বা নদ নদী বহিয়া নানাস্থানে যাইয়া পণ্য দ্রব্যজাত ক্রয় ও বিক্রয় করিতেন। বেদে অনার্য্যগণের শত প্রস্তরময় নগরের কথা উল্লিখিত আছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, তাহাদের মধ্যেও বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত ছিল; কেন না, বাণিজ্যের সাহায্য ব্যতিরেকে তাদৃশ সমৃদ্ধ নগর-সকল নির্ম্মিত হইতে পারিত না।

অপিচ, বেদে এমন অনেক প্রমাণ আছে যে, আর্য্যগণ ঔৎসুক্য সহকারে লাভের নিমিত্ত সমুদ্র যাত্রা করিতেন। পোতগমনের পথ, সামুদ্রিক নৌকাসকল, সমুদ্র এবং সামুদ্রিক পদার্থসমূহ, সমুদ্র-যাত্রা এবং পোতভঙ্গ প্রভৃতির বিষয় বেদের অনেক স্থানে উল্লিখিত রহিয়াছে।

আর্য্য বণিক্গণ সিন্ধুনদ বহিয়া সমুদ্রতীরস্থিত সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, গুর্জ্জর-প্রভৃতি দেশে উপনীত হইয়া পণ্য দ্রব্যজাত ক্রয় ও বিক্রয় করিতেন। সম্ভবতঃ, তাঁহারা আবার ঐ সকল স্থান হইতে ভারত-সাগরস্থিত সুখতন্ত্র বা শোকত্র (Sacotra), সিংহল, মল্ল প্রভৃতি দ্বীপ-বাসি-গণের সহিত এবং বঙ্গোপসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত দ্বীপবাসীদিগের সহিত বাণিজ্য ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতেন।

যাঁহারা বলেন যে, হিন্দুরা কোন কালে সমুদ্র পথে যায় নাই, সুতরাং কখনও পোতচালনা-কার্য্য শিক্ষাও করে নাই এবং তাহাদের সহিত কোন বৈদেশিক জাতির বাণিজ্য কার্য্য ছিল না, তাহারা কেবল চিরকাল ভারত-বর্ষস্থ আপন আপন জন্মভূমিতে বাস করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া গিয়াছে। আমরা সেই সকল লোকের প্রবোধার্থ প্রথমতঃ, পৃথিবী মধ্যে আদি পুস্তক ঋগ্বেদ হইতে প্রমাণ-সকল প্রদর্শন করিতেছি।

ঋগ্বেদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের পঞ্চবিংশ সূক্তে সামুদ্রিক নৌকার উল্লেখ রহিয়াছে;

"বেদা যোবীনাং পদ মন্তরীক্ষেণ পততাম্। বেদ নাবঃ সমুদ্রিয়ঃ॥"

যিনি (বরুণদেব) গগনবিহারী বিহঙ্গমগণের পথ জানেন, তিনি সমুদ্রে নৌকা-সকলের পথ জানেন।

আর্য্যেরা সমুদ্রে পোত চালনা করিতেন বলিয়া এই ঋকের উদয় হইয়াছিল; কারণ, তাঁহারা সমুদ্রে গমনাগমনের ফল না পাইয়া তদ্বিষয়ক বাক্য দ্বারা বরুণদেবের স্তব করিবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। পরন্তু, ইহাও বক্তব্য যে, যৎকালে আদিগ্রন্থ ঋগ্বেদ প্রকাশিত হইয়াছিল, তৎকালে বৈদেশিক কোন জাতি এরূপ সভ্যতা প্রাপ্ত হয় নাই যে, সেই জাতি সমুদ্র পথে যাতায়াত করিতে পারিত।

"অরিত্রং বাং দিবস্পৃথু তীর্থে সিন্ধূনাং রথঃ।
ধিয়া যুযুগ্র ইন্দবঃ॥"

ঋগ্বেদ ৩য় অধ্যায়, ৪৬ সূক্ত, ৮ ঋক্।

তোমাদের আকাশ অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ যান সমুদ্রের ঘাটে রহিয়াছে, ভূমিতে রথ রহিয়াছে; সোমরস তোমাদের যজ্ঞ কর্ম্মে মিশ্রিত হইয়াছে।

উবা সোষা উচ্ছাচ্চনু দেবী জীরা রথানাং।
যে অস্যা আচরণেষু দধ্রিরে সমুদ্রেন শ্রবস্যবঃ॥"

ঋগ্বেদ ৯ অধ্যায়, ৫ সূক্ত।

ঊষা দেবতা পূর্ব্বে বাস করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রভাত করিয়াছেন, অদ্যও প্রভাত করিতেছেন, যেমন ধনাভিলাষীরা (নৌকা) সজ্জীকৃত করিয়া সমুদ্রে প্রেরণ করেন।

"তং গূর্ত্তয়ো নেমন্নিষঃ পরীণসঃ সমুদ্রং ন সঞ্চরণে সনিষ্যবঃ।"

ঋগ্বেদ ৪ অধ্যায়, ৫৬ সূক্ত, ২য় ঋক্।

যেরূপ ধনার্থী বণিকেরা (সকল দিকে) সঞ্চরণ করিয়া সমুদ্র ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ হব্যবাহী স্তোতৃগণ সেই ইন্দ্রকে সকল দিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

"আ যদ্রুহাব বরুণশ্চ নাবং প্রযৎ সমুদ্র মীরয়াব মধ্যম্।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্রপ্রেঙ্খ ঈঙ্খয়াবহৈ শুভেকং॥

ঋগ্বেদ ৬ অধ্যায়, ৮৮ সূক্ত, ৩ ঋক্।

যখন আমি ও বরুণ, উভয়ে নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলাম, সমুদ্রের জন্য নৌকা সুন্দররূপে প্রেরণ করিয়াছিলাম, জলের উপরে

গমনশীল নৌকায় ছিলাম, তখন শোভার্থ (নৌকারূপ) দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়া ছিলাম।

"নূরোদসী অহিনা বুধ্নেনস্তবীত দেবী অপ্যেভিরিষ্টৈঃ।
সমুদ্রং ন সঞ্চরণে স নিষ্যাবা ঘর্ম্ম স্বরসোনপ্তো অপব্রন্॥"

ঋগ্বেদ ৮ অধ্যায়, ৫৫ সূক্ত, ৬ ঋক্।

হে দ্যাবা—পৃথিবীদ্বয়! যেমন ধনাভিলাষী ব্যক্তিরা (সমুদ্রমধ্যে) গমনের জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে, সেই রূপ আমি অভীষ্ট লাভের জন্য অহিবুধ্ন্য-নামক দেবতার সহিত তোমাদিগকে স্তুতি করি (সেই দেবগণ) প্রদীপ্তধ্বনি-যুক্ত নদীসকলকে অপাবৃত করুক।

"তুগ্রোহ ভুজ্যু মশ্বিনোদমেঘে রয়িং ন কশ্চিন্মমৃবাঁ অবাহাঃ।
তমূহতুর্নৌভিরাত্মন্বতীভিরন্তরিক্ষ প্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ॥"

ঋগ্বেদ ৮ অধ্যায়, ১১৬ সূক্ত, ৩ ঋক্।

কোন ম্রিয়মাণ মনুষ্য যেমন ধন ত্যাগ করে, সেইরূপ তুগ্রভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠাইলেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আপনাদের নৌকা-সমূহ দ্বারা তাহাকে ফিরিয়া আনিয়াছিলে, সে নৌকা জলে ভাসিয়া যায়, তাহাতে জল প্রবেশ করে না।

এই ঋকের ব্যাখ্যায় শ্রীমৎসায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন যে, তুগ্র নামে অশ্বিদিগের প্রিয় এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি দ্বীপান্তরবাসী শত্রুদিগের উপদ্রবে ক্লিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জয় করিবার নিমিত্ত নিজ পুত্র ভুজ্যুকে সেনার সহিত নৌকায় প্রেরণ করেন। সমুদ্রে অনেক দূর গিয়া সেই নৌকা ভাঙ্গিয়া যায়। ভুজ্যু অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে স্তুতি করিলেন। তাঁহারা সসৈন্যে তাহাকে আপনাদিগের পোতে আরোহণ করাইয়া তিন দিন ও তিন রাত্রিতে তাহাকে তুগ্রের নিকট পহুঁছাইয়া দিলেন।

এইরূপে আর্য্যেরা ধনলাভার্থ সমুদ্র-পথে দেশ বিদেশে যাইয়া যে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বেদ হইতে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু লিপি-বাহুল্যভয়ে ক্ষান্ত হওয়া গেল। পরন্তু, একমাত্র ঋগ্বেদ হইতেই যে সকল ঋক্ উদ্ধৃত হইল, সেই গুলি দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, যে অপরিজ্ঞাত সময়ে উক্ত বেদ

লিপিবদ্ধ হয়, তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুরা সভ্য পদবীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন; কারণ, সভ্যতা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অদ্যাপি পৃথিবীর কোন স্থানে কোন জাতিকে এক দিনের মধ্যে সভ্য হইয়া উঠিতে দেখা যায় নাই।

যৎকালে ভারত ভিন্ন পৃথিবীর সমস্ত ভূভাগ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, জ্ঞান-রবি কেবল ভারতাকাশেই সমুদিত, সেই অপরিজ্ঞাত বৈদিক সময়ে বা সত্যযুগে ভারত, সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর ক্রোড়ে লালিত ও পালিত। আর্য্যগণ পৃথিবীর শৈশবাবস্থায় এতদূর শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন, জ্ঞান-বিজ্ঞানোন্নত এবং অন্তর্বহির্বাণিজ্য দ্বারা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি-সাধক ছিলেন যে, আজি আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও, পৃথিবীর প্রাচীনাবস্থায় সেই বৈদিক কালীয় ভারতের বাণিজ্যোন্নতির ষোড়শাংশের একাংশও যদি প্রাপ্ত হইতাম, তবে আমরা আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতাম। পৃথিবীর সেই শৈশবাবস্থায় আর্য্যেরা পোতারোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র-পথে দেশ বিদেশে যাইয়া বাণিজ্য করিতে যাইতেন। একথা মনে উদিত হইলেই হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-রসের আবির্ভাব হইয়া থাকে। পরন্তু, পরক্ষণেই আবার সেই ভারতের দুর্দ্দশা ভাবিয়া আত্মগ্লানিরূপ অগ্নিতে হৃদয় দগ্ধ হইতে থাকে।

হায়! ভারতের ভাগ্যে কি সেইদিন আবার উপস্থিত হইবে? ভারতবাসিগণ কি দাসত্ব পরিত্যাগ করিয়া কৃষি বাণিজ্যের দিকে চিত্ত নিবিষ্ট—কবিবে? তাহারা কি মুষ্টি ভিক্ষা লাভের জন্য পরপদ লেহন করিতে বিরত হইবে! হায়, কবে ভারতবাসী "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই মহা মন্ত্রের সাধনায় সমাহিতচিত্ত হইবে! যে দিন ভারতবাসী বৃথা জাত্যভিমান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বাণিজ্য-প্রিয় হইবে, বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, সেই দিন হইতে ভারতের দুর্দ্দিন চলিয়া যাইবে, ভারতে সুদিন উপস্থিত ও সৌভাগ্য-সূর্য্য সমুদিত হইবে।

এখন আমরা মন্বাদিশাস্ত্র-প্রমাণিত ও রামায়ণোক্ত ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

যে দেশে কোন বিষয়েরই প্রকৃষ্ট প্রণালীবদ্ধরূপে লিখিত পুরাবৃত্ত

নাই, তথায় প্রাচীনকালের বাণিজ্যবৃত্তান্ত-সকল লিপিবদ্ধ থাকিবার সম্ভাবনা কি? তাৎকালিক বাণিজ্যের বিবরণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ-নিচয় কোন্ অজ্ঞাতকালে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? তবে অতি পুরাতনকালে বাণিজ্য ব্যবসায় যে, হিন্দুদিগের অতি প্রিয় ছিল, এবং তাঁহারা দেশদেশান্তরে গমনাগমন করিয়া বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ হিন্দুদিগের গ্রন্থাবলীতে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তবে নাইবুর বা গ্রোটের ন্যায় বিচক্ষণ সংগ্রহকারের অভাবেই ঐ সমস্ত প্রমাণ একত্র লিপিবদ্ধ হইয়া ভারতের বাণিজ্য-বিষয়ক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর একখানি গ্রন্থ সংগৃহীত হয় নাই।

"আন্বীক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতিশ্চ শাশ্বতী"।

আর্য্যদিগর নানাবিধ শাস্ত্র মধ্যে দর্শন, বেদ, বার্ত্তা এবং দণ্ডনীতি এই সকল শাস্ত্রও উল্লিখিত আছে। এই বার্ত্তা-নামক শাস্ত্রেই কৃষি ও বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম-সকল লিখিত ছিল।

বণিক্‌দিগের বৃত্তি-রক্ষা এবং বাণিজ্যব্যাপারের বিধি ব্যবস্থা-সকল মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে। বেদ ভিন্ন অন্য কোন সংস্কৃত গ্রন্থ মনুসংহিতা ও বাল্মীকি-রামায়ণের অপেক্ষা পুরাতন নহে। এই গ্রন্থ দ্বয়ের রচনাকালে ভারতবর্ষীয় লোকেরা দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া বাহুল্যরূপে বাণিজ্য ব্যবসায় সম্পাদন করিতেন।

মনুসংহিতার ৯ম অধ্যায়ের ৩৩১ ও ৩৩২ শ্লোকে লিখিত আছে যে,—

"সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণান্।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনম্॥
ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাৎ ভাষাশ্চ বিবিধানৃণাম্।
দ্রব্যাণাং স্থানযোগাংশ্চ ক্রয়-বিক্রয়মেবচ॥"

বৈশ্যেরা দ্রব্যজাতের উৎকর্ষাপকর্ষ, দেশ সকলের গুণাগুণ, পণ্য-দ্রব্য-গুলির বিক্রয় দ্বারা লাভালাভের বিষয়, গবাদি পশুর পরিবর্দ্ধন, ভৃত্যগণের বেতন, বিবিধ প্রকার ভাষা, দ্রব্যগুলির স্থানযোগ অর্থাৎ কোন্ দ্রব্য কিরূপে স্থাপন করিলে বহুকাল থাকে, তদ্বিষয় এবং ক্রয়-বিক্রয়ের রীতি অবগত হইবে।

মনুর ৮ম অধ্যায়ের ১৫৭ শ্লোকে লিখিত আছে যে,—

সমুদ্রযান-কুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তিতু যাং বৃদ্ধিং সাতত্রাধিগমং প্রতি॥"

সমুদ্র-গমন বিষয়ে নিপুণ এবং দেশ, কাল, ও লাভালাভদর্শী বণিকেরা যান-ভাটক (নৌকাভাড়া) বিষয়ে যে ব্যবস্থা করেন, তাহাই প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইয়া থাকে।

মনুসংহিতায় লিখিত পোতপণ-বিষয়ক বচনটীতে উক্ত হইয়াছে যে,—

"দীর্ঘাধ্বনি যথাদেশং যথাকালং তরোভবেৎ।
নদী তীরেষু তদ্বিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণম্॥"

মনু—৮ম অধ্যায়, ৪০৬ শ্লোক।

দীর্ঘপথ অর্থাৎ অধিক দূরদেশে গমন করিলে দেশ-কাল-বিশেষে পোত-মূল্যের যে তারতম্য আছে, তাহা নদী বিষয়ে জানিবে, সমুদ্র-গমন-বিষয়ে তাদৃশ নির্দ্দেশ নাই; কারণ, সমুদ্রে কেবল বায়ুর প্রতিগমনের নির্ভর থাকাতে নদীর ন্যায় ক্রোশ বা যোজনানুসারে মূল্য নিরূপিত হইতে পারে না।

"ক্রয়বিক্রয়মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সম্প্রেক্ষ্য বণিজোদাপয়েৎ করান্॥"

মনু—৭ম অধ্যায় ১২৭ শ্লোক।

বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য, তাহা কত দূর হইতে আনীত, পাথেয় ব্যয়, এবং তাহা দস্যু-তস্করাদি হইতে রক্ষণাবেক্ষণ নিমিত্ত যে ব্যয়, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিয়া এবং তজ্জন্য যত ব্যয় হইয়াছে, তাহা ধরিয়া তদতিরিক্ত যাহা লব্ধ হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত হইলে, তদনুসারে বাণিজ্য দ্রব্যাদির উপর বণিক্‌দিগের নিকট হইতে রাজা কর গ্রহণ করিবেন।

"পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়োরাজ্ঞা পশু-হিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমোভাগঃ ষষ্ঠোদ্বাদশ এববা॥"

মনু—৭ম অধ্যায়, ১৩০ শ্লোক।

পশু ও স্বর্ণ সম্বন্ধীয় দ্রব্যের কর পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ, ধান্যাদি শস্য বিষয়ের কর ষষ্ঠ বা অষ্টম অথবা দ্বাদশাংশের একাংশ রাজা গ্রহণ করিবেন।

"আদদীতাথ ষড়্ভাগং দ্রু-মাংস-মধু-সর্পিষাম্।
গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলস্য চ ॥
পত্রশাকতৃণানাঞ্চ বৈদলস্য চ চর্ম্মণাম্।
মৃণ্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্যচ ॥"

মনু—৭ম অধ্যায়, ১৩১, ১৩২ শ্লোক।

✓ বৃক্ষ, মাংস, মধু, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, ওষধি, বৃক্ষাদির রস, পুষ্প, মুল, ফল, পত্র, শাক, তৃণ, বংশ নির্ম্মিত পাত্র, চর্ম্মপাত্র, মৃণ্ময়পাত্র, প্রস্তরময় দ্রব্য, এই সপ্তদশ প্রকার দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ে যাহা লাভ হইবে, রাজা তাহার ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ করিবেন।

"কারুকান্ শিল্পিনশ্চৈব শূদ্রাংশ্চাত্মোপজীবিনঃ।
একৈকং কারয়েৎ কর্ম্ম মাসি মাসি মহীপতিঃ ॥"

মনু—৭ম অধ্যায়, ১৩৮ শ্লোক।

কারুক ও শিল্পী, পাচক, মদক, কাংস্যকার, শস্ত্রকার, মালাকার, কর্ম্মকার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, চিত্রকর, লেখক, সূত্রধর, তৈলিক প্রভৃতি ও শূদ্র অর্থাৎ দাস পদবাচ্য এবং যাহারা শারীরিক পরিশ্রমে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেই সকল ব্যক্তিকে রাজা মাসে মাসে এক এক দিন কর্ম্ম করাইয়া লইবেন।

এই সকল উদ্ধৃত বচন দ্বারা ইহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে পণ্য দ্রব্য মাত্রের উপর রাজকর স্থাপিত হইয়াছিল এবং হিন্দু-রাজত্বকালে ভারতে যে বাণিজ্য ব্যবসায় প্রকৃষ্টরূপে প্রচলিত ছিল, এতদ্দারা তাহা বিলক্ষণরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। মনুতে হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি-প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বিধান রহিয়াছে এবং হিন্দু-রাজত্বকালে বাণিজ্য বিষয়ে এতাদৃশী উন্নতি হইয়াছিল যে, মানব ধর্ম্মসংহিতাতে তৎ সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থা সকল নিবদ্ধ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছিল। বৈদিক কালে যেমন কল্প-সূত্রাদি গৃহ্যশাস্ত্র দ্বারা আর্য্য সমাজ শাসিত হইত, তেমনি আবার বৈদিক কালের পরবর্ত্তী কাল হইতে ভারতের শেষ সম্রাট্ পৃথ্বীরাজার সময় পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজ প্রধানতঃ মনুসংহিতা দ্বারা শাসিত হইয়াছিল।

"বেদার্থোপনিবদ্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃস্মৃতম্।
মন্বর্থবিপরীতা যাসাস্মৃতির্নপ্রশস্যতে॥ মনুটীকা।

ভগবান্ মনু সাক্ষাৎ বেদার্থই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বলিয়া মনু-বিরুদ্ধ কোন স্মৃতিশাস্ত্র প্রমাণ-স্বরূপ গৃহীত হইবে না।

এতদ্দ্বারা ইহাও সূচিত হইল যে, মানব ধর্ম্মসংহিতার কালে হিন্দু-দিগের মধ্যে যে সকল, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি প্রভৃতি ছিল, ঐ সকল আবার বৈদিক কালেও অপরিস্ফুট ভাবে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। মনু-সংহিতায় উৎকল ও দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ অনার্য্য ও ম্লেচ্ছভূমি বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব তৎকালে অর্থাৎ মনু-সংহিতায় ত্রেতাযুগে আর্য্যাবর্ত্তেই বিশিষ্টরূপে বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, দাক্ষিণাত্যে কেবল সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহেই বাণিজ্য প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। যাজ্ঞবাল্ক্য-সংহিতায় সমুদ্রগামী বণিক্‌দিগের ঋণ-গ্রহণের ব্যবস্থা রহিয়াছে ; যথা—

"যে সমুদ্রগাবৃদ্ধ্যাধনং গৃহীত্বা অধিকলাভার্থং
প্রাণ-ধন-বিনাশশঙ্কাস্থানং সমুদ্রং গচ্ছন্তি,
তেবিংশং শতকং মাসি মাসিদদ্যুঃ।"
মিতাক্ষরা—ব্যবহারাধ্যায়, ঋণাদান-প্রয়োগঃ।

যে সমুদ্রগামী বণিকেরা অধিক লাভের জন্য প্রাণ ও ধনের বিনাশ শঙ্কাযুক্ত সমুদ্রে গমন করে, তাহারা মাসে মাসে শতকরা লভ্যের বিংশতি ভাগের একভাগ রাজকররূপে প্রদান করিবে।

বরাহপুরাণে গোকর্ণ মাহাত্ম্য নামক অধ্যায়ে একটী গল্প লিখিত আছে যে, গোকর্ণনামক একজন সন্তানহীন বণিক্ বাণিজ্য করিবার জন্য সমুদ্রে গমন করে, পথিমধ্যে প্রচণ্ড বাত্যা উপস্থিত হওয়ায় তাহার পোত ভগ্ন-প্রায় হইয়াছিল।

মনু, সাগরগামী ও দূরদেশগামী বণিক্‌গণের বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সকল বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মনু হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র। বৈদিক কালের পর হইতে সমস্ত হিন্দুসমাজ যে, মানব-সংহিতা দ্বারা শাসিত হইত, ইহা হিন্দুদিগের শাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট

রহিয়াছে। বৈদিক কালীয় হিন্দু-সমাজ, গোভিলাদিগৃহ্য শাস্ত্র দ্বারা শাসিত হইত। বৈদিক কালের পরবর্ত্তী কাল হইতে হিন্দু রাজত্বের শেষ সময় পর্য্যন্ত মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারাই সমগ্র হিন্দু-সমাজ শাসিত হইত।

বর্ত্তমান সময়েও ভারতের সর্ব্বত্র মনু-সংহিতার প্রাধান্য বিদ্যমান রহিয়াছে ; বিশেষতঃ, রাজপুতানাদি দেশে হিন্দু রাজগণের সমাজ মন্বাদি-শাস্ত্র দ্বারাই শাসিত হইয়া থাকে।

অতএব পূর্ব্বোক্ত মনুবচন-নিচয় দ্বারা ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে, অতি পূর্ব্বকালিক হিন্দুদিগের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায় প্রকৃষ্টরূপে প্রচলিত না থাকিলে ভগবান্ মনু, তৎসম্বন্ধে বিধিব্যবস্থা-সকল লিপিবদ্ধ করিতেন না। এইক্ষণ আমরা বাল্মীকি-রামায়ণোক্ত হিন্দু-বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

রামায়ণ পাঠ করিলে জানা যায় যে, তৎকালে দাক্ষিণাত্যের অধি-কাংশ প্রদেশ, সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-হিংস্র-জন্তুসঙ্কুল ও দুর্গম মহারণ্যে পূর্ণ ছিল। তথায় কেবল বন্য অসভ্য ও অনার্য্য লোকেরা বাস করিত। রামায়ণে নদ নদী ও পর্ব্বতাদির যথাযথ অবস্থান সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে উক্ত গ্রন্থের রচনা সময়ে দাক্ষিণাত্যে যে, হিন্দুদিগের গমনাগমন আরব্ধ হইয়াছিল, তাহাতে কোন সংশয় নাই, এবং তৎকালে সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহে বিশিষ্টরূপ বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। রামায়ণের অনেক স্থলে স্থল-পথে ও জল-পথে বণিক্‌দিগের বাণিজ্য করিবার বিবরণ উল্লিখিত রহিয়াছে।

রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৬৩ অধ্যায়ে ৫৪৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে,—

"উদীচ্যাশ্চ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ কেরলাঃ।
কোট্যাঃ পরান্তাঃ সামুদ্রা রত্নান্যুপহরন্তুতে ॥"

উত্তর দেশীয়, পশ্চিমদেশীয়, দাক্ষিণাত্য (এস্থলে দাক্ষিণাত্য সমুদ্র-কূলবাসী) ও কেরল দেশীয় এবং কোটি কোটি সমুদ্রগামী বণিক্ রত্ন-সকল উপহার প্রদান করুক্।

রামায়ণের নানা স্থানে বণিক্‌দিগের সমুদ্র-গমনের যে সকল নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীব, বানরদিগকে যে সকল আদেশ করিয়াছিল, সেই সমস্ত অতি উপাদেয় বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"সমুদ্রমবগাঢ়াংশ্চ পর্ব্বতান্ পত্তনানিচ।"

রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪০ সর্গ, ২৫ শ্লোক।

সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত ও নগর সকল (অন্বেষণ করিবে)। টীকাকার বলিয়াছেন যে, "সমুদ্রমবগাঢ়ান্"—"সমুদ্রান্তর্গতান্"। "পত্তনানি"—"সমুদ্রদ্বীপবর্ত্তীনি নগরাণি"।

অপিচ, "ভূমিঞ্চ কোষকারাণাং ভূমিঞ্চরজতাকরম্।"

ঐ ঐ ঐ ২৩ শ্লোক।

কোষকারদিগের দেশে এবং রজতাকর দেশে গমন করিবে। এস্থলে টীকাকার বলেন যে, "কোষকারাণাং ভূমিং"—"কৌষেয় তন্তূৎপাদক-জন্তূৎপত্তিস্থান ভূতাং"।

প্রাচীন কালে চীনদেশেই উৎকৃষ্ট কোষ-কীট সকল জন্মিত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই চীনদেশীয় কৌষেয়-বস্ত্র অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এই জন্যই সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা কৌষেয় বস্ত্রকে "চীনাংশুক" এবং "চীন চেলক" নামে অভিহিত করিয়াছেন ; যথা—

"গচ্ছতিপুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুক মিবকেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥"

শকুন্তলা—১ম অঙ্ক।

"সুগন্ধি মাল্যাভরণৈশ্চীন-চেলৈঃ সুশোভনৈঃ।
বীজয়েৎপুণ্ডরীকাক্ষং" ইত্যাদি।

রঘুনন্দন-কৃত যাত্রাতত্ত্ব।

রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে যে,—

"যত্নবন্তো যবদ্বীপং সপ্তরাজ্যোপশোভিতং।
সুবর্ণরূপ্যকদ্বীপং সুবর্ণাকর-মণ্ডিতং ॥"

তোমরা যত্নবান্ হইয়া সপ্তরাজ্যে পরিশোভিত যবদ্বীপ এবং সুবর্ণের খনি দ্বারা সুশোভিত সুবর্ণ রূপ্যক দ্বীপে গমন করিবে। এই দুইটী দ্বীপ

ভারত-মহাসাগর-মধ্যবর্ত্তী যাবা ও সুমাত্রাদ্বীপ, তাহা বিলক্ষণ সম্ভাবিত হইয়া থাকে; কারণ, টলেমি (Ptolemy) যাবাদ্বীপের সংস্কৃত নাম যবদ্বীপ লিখিয়া পরে গ্রীক ভাষার শব্দে তাহার অর্থ করিয়াছেন। অল্‌বিরুণি-নামক একজন আরব দেশীয় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, হিন্দুরা পূর্ব্বোক্ত দ্বীপপুঞ্জকে "সুরন্‌দিব" বলে, এবং ফরাসি জাতীয় রীণণ্ড (Reinand) নামে একজন পণ্ডিত ও "সুরন্‌দিব" শব্দে যাবা ও সুমাত্রা-নামক দ্বীপদ্বয়কে উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু বাল্মীকিরামায়ণে যবদ্বীপ ও সুবর্ণ দ্বীপ নামে দুইটী পৃথক্ দ্বীপ নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।

ঐ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডেই লিখিত আছে যে,—

"ততঃ সমুদ্রদ্বীপাংশ্চ সুভীমান্ দ্রষ্টুমর্হত।"

যবদ্বীপাদি অতিক্রম করিয়া উক্ত সাগরমধ্যস্থিত ভীষণ-দর্শন দ্বীপগুলি পরিদর্শন করিবে।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডের ৪৩ সর্গে সুগ্রীব বানরগণকে উত্তরদিগ্বর্ত্তী দেশগুলিতে সীতা দেবীর অন্বেষণার্থ বলিয়াছিল যে,—

"এতান্‌ম্লেচ্ছান্ পুলিন্দাংশ্চ"—
"কাম্বোজ-যবনাংশ্চৈব শকানাংপত্তনানিচ।
অন্বিষ্যাবরদাংশ্চৈব হিমবন্তং বিচিন্বথ॥"

উত্তরদিকে ম্লেচ্ছ ও পুলিন্দদিগের দেশসকল অন্বেষণ করিবে, এবং কাম্বোজ, যবন, বরদ ও শকদিগের নগরগুলি অন্বেষণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতে অনুসন্ধান করিবে।

রামায়ণে শক, দরদ, পহ্লব, বর্ব্বর, হূন, কিরাত, খশ, হারীত-প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত মহাবল পরাক্রান্ত জাতি-সকল হিমালয়ের উত্তর দেশবর্ত্তী ভূভাগে বাস করে বলিয়া লিখিত আছে। কালক্রমে এই সকল জাতীয় লোক ভারতে, ইয়োরোপে, আফ্রিকায় ও আমেরিকায় যাইয়া বাস করিয়াছিল। ইহারাই ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের পূর্ব্বপুরুষ। শক-প্রভৃতি জাতি বিলক্ষণ বাণিজ্য-প্রিয় ছিল. এবং ভারতবর্ষীয় লোকের সহিত ইহাদের বাণিজ্য কার্য্য প্রধানতঃ নির্ব্বাহিত হইত। ইহাদের বাসভূমি-সকল বৃহৎ বৃহৎ নগরীতে পরি-

শোভিত ছিল। কথিত আছে, যৎকালে সিউ জাতীয় লোকেরা জিট্ বা জাঠদিগকে পরাজিত করে, তৎকালে তাহারা ভারতবর্ষীয় দ্রব্যজাতযুক্ত এবং রাজপুত্রগণের প্রতিকৃতি-চিহ্নিত মুদ্রা-সকল-সমন্বিত শতাধিক নগর দেখিতে পাইয়াছিল। এমন্ কি, যখন জঙ্গীস্ খাঁ এই সকল দেশ ও প্রদেশ জয় করে, তখন সেও এই সমস্ত স্থানে বৃহৎ বৃহৎ নগর-সকল দেখিতে পায়।*

বাল্মীকি রামায়ণে উক্ত দ্বীপগুলির নাম এবং তথায় গমন করিবার প্রসঙ্গ উল্লিখিত থাকায়, অতি পূর্ব্বকালেই যে, হিন্দুদিগের চীনদেশে এবং যাবা ও সুমাত্রাদি দ্বীপে যাতায়াত ছিল, তাহা বিলক্ষণ সূচিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই রামায়ণোক্ত দেশ ও বিদেশনিচয়ের পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, এইক্ষণ উক্তাবশিষ্ট কতিপয় দেশ এবং তৎকাল-বিখ্যাত নদ, নদী ও পর্ব্বতগুলির উল্লেখ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হওয়ায় ঐ সকল উল্লিখিত হইল ; যথা—

দেশ সকল—বিদেহ (বর্ত্তমান ত্রিহুত), মেখল, উৎকল, ঋষ্টিক, কৌশিক, প্রাগ্জ্যোতিষ, চন্দ্রচিত, অঙ্গলেপ এবং পাণ্ড্য।

নদী ও নদ সকল—সিন্ধু, সরস্বতী, বিপাশা, বিতস্তা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, ইরাবতী, গঙ্গা, যমুনা, সরযূ, কৌশিকী, গণ্ডকী, মহী, কাল-মহী, মহানদী, নর্ম্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, তাম্রপর্ণী প্রভৃতি প্রধান।

---

* We have much to learn in these unexplored regions, the abode of ancient civilisation and which, so late as Jungeez Khan's invasion, abounded with large cities. It is an error to suppose that the nation of Higher Asia were merely pastoral and De Guignes, from original authorities, informs us that when the Sues invaded the Yuche or Jits, they found upwards of a hundred cities containing the merchandise of India and with the currency bearing the effigies of the princes.

Such was the state of central Asia long before the Christian era, though now depopulated and rendered desert by desolating wars which have raged in these countries, and to which Europe can exhibit no parallel.

•Timur's wars, in modern times against the Getic nation, will illustrate the paths of his ambitious predecessors in the career of destruction,

Vide Tod's Rajasthan, Vol I.

পর্ব্বত-সকল—হিমালয়, যামুন, বিন্ধ্য, ঋক্ষ, মহেন্দ্র, শুক্তিমান্, সহ্য, মলয়-প্রভৃতি প্রধান। মহেন্দ্র পর্ব্বতে প্রচুর সুবর্ণ উৎপন্ন হইত। বিন্ধ্য, সহ্য ও মলয় পর্ব্বতে চন্দন বৃক্ষ এবং নানাবিধ ধাতুর আকর ছিল। মহামুনি অগস্ত্য মলয়-পর্ব্বতোপরি আপন আশ্রম সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, হিমালয়ের উত্তরে এবং উত্তর মহাসাগরের দক্ষিণে উত্তর কুরুবর্ষ-(সাইবিরিয়া) নামে একটী বৃহৎ জনপদ অতি প্রাচীনকাল হইতে সুবিখ্যাত আছে।

রামায়ণে ঐ দেশের সমৃদ্ধি-বিষয়ে বর্ণিত আছে যে,—

———"সদেশঃ সর্ব্বতোবৃতঃ।
নিস্তলাভিশ্চ মুক্তাভির্ম্মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ।
উদ্ধৃত পুলিনাস্তত্র জাতরূপৈশ্চ নিম্নগাঃ।
সর্ব্বরত্নময়ৈশ্চিত্রৈরবগাঢ়া নগোত্তমৈঃ"॥

সেই (উত্তর কুরুবর্ষ) দেশ নিরুপম মুক্তা ও মহামূল্য মণি-সকল দ্বারা সর্ব্বত্র আবৃত। ঐ দেশের নদীগুলির পুলিন-দেশ-সকল সুবর্ণ খনিযুক্ত এবং তীরস্থিত পর্ব্বতমালা বিবিধ-বিচিত্র রত্নরাজীতে পরিপূর্ণ।

রামায়ণে লিখিত আছে যে, হিমাচলের উত্তরে কাল, সুদর্শন, দেবসখা, কৈলাস, মন্দর এবং মৈনাক-নামক পর্ব্বতগুলি অবস্থিত আছে। ঐ মৈনাক পর্ব্বতে শিল্পি-প্রবর ময়দানবের বাস ভবন ছিল। হিমালয়ের উত্তরে মুনি ও ঋষি-গণের প্রিয় মানস-সরোবর বিরাজিত। রামায়ণ ও মহাভারতের সময়ে ভারতীয় বাণিজ্যের উন্নতি পরম উৎকর্ষ লাভ করে। বণিকগণ হয়, হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব, অশ্বতর, বলীবর্দ্দ ও গর্দ্দভের পৃষ্ঠে পণ্য দ্রব্যজাত বোঝাই করিয়া দেশ-মধ্যে ক্রয় ও বিক্রয়াদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এই রূপে বণিক্‌গণ উল্লিখিত নদ ও নদী বাহিয়া নৌকাযোগে স্বদেশ-মধ্যে বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন করিত। রামায়ণের সময়ে ভারতীয় আর্য্য-গণ দান, ধর্ম্ম, তপস্যা ও তীর্থদর্শনে ব্রত এবং অগ্নিহোত্র-পরায়ণ ছিলেন।

রাজ-গণ নানাবিধ ভূরি-দক্ষিণ যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন; যথা—

"দানধর্ম্মরতা নিত্যং তপস্যা-তীর্থ-দর্শনম্।
অগ্নিহোত্র-পরালোকা রাজানো যজ্ঞকারিণঃ ॥"

এই সকল যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে সমস্ত দ্রব্য আবশ্যক হইত, তন্মধ্যে অনেকগুলি হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী দেশ-সমূহ হইতে আনীত হইত। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুবিধ সুখকর দ্রব্যের উল্লেখ আছে, তাহাতে বোধ হয় যে, ঐ সকল দ্রব্যের মধ্যে অনেকগুলি বিভিন্নদেশ-জাত। কিন্তু ঐ সকল বস্তু ভারতে প্রচুর পরিমাণে থাকায় ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তৎকালে ভারতের সর্ব্বত্র অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য বাহুল্যরূপে প্রচলিত ছিল।

সিন্ধুনদ পার হইয়া, অথবা হিমালয়ের অংশভূত ক্রৌঞ্চ-নামক গিরির সঙ্কট-পথ দ্বারা হিমাচলের উত্তরদিগ্বর্ত্তী দেশ-সমূহের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে উক্ত আছে যে,—

"ক্রৌঞ্চগিরিং সমাসাদ্য বিলং তস্য সুদুর্গমং।
অপ্রমত্তৈঃ প্রবেষ্টব্যং দুষ্প্রবেশং হিতৎস্মৃতম্ ॥"

ক্রৌঞ্চ গিরি পাইয়া তাহার দুর্গম সঙ্কট-পথ সাবধানে প্রবেশ করিবে, কেননা, সেই পথে প্রবেশ করা বড়ই কঠিন। হিমালয়ের উত্তরে শকাদিজাতীয় ও কুরুবর্ষবাসী এবং চীন দেশীয় জন-গণের সহিত ভারতীয় বণিক্‌দিগের বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদিত হইত। সম্ভবতঃ স্থলপথ ও জলপথ, এই উভয় পথ দ্বারাই চীনদেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

বনায়ু (আরবদেশ), পারসীক (পারস্য), কাম্বোজ এবং বাহ্লীক (বাল্‌খ) দেশ-সকল হইতে অতি উৎকৃষ্ট অশ্ব-সকল বাণিজ্যযোগে ভারতে আনীত হইত এবং ভারত হইতে সুবর্ণ, হীরক, বৈদুর্য্যাদি মণি, হস্তী এবং উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী-সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত হইত। হিমালয়ের উত্তর প্রদেশ হইতে রঙ্কুনামক মৃগের লোম-জাত বস্ত্র (শাল) এবং বিবিধ লোমজ বস্ত্র বাণিজ্যযোগে ভারতে আনীত হইত। সোমলতা হিমালয়ের উত্তর-প্রদেশেই জন্মিত, উহাদ্বারা ভারতে সোমযাগ সম্পাদিত হইত।

সম্ভবতঃ, জলপথে বৈদেশিক জাতিনিচয়ের সহিত বাণিজ্যার্থ আর্য্যাবর্ত্তের বাণিজ্য দ্রব্যজাত পোতযোগে সিন্ধুনদ বাহিয়া ভারত মহাসাগরোপকূলবর্ত্তী দেশসমূহে নীত হইত। পরে, তত্তৎস্থান হইতে ভারত মহাসমুদ্রস্থিত সুখতর বা শোকত্র, সিংহল, মল্ল, যব, সুমাত্রা ও বলি-প্রভৃতি দ্বীপে এবং চীন দেশে নীত ও বিক্রীত হইত। চীনদেশ হইতে আবার কৌষেয় বস্ত্র সকল ভারতে আনীত হইত।

অপিচ, মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে সমুদ্রপোত এবং সামুদ্রিক রত্ন-সমূহের উল্লেখ রহিয়াছে ; যথা

"আঘূর্ণিতো বা বাতেন স্থিতঃ পোতে মহার্ণবে"। চণ্ডী—ফলশ্রুতি।
"নিশুম্ভস্যাব্ধিজাতাশ্চ সমস্তা রত্নজাতয়ঃ"। চণ্ডী—দূতসংবাদ।

আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ এক সময় সমস্ত পৃথিবীর উপদেষ্টা ছিলেন। রামায়ণাদি মহাভারতান্তকাল পর্য্যন্ত আর্য্যগণ সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির চরম সীমায় সমুত্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতায় অভিমানী হইয়া আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত দেশ-সমূহবাসী জাতি-নিচয়কে পশুজাতির মধ্যে গণ্য করিতেন। বাস্তবিক, তৎকালে ভারতবর্ষ ভিন্ন পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান, অপরিজ্ঞাত এবং অসভ্য অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিবাসিত।

যে ভারতের সৌভাগ্য-রবি বৈদিক সময়ে সমুদিত হইয়া রামায়ণ ও মহাভারতের শেষকাল পর্য্যন্ত উজ্জ্বলতম জ্যোতিতে দেদীপ্যমান থাকিয়া কুরুক্ষেত্র-মহাসমরসাগরে নিমজ্জিত হয়, সেই অস্তমিত সৌভাগ্য-রবির গোধূলিপ্রায় দীপ্তিচ্ছটা যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও আবার ভারতের দুর্দ্দিনে তীরোরি-ক্ষেত্রে চিরান্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। হায়, আর কি সে সৌভাগ্য-সূর্য্য ভারতাকাশে উদিত হইবে! অপিচ, এস্থলে বক্তব্য এই যে, যেমন কোন কৃতবিদ্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ভারতের বর্ত্তমান বাণিজ্যাবস্থা জিজ্ঞাসু হইয়া তৎসম্বন্ধে কোন পুস্তক পাঠ না করিয়াও ভারত-রাজধানী একমাত্র কলিকাতা মহানগরীর শোভা ও সমৃদ্ধি পরিদর্শন করিয়া বর্ত্তমান ভারতের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপ উন্নতি দেখিতে পান, তেমনি রামায়ণোক্ত কালের বাণিজ্য সম্বন্ধীয়

কোন পুস্তক না থাকিলেও তাৎকালিক ভারতের রাজধানী একমাত্র অযোধ্যা মহানগরীর শোভা ও সমৃদ্ধি-বিষয়ে বর্ণনা পাঠ করিলেই তৎকালীয় ভারতের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে যে মহতী উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারা যাইবে। এইক্ষণ আমরা সেই অযোধ্যা-মহানগরীর শোভা ও সমৃদ্ধি-সম্বন্ধীয় বর্ণনাটী বাল্মীকি রামায়ণ হইতে অনুবাদ করিয়া রামায়ণোক্ত সময়ের অর্থাৎ ত্রেতাযুগের ভারতীয় বাণিজ্য-বিষয়ক প্রস্তাবটী শেষ করিব।

বাল্মীকি-রামায়ণের বালকাণ্ডের পঞ্চমসর্গে বর্ণিত আছে যে, সরযূ-নদী-তটে প্রচুর ধনধান্যসম্পন্ন হৃষ্টপুষ্ট বহুলোক-সমাকীর্ণ কোশল-নামে এক বিশাল রাজ্য বিদ্যমান আছে। ত্রিভুবন-বিখ্যাত অযোধ্যা-নামে মহানগরী উহার রাজধানী। মানব-শ্রেষ্ঠ বৈবস্বত মনু, স্বয়ং সেই অযোধ্যা-নগরী স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই রমণীয়া মহানগরী দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ এবং সুবিভক্ত মহাপথে (বহির্মার্গ) ও সুপ্রশস্ত রাজপথে সুশোভিত। পথ-সকল বিকশিত কুসুম-কলাপ-সহযোগে রমণীয়। রাজ-মার্গ নিয়ত বারিধারা-সংযোগে ধূলি-শূন্য। ইন্দ্রতুল্য মহারাজ দশরথ, অমরাবতী সদৃশ সেই নগরীতে বাস করিতেন। তদীয় শাসন, ধর্ম্ম ও ন্যায়-সঙ্গত হওয়ায়, বহুতর লোক তথায় আসিয়া বাস করিয়াছিল। তোরণ-শ্রেণী কপাট-সম্বদ্ধ এবং আপণ-সকল সুবি-ভক্তাবকাশ-সংযুক্ত। নগরে প্রাকারোপরি যন্ত্র-সমূহ ও আয়ুধাগার-সকল সংস্থাপিত। সর্ব্ববিধ শিল্পী ও সূত-মাগধাদি বৈতালিক-গণের নিবাস হেতু, সেই মহানগরী অতুল শোভায় পরিশোভিত। স্থানে স্থানে উচ্চ সৌধাবলী বিরাজ করিতেছে এবং প্রাসাদশিখরস্থ পতাকা-সকল উড্ডীন হইতেছে। নগরের চতুর্দ্দিক্ প্রাচীরে বেষ্টিত এবং প্রাচীরোপরি শত শত লৌহময় শতঘ্নী-(তোপ ?) নামক আয়ুধ সংস্থাপিত। নগরীর সর্ব্বত্র বধূ-গণের নাট্যশালা, কুত্রাপি বা ক্রীড়ার্থ পুষ্পবাটিকা ও আম্রবন-সকল বিরাজমান। দুর্গমগম্ভীরজল-পূর্ণ পরিখা-পরিবেষ্টিত সেই মহানগর, শত্রুগণের নিতান্ত দুরাক্রম্য ও দুরাসাদ্য। মন্দুরাদি গৃহ-সমূহ, হয়-হস্তি-গো-উষ্ট্র-গর্দ্দভাদি পশু-সমূহে পরিপূর্ণ। তথায় করদ ও মিত্ররাজগণ

সতত করদান করিতে সমাগত হইতেছে। নানা দেশনিবাসী বণিকেরা বাণিজ্য দ্বারা নগরীটী শোভাময়ী করিয়া তুলিয়াছে। রত্ন-বিনির্ম্মিত, পর্ব্বত-প্রমাণ প্রাসাদ-সকল নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছে। কুত্রাপি বা নারীগণের ক্রীড়া-গৃহ-সমূহ বিদ্যমান থাকায়, নগরীটী অমরাবতীর ন্যায় শোভমানা হইয়াছে। কোথায় বা বারনারীগণ বিচিত্র সর্ব্বরত্ন-বিভূষিত সপ্ততল গৃহ-সমূহে বাস করিতেছে। নগরের সমভূমি সন্নিবেশিত পৌর ও কুটুম্বিগণের গৃহগুলি এরূপ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে অবস্থিত যে, কুত্রাপি আর অবকাশ মাত্রও নাই। নগরী শালিতণ্ডুলে পূর্ণ এবং সরোবর-সকল ইক্ষুরসবৎ সুস্বাদু বারিতে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে দুন্দুভি, মৃদঙ্গ, বীণা ও পণবাদিবাদিত্র-সকল নিরন্তর বাদিত হইতেছে। অযোধ্যাপুরী, দেবলোকস্থিত সিদ্ধগণের তপোলব্ধ বিমানের ন্যায় পৃথিবীতে এক অনুপম স্থান। ইহা সুন্দর বেশধারী সাধুজনগণে সমাবৃত। যাঁহারা স্বজনবিহীন, নিঃসহায়, পিত্রাদি ও পুত্রাদিরহিত, লুক্কায়িত এবং যুদ্ধ করিয়া পলায়িত ব্যক্তিগণকে বাণ-বিদ্ধ না করিয়া ক্ষমা করিয়া থাকেন, যে সকল অস্ত্র-শস্ত্র-প্রয়োগনিপুণ শীঘ্রবেধকারী বীরগণ, লঘুহস্ততাপ্রযুক্ত নিশিত সায়ক ও মল্লযুদ্ধ দ্বারা মত্ত সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহ-প্রভৃতি আরণ্য হিংস্র জন্তু-সকল বিনাশ করেন, তাদৃশ সহস্র সহস্র মহারথ বীরগণ দ্বারা মহারাজ দশরথ অযোধ্যা নগরী পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। অযোধ্যা, সাগ্নিক, গুণবান্, বেদবেদান্তপারগ, বদান্য, সত্যরত, মহর্ষিকল্প, ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছিল *।

---

* কোশলোনাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদোমহান্। নিবিষ্টঃ সরযূতীরে প্রভূত ধনধান্যবান্॥ ৫ অযোধ্যানাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা। মনুনা মানবেন্দ্রেণ যাপুরী নির্ম্মিতা স্বয়ম্॥ ৬ আয়তাদশ চদ্বেচ যোজনানি মহাপুরী। শ্রীমতী ত্রীণি বিস্তীর্ণা সুবিভক্ত-মহাপথা॥ ৭ রাজমার্গেণ মহতা সুবিভক্তেন শোভিতা। মুক্ত পুষ্পাবকীর্ণেন জলসিক্তেন নিত্যশঃ॥ ৮ তাংতুরাজা দশরথো মহারাষ্ট্র-বিবর্দ্ধনঃ। পুরীমাবাসয়ামাস দিবিদেবপতির্যথা॥ ৯ কপাটতোরণবতীং সুবিভক্তান্তরাপণাং। সর্ব্বযন্ত্রায়ুধবতী মুষিতাং সর্ব্ব শিল্পিভিঃ॥ ১০ সূতমাগধ সম্বাধাং শ্রীমতী মতুলপ্রভাম্। উচ্চাট্টালধ্বজবতীং শতঘ্নীশত-সঙ্কুলাম্॥ ১১ বধূ-নাটক-সঙ্ঘৈশ্চসংযুক্তাং সর্ব্বতঃপুরীম্। উদ্যানাম্রবনোপেতাংমহতীং সালমেখলাম্॥ ১২ দুর্গগম্ভীরপরিখাং দুর্গামন্যৈর্দুরাসদাম্। বাজিবারণ-সম্পূর্ণাং গোভিরুষ্ট্রৈঃ খরৈস্তথা॥ ১৩ সামন্তরাজ-সঙ্ঘৈশ্চ বলিকর্ম্মভিরাবৃতাম্। নানা দেশ-নিবাসৈশ্চ বণিগ্ভিরুপশোভিতাম্॥ ১৪ প্রাসাদৈরত্ন-বিকৃতৈঃ পর্ব্বতৈরিবশোভিতাম্। কূটাগারৈশ্চ সম্পূর্ণা-মিন্দ্রস্যেবামরাবতীম্॥ ১৫ চিত্রামষ্টাপদাকারাং বরনারীগণাযুতাম্। সর্ব্বরত্ন-সমাকীর্ণাং বিমান-গৃহ-

এইক্ষণ আমরা মহাভারতোক্ত কালের ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। মহাভারতে ভারতের যাদৃশী সুখ-সমৃদ্ধি-পূর্ণা অবস্থা বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে সহৃদয় পাঠকের হৃদয়ে যুগপৎ আনন্দ ও বিষাদের আবির্ভাব হইয়া থাকে; কারণ, তৎকালে ভারতে ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধির উন্নতি চরম সীমায় সমুত্থিত হইয়াছিল এবং সেই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি আবার নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া কুরুক্ষেত্র-মহা-সমরক্ষেত্রে চিরাবসান প্রাপ্ত হয়।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞে যে সমস্ত স্বদেশীয় ও বিদেশীয় ক্ষত্রিয় এবং ম্লেচ্ছাদি রাজগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিল, তাহাতে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, তৎকালে ভারতীয় জন-গণ এবং ভারতবর্ষের পশ্চিম ও হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী দেশ-সমূহ-নিবাসী যবন ও ম্লেচ্ছগণ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন দেশে গমনাগমন করিত এবং তাহাদের মধ্যে বাণিজ্য-ঘটিত বিশিষ্ট-রূপ সংস্রব ছিল *।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় নানাজাতীয় ভূপালগণ মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠিরকে যেরূপ বিবিধ মহার্হ দ্রব্যজাত উপহার প্রদান

শোভিতাম্ ॥ ১৬ গৃহগাঢ়ামবিচ্ছিদ্রাং সমভূমৌ নিবেশিতাম্। শালিতণ্ডুল-সম্পূর্ণামিক্ষুকাণ্ডর-সোদকাম্ ॥ ১৭ দুন্দুভিভিমৃদঙ্গৈশ্চবীণাভিঃ পণবৈস্তথা। নাদিতাংভৃশমত্যর্থং পৃথিব্যাংতামনুত্ত-মাম্ ॥ ১৮ বিমানমিব সিদ্ধানাং তপসাধিগতং দিবি। সুনিবেশিত-বেশানাং নরোত্তমসমাবৃ-তাম্ ॥ ১৯ যেচবাণৈর্নবিধ্যন্তি বিবিক্তমপরাপরম্। শব্দবেধ্যঞ্চ বিততং লঘুহস্তাবিশারদাঃ ॥ ২০ সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহাণাং মত্তানাং নদতাংবনে। হন্তারোনিশিতৈঃ শস্ত্রৈর্বলাদ্বাহু-বলৈরপি ॥ ২১ তাদৃশানাং সহস্রৈস্তামভিপূর্ণাং মহারথৈঃ। পুরীমাবাসয়ামাস রাজা দশরথ স্তদা ॥ ২২

তামগ্নিমদ্ভি গুণবদ্ভিরাবৃতাং দ্বিজোত্তমৈ বেদষড়ঙ্গপারগৈঃ।
সহস্রদৈঃ সত্যরতৈর্মহাত্মভিমহর্ষিকল্পৈ ঋষিভিশ্চ কেবলৈঃ ॥

* "যত্র সর্ব্বান্ মহীপালান্ শস্ত্রতেজোময়ার্দ্দিতান্।
সবঙ্গাঙ্গান্ সপৌণ্ড্রোড্রান্ সচোলদ্রাবিড়ান্ধকান্।
সাগরানূপজাংশ্চৈব যেচ পত্তনবাসিনঃ।
সিংহলান্ বর্ব্বরান্ ম্লেচ্ছান্ যেচ লঙ্কা-নিবাসিনঃ।
পশ্চিমানিচ রাষ্ট্রাণি শতশঃ সাগরান্তিকান্।
বাহ্লীকান্ দরদান্ সর্ব্বান্ কিরাতান্ যবনান্ শকান্।
হারহূণাংশ্চ চীনাংশ্চ তুখারান্ সৈন্ধবাংস্তথা।
জাগুড়ান্ রমটান্ হূনান্ শ্রীরাজ্যানথ তঙ্গণান্
কেকয়ান্ মালবাংশ্চৈব তথা কাশ্মীরকানপি ॥"

মহাভারত——বনপর্ব্ব।

করিয়াছিল, তাহাতে বিলক্ষণ উপলব্ধি হয় যে, ঐ সময়ে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বহির্ভূত পশ্চিম প্রদেশবাসী ও পশ্চিম-দক্ষিণ ভূভাগ-নিবাসী এবং হিমাচলের উত্তর-দেশাধিবাসী যবন, শক, দরদ, নাগ, পহ্লব, হূন, হারহূন, চীন, খশ, তুখার, বর্ব্বর, কিরাত, হারীত-প্রভৃতি নানাজাতীয় লোকের সহিত হিন্দুদিগের বিলক্ষণরূপ বাণিজ্য-ঘটিত সংস্রব ছিল এবং তৎকালে ভারতবর্ষের ধন, সমৃদ্ধি, সুখ, সভ্যতা, শিল্প ও বাণিজ্যাদি উন্নতির চরম সীমায় উত্থিত হইয়াছিল।

মহারাজ যুধিষ্ঠির যাহাদিগের নিকট হইতে যে সমস্ত মহামূল্য দ্রব্যজাত উপহার পাইয়াছিলেন, সেইগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা প্রয়োজনীয়; যথা—

কাম্বোজ-রাজ মেষলোমজ, কৌষেয়, সুবর্ণ-মণ্ডিত বৃষদংশজাত দ্রব্য, শ্রেষ্ঠ প্রাবার এবং অজিন-সকল উপহার দিয়াছিলেন। মরু ও কচ্ছ-নিবাসী নৃপতিগণ বহুসংখ্যক রাঙ্কব (শাল), অজিন এবং গান্ধারদেশীয় অশ্ব-সকল উপঢৌকন দিয়াছিলেন। যাহারা দেব-মাতৃক ও নদী-মাতৃক দেশজাত ধান্য দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহারা এবং যাহারা সমুদ্র-নিকটবর্ত্তী বনে ও সিন্ধু-পারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই বৈরাম, পারদ, আভীর কিতব-জাতীয় মানব-গণ নানাবিধ উপহার ও বিবিধ রত্ন, ছাগ, মেষ, গো, হিরণ্য, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, ফলজাত মধু, এবং বহুবিধ কম্বল লইয়া সভার দ্বারদেশে উপস্থিত ও দৌবারিকগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল *।

শূর, মহাবল ও মহারথ ম্লেচ্ছাধিপতি প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর রাজা ভগদত্ত যবনগণের সহিত বায়ুবেগগামী অশ্ব-সকল ও বিবিধ উপহার লইয়া দ্বারদেশে উপনীত এবং দ্বারপালগণ কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া অবস্থান

---

* "ঊর্ণান্ চেলাম্ বার্ষদংশান্ জাতরূপ—পরিষ্কৃতান্।
প্রাবারাজিন-মুখ্যাংশ্চ কাম্বোজঃ প্রদদৌ বহূন্॥
———"রাঙ্কবানিঅজিনানি"———। ———"গান্ধারদেশজান্ হয়ান্"———।
"ইন্দ্রকৃষ্টৈ বর্ত্তয়ন্তি ধান্যৈর্যেচ নদী-মুখৈঃ। সমুদ্র-নিষ্কুটে জাতাঃ পারেসিন্ধুচ মানবাঃ॥
তেবৈরামাঃ পারদাশ্চ আভীরাঃ কিতবৈঃ সহ। বিবিধং বলিমাদায় রত্নানি বিবিধানিচ॥
অজাবিকং গোহিরণ্যং খরোষ্ট্রংফলজং মধু। কম্বলান্ বিবিধাংশ্চৈব দ্বারিতিষ্ঠন্তি বারিতাঃ"॥
মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

করিতেছিল। প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপতি ভগদত্ত সুদৃঢ় প্রস্তরময় ভাণ্ড ও বিশুদ্ধ দ্বিরদরদ-নির্ম্মিতৎসরু (বাঁট)-যুক্ত অসি-সকল উপহার দিয়া গমন করিলেন। *

সভাপর্ব্বের অন্যস্থানে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বদেশবাসী ভূপালগণ মহামূল্য আসন, যান, শয্যা ও মণিকাঞ্চন-খচিত গজদন্তময় দ্রব্য, বিচিত্র বর্ম্ম, বিবিধশস্ত্র, সুবর্ণ-শোভিত ব্যাঘ্রচর্ম্ম—পরিবারিত বিনীত—হয়-সমন্বিত বিবিধাকার রথ-সকল এবং বিচিত্র পৃষ্ঠাস্তরণ-সমূহ, বিবিধরত্ন, নারাচ ও অর্দ্ধনারাচাদি-শস্ত্র ও অন্যান্য মহৎদ্রব্য সকল উপহার প্রদান করিলেন। †

চোল ও পাণ্ড্যদেশীয় রাজদ্বয় মলয় ও দর্দ্দুর পর্ব্বতজাত অগুরুচন্দন-রাশি এবং দীপ্যমান মণিরত্ন, স্বর্ণ ও সূক্ষ্ম বস্ত্র-সহকারে উপনীত হইয়া দ্বারদেশে প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন না। সিংহল দ্বীপবাসিগণ বৈদুর্য্যরত্ন ও অত্যুৎকৃষ্ট মুক্তা-সকল এবং শতশত আস্তরণ বস্ত্র লইয়া আসিয়াছিল। মণিময় চীরবসন-পিহিত রক্তলোচন প্রান্ত-শ্যামবর্ণ এবং আদি মধ্য ও অন্তকালে জাত বিবিধবর্ণ-বিশিষ্ট বহুবিধ ম্লেচ্ছ জাতীয় মানবগণ রাজসূয় মহাযজ্ঞে সমাগত হইয়াছিল। ‡

অপিচ, সেই রাজসূয় মহাসত্রে শক, তুখার, কঙ্ক, রোম ও শৃঙ্গি-প্রভৃতি অনার্য্যলোকেরা মেষলোমজ, রঙ্কুলোমজ (শাল), কীটজ (কৌষেয়), পট্টজ এবং কুটীকৃত, নীল পদ্মাভ, কোমল ও অকার্পাসসূত্র-নির্ম্মিত সহস্র

---

* প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপঃ শূরো ম্লেচ্ছানা মধিপোবলী। যবনৈঃ সহিতো রাজা ভগদত্তো মহারথঃ ॥
আজানেয়ান্ হয়ান্ শীঘ্রান্ আদায়ানিলরংহসঃ। বলিঞ্চ কৃৎস্নমাদায় দ্বারিতিষ্ঠন্তিবারিতাঃ ॥
অশ্বসারময়ং ভাণ্ডং শুদ্ধ-দন্তৎসরূনসীন্। প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপোদত্ত্বা ভগদত্তোঽব্রজত্তদা।
মহাভারত — সভাপর্ব্ব।

† "আসনানি মহার্হাণি যানানি শয়নানিচ। মণিকাঞ্চন চিত্রাণি গজদন্তময়ানিচ।
কবচনানি বিচিত্রাণি শস্ত্রাণি বিবিধানিচ। রথাংশ্চ বিবিধাকারান্ জাতরূপ-পরিষ্কৃতান্।
হয়ৈর্ব্বিনীতৈঃ সম্পন্নান্ বৈয়াঘ্রপরিবারিতান্। বিচিত্রাশ্চ পরিস্তোমা রত্নানি বিবিধানিচ।
নারাচানর্দ্ধনারাচান্ শস্ত্রাণি বিবিধানিচ। এতদ্দত্ত্বা মহদ্দ্রব্যং পূর্ব্বদেশাধিপানৃপাঃ ॥"

‡ "মলয়াদ্দর্দ্দুরাচ্চৈব চন্দনাগুরুসঞ্চয়ান্। মণি রত্নানি ভাস্বন্তি কাঞ্চনং সূক্ষ্ম বস্ত্রকম্। চোল পাণ্ড্যাবপি দ্বারং নলেভাতেহ্যুপস্থিতৌ" ॥ "সমুদ্রসারং বৈদুর্য্যং মুক্তাশঙ্খাংস্তথৈবচ। শতশশ্চ কুথাংস্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্" ॥ "সংবৃতা মণিচীরৈস্ত শ্যামাস্তাম্রান্তলোচনাঃ। সর্ব্বে ম্লেচ্ছাঃ সর্ব্ববর্ণা আদিমধ্যান্তজাস্তথা। নানাদেশ-সমুত্থৈশ্চ নানা জাতিভিরেবচ। পর্য্যস্ত ইব লোকোঽয়ং যুধিষ্ঠির-নিবেশনে ॥"
Ibid.

সহস্র বস্ত্র সহকারে কোমল মৃগচর্ম্ম, বিবিধরস, গন্ধদ্রব্য, সহস্র সহস্ররত্ন এবং দূরগামী অর্ব্বুদ-সংখ্যক মহাগজ, বহুশত-সংখ্যক অশ্ব, পদ্ম-সংখ্যক সুবর্ণ ও নানাবিধ উপহার লইয়া দ্বারে উপনীত ও নিবারিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল। এমন কি, উক্ত মহাযজ্ঞে উষ্ণীষধারী সীমান্তবাসী, ও রোমক-দেশনিবাসী এবং নরমাংস-ভোজী মানবগণের আগমন উল্লিখিত রহিয়াছে। *

ভীষ্মপর্ব্বের এক স্থানে উৎকৃষ্ট যুদ্ধাশ্ব সম্বন্ধে কথিত আছে যে, কাম্বোজ দেশোৎপন্ন, নদীজ, আরবদেশীয়, সিন্ধুদেশীয় ও পার্ব্বতীয় শুভ্রবর্ণ বহুসংখ্যক অশ্বদ্বারা রণভূমির চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত করিবে। হিমাচলের উত্তরবর্ত্তী তিত্তির দেশীয় বাতবেগগামী অশ্ব-সকল যুদ্ধবিষয়ে সুনিপুণ। †

রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পাদনার্থ দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে ভারত-মধ্যস্থিত ও তদ্বহির্ভূত যে সকল দেশ ও প্রদেশের বিজয় সম্বন্ধে উল্লেখ আছে, তাহাতে ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত দিগ্বিজয়ের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ঐ সমস্ত স্থানে লোকের গমনাগমন ছিল এবং ভারতের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিবার নিমিত্ত সুদৃঢ়, সমান ও প্রশস্ত পথ-সকল ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল; কারণ, প্রাচীন ভারতে হয়, হস্তী, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া একজন বীরপুরুষকে যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইত, সুতরাং তৎকালে তাদৃশ সৈন্য ও রথের গমনাগমন জন্য পথগুলি সমান ও সুপ্রশস্ত থাকাই

* "ঔর্ণঞ্চ রাঙ্কবঞ্চৈব কীটজং পট্টজং তথা। কুটীকৃতং তথৈবাত্র-কোমলাভং সহস্রশঃ॥ শ্লক্ষ্ণং বস্ত্রমকার্পাসমাবিকং মৃদুচাজিনং। রসান্ গন্ধাংশ্চ বিবিধান্ রত্নানিচ সহস্রশঃ॥ শকাস্তুখারাঃ কঙ্কাশ্চ রোমাশ্চ শৃঙ্গিণোনরাঃ। মহাগজান্ দূরগমান্ গণিতানর্ব্বুদান্ হয়ান্। শতশশ্চৈব বহুশঃ সুবর্ণং পদ্মসম্মিতং। বলিমাদায় বিবিধং দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ॥ Ibid.

"ঔষ্ণিকানন্তবাসাংশ্চ রোমকান্ পুরুষাদকান্"। Ibid.

† "তথাকাম্বোজ-মুখ্যানাং নদীজানাঞ্চ বাজিনাম্।
আরট্টানাং মহীজানাং সিন্ধুজানাঞ্চ সর্ব্বশঃ।
বনায়ুজানাং শুভ্রাণাং তথা পর্ব্বত বাসিনাম্।
বাজিনাং বহুভিঃসংখ্যো সমন্তাৎপর্য্যবারয়ৎ।
যে চাকরে তিত্তিরজাজবনা বাতরংহসঃ॥"

মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব।

নিতান্ত সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, প্রাচীন কালে সিন্ধুনদ পার হইয়া অথবা হিমালয়ের সঙ্কট-পথ দিয়া ভারতের বহির্ভূত দেশ-সমূহে যাইতে হইত। সাংযাত্রিকগণ পোত লইয়া বাণিজ্যার্থ ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করিত।

প্রাচীন ভারতে হিন্দুবীরগণ দিগ্বিজয় করিবার নিমিত্ত পৃথিবীর তৎকাল-প্রসিদ্ধ সমস্ত স্থানেই যাইতেন। সভাপর্ব্বে মহাবীর অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, বীর-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন কৈলাস, মৈনাক, গন্ধমাদন, শ্বেতপর্ব্বত এবং স্বচ্ছতোয় গিরিনদী-সকল দর্শন করিতে করিতে সপ্তদশ দিনে হিমালয়ের পবিত্র পৃষ্ঠ-ভাগে উপস্থিত হইয়াছিলেন। * মহাভারতীয় বিরাটপর্ব্বের একস্থানে উল্লিখিত আছে যে, মহাবীর অর্জ্জুন সমুদ্রের পারস্থিত হিরণ্যপুরবাসী রথারূঢ় যষ্টি সহস্র ধনুর্ধারী বীরগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। †

এইরূপ আদিপর্ব্বের একস্থানে লিখিত আছে যে, সেই মহারথ বীর-দ্বয় ভূমির অভ্যন্তরবাসী নাগগণকে জয় করিয়া সমুদ্র মধ্যবর্ত্তী দ্বীপবাসী সমস্ত ম্লেচ্ছজাতিকে জয় করিলেন। ‡

এস্থলে একটী প্রশ্ন এই যে, এই অন্তর্ভূমিগত নাগগণ কে? ইহার উত্তরে যদি হিমালয়ের উত্তর প্রদেশবাসী নাগজাতীয় লোকগণ বলা যায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে জয় করিয়াই সমুদ্রান্তর্বর্ত্তী দ্বীপ-সমূহ-নিবাসী ম্লেচ্ছজাতিকে জয় করা অসম্ভব হয়; কারণ, হিমালয়ের অব্যবহিত উত্তর প্রদেশবাসী নাগজাতিকে জয় করিয়া তৎপরেই সমুদ্র পাওয়া যায় না। পরন্তু উক্তজাতিকে জয় করিয়া হিমালয়ের উত্তর প্রদেশস্থিত নানাদেশবাসী বিবিধ জাতিকে জয় করাই সভাপর্ব্বে উল্লিখিত আছে। অতএব এই নাগগণ হিমালয়ের উত্তর প্রদেশবাসী নহে, তবে ইহাদের

* "অবেক্ষমাণঃ কৈলাসং মৈনাকনাম-পর্ব্বতং। গন্ধমাদনপাদাংশ্চ শ্বেতঞ্চাপি শিলোচ্চয়ম্॥ উপর্য্যুপরি শৈলস্য বহ্বীশ্চ সরিতঃ শিবাঃ। পৃষ্ঠং হিমবতঃ পুণ্যং যযৌ সপ্তদশেঽহনি"॥

মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

† "অহং পারে সমুদ্রস্য হিরণ্যপুরবাসিনাং। জিত্বা ষষ্টিসহস্রাণি রথিনামুগ্রধন্বিনাং॥

ঐ—বিরাটপর্ব্ব।

‡ অন্তর্ভূমি-গতান্ নাগান্ জিত্বা তৌচ মহারথৌ। সমুদ্রবাসিনীঃ সর্ব্বা ম্লেচ্ছজাতীর্বিজিগ্যতুঃ॥

ঐ—আদিপর্ব্ব।

বসতি কোথায় তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়গণ শক, দরদ, নাগ, পহ্লব-প্রভৃতি অনার্য্য আখ্যায় অভিহিত হইয়া হিমাচলের উত্তরবর্ত্তী ভূভাগে যাইয়া বাস করিয়াছিল এবং তাহাদিগের মধ্য হইতে নাগজাতীয় কতকগুলি লোক আমেরিকায় গিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করে। সুতরাং শ্লোকোক্ত নাগগণ আমেরিকায় উপনিবেশিত অনার্য্যগণ বলিয়া আমাদিগের বোধ হয়; কারণ, "অন্তর্ভূমি-গতান্" এই পদটী দ্বারা বুঝাইতেছে যে, নাগেরা ভূমির মধ্যে বাস করিত। আমেরিকা ভারতবর্ষের তলদেশে অবস্থিত, তাইতে উহা ভারতভূমির অভ্যন্তরস্থিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব উক্ত শ্লোকোক্ত বীরদ্বয় আমেরিকাবাসী অনার্য্য নাগগণকে জয় করিয়াই নিকটবর্ত্তী প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত দ্বীপসমূহ-নিবাসী বিবিধ ম্লেচ্ছজাতীয় লোককে পরাজয় করিয়াছিল, ইহাই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ অন্য শ্লোকে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সমুদ্র-পারস্থিত হিরণ্যপুরবাসী ষষ্টি সহস্র রথী ও ধনুর্দ্ধারীদের পরাজয়ের কথা উল্লিখিত আছে, সুতরাং ঐ শ্লোক দ্বারাও আমেরিকাবাসী নাগগণই সূচিত হইতেছে বলিলে অসঙ্গত হইবে না।

অমরকোষ অভিধানে পাতালবর্গের প্রথমেই লিখিত আছে যে, "অধোভুবন পাতাল বলি-সদ্মরসাতলম্। নাগলোকোঽথ—।"

এই শ্লোকাংশ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, আমেরিকারই সংস্কৃত নাম পাতাল; কারণ, আমেরিকা ভারতবর্ষের নিম্নদেশে অবস্থিত আছে বলিয়া উহার নাম "অধোভুবন" ও "রসাতল।" হিমালয়ের উত্তর দিগ্বাসী নাগজাতীয় লোকেরা তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া উহার অন্য নাম "নাগ-লোক" * এবং উহাতে বলি-নামক কোন রাজার রাজধানী ছিল, তাইতে উহার অপর একটী নাম "বলি-সদ্ম"। অদ্যাপি বলিবিয়া নামে একটী দেশ দক্ষিণ আমেরিকায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পুরাণে কথিত আছে যে, বলিরাজা ও পুরুবংশীয় কোন রাজা পাতালে যাইয়া বাস করেন। দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু বা পেরুবিয়া

* "লোকস্তু ভুবনে জনে" ইত্যমরঃ—অর্থাৎ লোকশব্দে জন এবং ভুবন বুঝায়।

এবং বলিবিয়া নামে যে দুইটী জনপদ দৃষ্ট হয়, বোধ হয়, পুরুবংশীয় রাজার অধিকৃত পুরুভূমি এবং বলিরাজার অধিকৃত বলি-ভূমি এই দুইটী রাজ্যের নাম যথাক্রমে অপভ্রংশবশতঃ পেরু বা পেরুবিয়া ও বলিবিয়া হইয়া গিয়াছে। পেরুদেশীয় ইঙ্কা নামে প্রসিদ্ধ নরপতিগণ ও বলিবিয়া দেশীয় নৃপতিবর্গ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিত। তাহাদের মধ্যে জাতি-ভেদপ্রথা বিদ্যমান ছিল এবং তাহাদিগের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় প্রধান মহোৎসব "রামসীতোয়া" নামে অভিহিত ছিল। *

রাজসূয় মহাযজ্ঞে পাণ্ডবগণ তৎকালে আবিষ্কৃত পৃথিবীর সমস্ত ভূভাগে গমন করিয়া দেশ ও প্রদেশাদি জয় করিয়াছিলেন। সভাপর্ব্বে অর্জ্জুনের উত্তর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত কিরাত, চীন, পূর্ব্বসাগরমধ্যবর্ত্তী দ্বীপবাসী ও অনূপবাসী বহু-সংখ্যক সৈন্যসহ মহাবীর অর্জ্জুনের সহিত ৮ দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। † পরে পুরুবংশোদ্ভব রাজা বিশ্বগশ্বকে পরাজয় করিয়া হিমগিরিবাসী দস্যুগণ ও উৎসব-সঙ্কেত-নামক সপ্তসম্প্রদায়-বদ্ধ অনার্য্যগণকে জয় করিলেন। ‡ তদনন্তর হিমালয়ের উত্তরবর্ত্তী ঋষিক দেশবাসীদিগকে জয় করিয়া আটটী শুকোদরবর্ণ অশ্ব এবং বেগগামী ময়ূরাকার বহুসংখ্যক অশ্ব কররূপে গ্রহণ করিলেন। §

পরে শ্বেতপর্ব্বত অতিক্রম করত হাটকদেশবাসিগণকে জয় করিয়া মানস-সরোবর ও ঋষিকুল্যাগুলি দর্শন করিলেন।

তদনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় হাটকদেশের চতুর্দ্দিগ্‌বাসী গন্ধর্ব্বগণকে জয় করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে তিত্তিরিকল্মাষ ও মণ্ডূক-নামক উৎকৃষ্ট অশ্ব-সকল কর স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ‖ পরে মহাবীর

* Asiatic Researches Vol, I, p. 426.

† "সকিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চবৃতঃ প্রাগজ্যোতিষোঽভবৎ। অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানূপবাসিভিঃ॥"

‡ "পৌরবং যুধি নির্জিত্য দস্যূন্ পর্ব্বতবাসিনঃ। গণানুৎসবসঙ্কেতান জয়ৎ সপ্তপাণ্ডবঃ॥"

§ "সবিজিত্য ততোরাজন্ ঋষিকান্ রণমূর্দ্ধনি। শুকোদরসমাং স্তত্র হয়ানষ্টৌ সমানয়ৎ॥ ময়ূর-সদৃশানন্যানুত্তরানপরানপি। জবনাংস্তরগাংশ্চৈব করার্থে সমুপানয়ৎ॥"

মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

‖ সরোমানসমাসাদ্য হাটকানভিতঃ প্রভুঃ। গন্ধর্ব্ব-রক্ষিতং দেশমজয়ৎ পাণ্ডবস্ততঃ॥ তত্র তিত্তিরিকল্মাষান মণ্ডুকাখ্যান্ হয়োত্তমান্। লেভে সকরমত্যন্তং গন্ধর্ব্বনগরাত্তদা"।

পার্থ হরিবর্ষস্থ উত্তর কুরুদেশে গমন করিয়া তত্রত্য জনগণের সহিত যুদ্ধ করা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তথা হইতে অত্যুৎকৃষ্ট আভরণ, অজিন, মহার্হ-ক্ষৌমবস্ত্র এবং কর গ্রহণ-পূর্ব্বক ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। * এই উত্তর কুরুবর্ষদেশে স্ত্রীগণের ব্যভিচার দোষাবহ ছিল না। †

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, এই উত্তর কুরুবর্ষ দেশের বর্ত্তমান নাম সাইবিরিয়া এবং এই দেশের উত্তরেই উত্তর মহাসাগর বিদ্যমান রহিয়াছে। মৎস্য পুরাণে লিখিত আছে যে, ইক্ষাকু বংশের অনেকে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উত্তর কুরুবর্ষদেশে যাইয়া বাস করিয়াছিল।

সভাপর্ব্বে মহাবল ভীমসেনের পূর্ব্ব-দিগ্-বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, ভীমকর্ম্মা বৃকোদর দক্ষিণ কোশলাধিপতি বৃহদ্বল ও উত্তর কোশলাধিপতি গোপালক এই রাজদ্বয়ের নিকট করগ্রহণ-পূর্ব্বক মগধ, অঙ্গ, ও পুণ্ড্রদেশ জয় করিয়া বঙ্গদেশাধিপতি সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে জয় করিলেন। অনন্তর তিনি তাম্রলিপ্ত (তমলুক্) জয় করিয়া বঙ্গ সাগরস্থিত দ্বীপবাসীদিগকে জয় করিলেন। পরে সূক্ষ্মদেশের (পূর্ব্বোপদ্বীপের) রাজা ও ম্লেচ্ছগণকে জয় করিয়া লৌহিত্য দেশ আক্রমণ করিলেন। এইরূপে তিনি দ্বীপবাসী ও সাগরতীর-নিবাসী ম্লেচ্ছ নৃপতিগণকে পরাভিত করিয়া বিবিধ রত্ন, চন্দন, অগুরু, বস্ত্র, মণি, মুক্তা, কম্বল, কাঞ্চন, রজত ও মহামূল্য প্রবাল এবং শত কোটি ধন কর-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ‡

সভাপর্ব্বে নকুলের দক্ষিণদিগ্‌বিজয় সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, মহাবীর নকুল চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে মৎস্য, অবন্তি এবং ভোজকটেশ্বর

* উত্তরং হরিবর্ষন্তু স সমাসাদ্য পাণ্ডবঃ। ইয়েষ জেতুং তং দেশং পাক-শাসন-নন্দনঃ। উত্তরাঃ কুরবোহ্যেতে নাত্রযুদ্ধং প্রবর্ত্ততে" ॥ মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

† প্রমাণদৃষ্টোধর্ম্মোহয়ং (স্ত্রীণাং ব্যভিচারঃ) পূজ্যতে চ মহর্ষিভিঃ। উত্তরেষুচ রম্ভোরুকুরুষদ্যাপি পূজ্যতে" ॥ Ibid.

‡ সুক্ষানামধিপঞ্চৈব যেচ সাগর-বাসিনঃ। সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছ-গণাংশ্চৈব বিজিগ্যে ভরতর্ষভ। এবং বহুবিধান্ দেশান্ বিজিত্য সবলৈর্বৃতঃ। বসূংস্তেভ্যউপাদায় লৌহিত্য মগমদ্বলী॥ সর্ব্বান্ ম্লেচ্ছনরপতীন্ সাগরানূপবাসিনঃ। করমাহারয়ামাস রত্নানি বিবিধানিচ॥ চন্দনাগুরুবস্ত্রাণি মণিমৌক্তিককম্বলম্। কাঞ্চনং রজতঞ্চৈব বিদ্রুমঞ্চ মহাধনম্॥ তে কোটিশত-সংখ্যেন কৌন্তেয়ং মহতা তদা। অভ্যবর্ষন্ মহাত্মানং ধন-বর্ষেণ পাণ্ডব" ॥

রুক্মিণী-জনক ভীষ্মককে পরাজিত করিয়া কিষ্কিন্ধ্যাপতি বানররাজ মৈন্দ ও দ্বিবিদকে জয় করিয়া সুরাষ্ট্র, মারগদ্বীপ, তাম্রদ্বীপ, পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, উড্র, কেরল, অন্ধ্র, কলিঙ্গ-প্রভৃতি দেশের অধিপতিগণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাবীর সহদেব পশ্চিম-দিগ্‌বিজয়ার্থ চতুরঙ্গিণী সেনাসহ মরুদেশ, দ্বারকা, ত্রিগর্ত্ত এবং পুষ্করারণ্যবাসী উৎসব-সঙ্কেত-নামক অনার্য্যগণ, সিন্ধুনদ-তীরবাসী শূদ্র ও আভীরগণ ও সরস্বতীতীরবাসী মৎস্যজীবিগণকে জয় করিলেন। অনন্তর সাগর-(Caspian Sea) তীরবাসী পরম দারুণ ম্লেচ্ছ, পহ্লব, বর্ব্বর, কিরাত, যবন ও শকদিগকে জয় করেন। *

এস্থলে বক্তব্য এই যে,—এই কাস্পীয়ান্ সমুদ্রের পশ্চিমে আর কোন দেশ বা প্রদেশ ছিলনা; থাকিলে, সেই সেই দেশ বা প্রদেশের নাম ও বিজয় সম্বন্ধে উল্লেখ থাকিত। বস্তুতঃ, আরল্ সমুদ্র (Sea of Aral), কাস্পীয়ান্ সাগর (Caspian Sea, কৃষ্ণ সাগর Black Sea) এবং ভূমধ্যসাগর (Mediterranean Sea) দেখিয়া বোধ হয় যে, এক সময় ঐ গুলির পৃথক্ পৃথক্ অস্তিত্ব ছিলনা, ঐ সমস্ত এক মহাসাগরের অন্তর্গত ছিল, কালক্রমে সেই মহাসাগরের অংশ-সকল মৃত্তিকাপূর্ণ হওয়ায় উল্লিখিত সমুদ্রগুলি পৃথক্ পৃথক্‌রূপে ভূমধ্যস্থ হইয়াছে এবং সেই মহা সাগরোত্থিত বৃহৎ ভূভাগ ইয়োরোপ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

ফলতঃ, ইয়োরোপ ভূভাগ যে ঐতিহাসিক যুগের শেষকালে উৎপন্ন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কারণ, বাইবেলে উক্ত আছে যে, চারি হাজার চারি খ্রীষ্টাব্দ-পূর্ব্ব বৎসরে ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এইক্ষণ কল্যব্দ ৫০০৪, তাহা হইলে কল্যব্দারম্ভের ৯০৪ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছিল! সুতরাং অনুমান হয় যে, ইয়োরোপ-প্রভৃতির সৃষ্টি দেখিয়া বাইবেলে ঐরূপ লিখিত হইয়া থাকিবে।

পাঠক, আমরা প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যাবস্থা প্রদর্শনার্থ রাজসূয় মহাযজ্ঞে উপাহৃত দ্রব্যজাত, তাৎকালিক ভারত ও ভারতবহির্ভূত প্রদে-

* "ততঃ সাগর-কুক্ষিস্থান্, ম্লেচ্ছান্, পরম-দারুণান্। পহ্লবান্, বর্ব্বরাংশ্চৈব কিরাতান্, যবনান্, শকান্," ॥ মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

শাদির সমৃদ্ধি এবং পাণ্ডবগণের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে তৎকালাবিষ্কৃত পৃথিবীর আয়তন ও সংস্থান সম্বন্ধে যাহা যাহা উল্লেখ করিয়াছি, সেই সমস্ত দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, প্রাচীনকালে ভারতের সুখ সমৃদ্ধি চরম-সীমায় সমুত্থিত, ভারতের শৌর্য্য ও বীর্য্য ভুবনে অতুলিত এবং পৃথিবীর অন্যান্য ভূভাগ ভারতের পদে নতমস্তক হইয়াছিল। পরন্তু, মহাভারতে অর্জ্জুনাদির উত্তর কুরুবর্ষাদি দেশ জয় করিবার যে সকল বর্ণনা আছে, সেই সকল স্থানে গমনাগমনের বিধি ও প্রথা না থাকিলে সেই সমস্ত বিষয় উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত হইত না। দিগ্বিজয়ে আমরা কয়েকটী বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইলাম যে, দিগ্বিজয় কালে ভীমপরাক্রম ভীমসেন দক্ষিণ কোশলাধিপতি রাজা বৃহদ্বল এবং উত্তর কোশলাধিপতি রাজা গোপালকের নিকট হইতে অনায়াসে বিনা যুদ্ধে কর গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। সুতরাং তৎকালে কোশলাধিপতি সূর্য্যবংশীয় রাজগণের তাদৃশ শৌর্য-বীর্য্য ছিল না। ঐ সময়ে বঙ্গদেশে দুইজন নরপতি ছিলেন, একের নাম সমুদ্রসেন, অপরের নাম চন্দ্রসেন। তৎকালে তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক্) সুপ্রসিদ্ধ মহানগর ছিল। ভীষ্মপর্ব্বে লিখিত আছে যে, বঙ্গদেশাধিপতি কার্ম্মুকে শর সংযোগ করিয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ করত মদবারিযুক্ত পর্ব্বতাকার দশ সহস্র হস্তী লইয়া ঘটোৎকচের পশ্চাৎ ধাবন করিলেন। পরে তিনি ঘটোৎকচ-প্রেরিত মহাশক্তি-নামক অস্ত্র দর্শন করিয়া অতি সত্বর পর্ব্বতাকার হস্তীকে ঘটোৎকচের প্রতি চালাই-লেন এবং হস্তী দ্বারা ভীমনন্দনের রথখানিরও গতিরোধ করিলেন। *

যে বঙ্গদেশ মহাভারতীয় কালে এতাদৃশ শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন, যে বঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয় বিজয়সেন সিংহল জয় করিয়াছিলেন, যে বঙ্গদেশ ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক প্রকার স্বাধীন ছিল, যাহার নৌবলের নিকট ক্ষত্রিয়, বৌদ্ধ ও মুসলমান নৃপতিগণ

* "সংগৃহ্য সশরংচাপং সিংহবদ্ব্যনদন্মুহুঃ। পৃষ্ঠতোঽনুযযৌ চৈনং দ্রবদ্ভিঃ পর্ব্বতোপমৈঃ॥ কুঞ্জরৈর্দশসাহস্রৈর্বঙ্গানামধিপঃ স্বয়ং। তামুদ্যতামভিপ্রেক্ষ্য বঙ্গানামধিপস্ত্বরন্॥ কুঞ্জরং গিরিসঙ্কাশং রাক্ষসং প্রত্যচোদয়ৎ। রথমাবারয়ামাস কুঞ্জরেণ সুতস্তচ॥"

ভীষ্মপর্ব্ব।

নতমস্তক ছিল, আজি সেই বঙ্গদেশ হীনবীর্য্য ভীরু বাঙ্গালীর আবাস-ভূমি বলিয়া জগতে পরিচিত!

তৎকালে পুষ্করারণ্যে (বর্ত্তমান পুষ্করতীর্থে) উৎসব সঙ্কেত-নামক অনার্য্য লোকেরা বাস করিত। সিন্ধুনদ তীরে শূদ্রগণ ও আভীর-(আহীর) গণ বাস করিত এবং পূতসলিলা সরস্বতীর তীরে মৎস্যজীবি-গণের বাস ছিল।

মহাভারতীয়কালে ভারতের আভ্যন্তরিক যাদৃশী সুখসমৃদ্ধি-পূর্ণা অবস্থা ছিল, তাহা রাজসূয় মহাযজ্ঞে সমাহৃত ও উপাহৃত দ্রব্যজাত দ্বারাই সম্যক্ প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি আমরা তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র উল্লেখ করিয়া তৎকালীন ভারতের অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

এক সময় মহাসত্ত্ব সত্যপ্রতিজ্ঞ অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-জনিত পাপ-ক্ষয়ার্থ তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইয়া দ্বাদশবর্ষ ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গস্থিত যাবতীয় তীর্থ ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান-সকল দর্শন করিলেন এবং কলিঙ্গদেশ অতিক্রম করিয়া বহুবিধ স্থান ও ধনিগণেররমণীয় অট্টালিকা-সকল দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি তাপসগণ-শোভিত মহেন্দ্র-পর্ব্বত দর্শন করিয়া দক্ষিণ সমুদ্র-তীরস্থিত পথে ধীরে ধীরে মণিপুরে গমন করিলেন। *

অর্জ্জুনের এই ভ্রমণ বৃত্তান্তটী দ্বারা জানা যাইতেছে যে, কেবল রাজধানী-সমূহে নহে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও ধনিগণের রমণীয় অট্টালিকা-সকল বিরাজিত ছিল এবং দক্ষিণ সমুদ্রতীরবর্ত্তী পথ দ্বারাও ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে গমনাগমন করা যাইত। পরন্তু যৎকালে অযোধ্যাপতি মহারাজ রঘু দিগ্বিজয় করেন, তিনিও এই সমুদ্র-

* "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু যানি তীর্থানিকানিচিৎ। জগাম তানি সর্ব্বাণি তথান্যায়তনানিচ॥ সকলিঙ্গানতিক্রম্য দেশানায়তনানিচ। হর্ম্ম্যাণি রমণীয়ানি প্রেক্ষমাণোযযৌ প্রভুঃ॥ মহেন্দ্র-পর্ব্বতং দৃষ্ট্বা তাপসৈরুপশোভিতং সমুদ্রতীরেণ পরে মণিপুরং জগাম হ॥"

Vide মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

তীরবর্ত্তী পথদ্বারা চতুরঙ্গিণী সেনাসহ ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্তে গমন করিয়াছিলেন। *

মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণ, দময়ন্তী-স্বয়ম্বরে আহূত হইয়া বিকৃতবেশ সারথিরূপী নলের সাহায্যে এক দিবসে অযোধ্যা হইতে বিদর্ভ দেশের (বর্ত্তমান বেরার) রাজধানী কৌণ্ডিন্য নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। † ফলতঃ, প্রাচীন কালে রথের গমনাগমন জন্য ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত মার্গ-সকল বর্ত্তমান ছিল। এই সকল পথের সাহায্যে প্রাচীন ভারতে বাণিজ্যকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইত।

ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধে মহাভারতীয় আদিপর্ব্বের এক-স্থানে লিখিত আছে যে, ভারতীয় নগর-সকল বণিক্‌গণ ও শিল্পিগণ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। অধিবাসিগণ কৃতবিদ্য, শূর, সাধু এবং সুখী। ধর্ম্ম-কার্য্যরত ও যজ্ঞশীল, সত্যপরায়ণ, পরস্পর প্রীতি-সংযুক্ত প্রজাবর্গ উন্নতিশালী হইয়াছিল। জনগণ মান ও ক্রোধ বিবর্জ্জিত, লোভবিহীন, ধর্ম্মোত্তর এবং পরস্পরকে অভিনন্দন করিত। ‡

বেদে ও রামায়ণে যে সকল দেশ, প্রদেশ, নদ, নদী ও পর্ব্বতাদি উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত তত্তৎকালীয় বাণিজ্য প্রসঙ্গে যথাপ্রাপ্ত লিখিত হইয়াছে। মহাভারত হিন্দুদিগের শেষ প্রমাপক গ্রন্থ, সুতরাং আমরা মহাভারতোক্ত কালে প্রসিদ্ধ দেশ ও প্রদেশাদি যথাযথ লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব। দেশ ও প্রদেশ-সকল যথা—

সিন্ধু, কাশ্মীর, মদ্র, কেকয়, ত্রিগর্ত্ত, বাহ্লীক, কুলিন্দ, আনর্ত্ত, কালকূট, সুমণ্ডল, শাকল দ্বীপ, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি,

* Vide রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়।

† "অশ্বক্রমজ্ঞঃ সনলো বাতবেগিহয়ং রথং।
আরুহ্যৈকদিনেঽ গচ্ছদ্বিদর্ভে ঋতুপর্ণ পথা॥"

১ম খণ্ড, লঘু ভারত।

‡ "বণিগ্‌ভিশ্চাপকীর্য্যান্তে নগরাণ্যথ শিল্পিভিঃ। শূরাশ্চকৃতবিদ্যাশ্চ সন্তশ্চ সুখিনোঽভবন॥ ধর্ম্ম-ক্রিয়া যজ্ঞশীলাঃ সত্যব্রত-পরায়ণাঃ। অন্যোন্য প্রীতি-সংযুক্তা ব্যবর্দ্ধন্ত প্রজাস্তদা॥ মানক্রোধ-বিহীনাশ্চ নরালোভবিবর্জিতাঃ। অন্যোন্যমভ্যনন্দন্ত ধর্ম্মোত্তরমবর্ত্তত॥" Vide আদিপর্ব্ব।

উপগিরি, উলূক, মোদাপুর, কামদেব, সুদামা, পঞ্চগণ, দেবপ্রস্থ, লোহিত, দার্ব্ব, কোকনদ, অভিসারী, উরগা, সিংহপুর, সহ্য, সুমাল, দরদ, কাম্বোজ, লোহ, পরম-কাম্বোজ, ঋষিক, হাটক, মানস-সরোবর-প্রদেশ, ঋষিকুল্যা, গন্ধর্ব্বদেশ, উত্তর-কুরুবর্ষ, পাঞ্চাল, গণ্ডক, বিদেহ, দশার্ণ, পুলিন্দ, চেদি, কুমারদেশ, দক্ষিণ-কোশল, উত্তর-কোশল, মল্ল, ভল্লাট, কাশী, রাজপতি, মৎস্য, মলদ, পশুভূমি, বৎসভূমি, ভর্গ, নিষাদ, দক্ষিণ-মল্ল, শর্ম্মক, বর্ম্মক, বৈদেহক, সুহ্ম, প্রসুহ্ম, মগধ, গিরিব্রজ, অঙ্গ, মোদা-গিরি, পুণ্ড্র, কৌষিকীকচ্ছ, বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বট, লৌহিত্য, শূরসেন, অধিরাজ, পটচ্চর-মৎস্য, নবরাষ্ট্র, কুন্তিভোজ, সেক, অপরসেক, অবন্তি, ভোজকট, কান্তারক, প্রাক্‌কোশল, নাটকেয়, হেরম্বক, মারুধ, মুঞ্জগ্রাম, নাচীন, অর্ব্বুক, আটবিক, কিষ্কিন্ধ্যা, মাহিষ্মতী, ত্রৈপুর, সুরাষ্ট্র, শূর্পারক, তালাকট, দণ্ডক, মারগদ্বীপ, কোলগিরি, সুরভিপট্টন, তাম্রদ্বীপ, পাণ্ড্য, দ্রাবিড়, উড্র, কেরল, অন্ধ্র, তালবন, কলিঙ্গ, উষ্ট্রকর্ণিক, কচ্ছ, রোহীতক, মরুদেশ, শৈরীষক, মহেত্থ, অম্বষ্ঠ, মালব, পঞ্চকর্পট, মধ্যমকেয়, বাটধান, দ্বিজ, পুষ্করারণ্য, পঞ্চনদ, উত্তরজ্যোতিষ, দিব্যকট, দ্বারপাল, রামঠ, হারহূণ, দ্বারকা, কুরুজাঙ্গল, বোধ, সুকুট্য, সৌবল্য, কুন্তল, করুষ, উত্তম, মেখল, কৌঙ্গিজ, নৈকপৃষ্ঠ, ধুরন্ধর, সোধ, ভুজিঙ্গ, কাশর, অপর কাশর, জঠর, কুকুর, কুন্তি, অপরকুন্তি, গোহ্নত, মন্ধক, ষণ্ড, বিদর্ভ, রূপবাহিকা, অশ্মক, পাংশুরাষ্ট্র, গোপরাষ্ট্র, করীত, অধিরাজ্য কুলাথ, কেবর, মল্লরাষ্ট্র, বারপাশ্যাপবাহ, চক্র, বক্রাতপ, শক, স্বক্ষ, মলয়, যক্ক-লোম, সুদেল্ল, মাহিক, শাঙ্গিক, আভীর, বাহীক, প্রহার, অপরান্ত, পরান্ত, পহ্লব, চর্ম্মমণ্ডল, শিখর, মেরুভূত, মারিষ, উপাবৃত্ত, স্বরাষ্ট্র, কুট্ট, পরান্ত, মাহেয়, সামুদ্রনিষ্কুট, অঙ্গমলজ, মানবর্জক, মহ্যুত্তর, ভার্নব, ভার্গ, কিরাত, যামুন, নৈঋত, নিষাধ, দুর্গল, প্রতিমাস্য, তীরগ্রহ, ঈজক, কন্যকগুণ, সমীর, মধুমত্ত, সুকন্ধক, সিন্ধুসৌবীর, গান্ধার, দর্শক, উতূল, শৈবাল, বানর, দর্ব্বী, ভ্রাতজাম, রথোরগ, বাহুবাধ, কৌরব্য, সুমল্লিক, বঙ্ক্ষু, করীষক, বাতায়ন, রোমা, কুশবিন্দু, কক্ষ, গোপালকক্ষ, বর্ব্বর, কুরুবর্ণক, সিদ্ধ, সৈসিতক, পার্ব্বতীয়, প্রাচ্য, মুষিক, বনরাসক, কর্ণাটক,

মাহিষক, বিকল্য, ঝিল্লিক, সৌহৃদ, নলকানন, কৌকুট্টক, চোল, কোঙ্কণ, মালবানক, সমঙ্গ, করক, কুক্কুর, মারিষ, ধ্বজিনি, শাল্বসেনি, বরু, কোকরক, প্রোষ্ঠ, সমবোহবশ, বিন্ধ্যচুলক, বল্কল, মল্লব, অপরবল্লভ, কাল, কুণ্টক, করট, স্তনবাল, সনীয়, ঘটসৃঞ্জয়, অলিন্দ, পাশিবাট, তনয়, সুনয়, দশী, কাণ্ডীক, তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, উত্তরম্লেচ্ছ, অপরম্লেচ্ছ, ক্রূর, অপগণ, পারসীক, বনায়ু, চীন, মহাচীন । *

নদ ও নদী সকল ঃ—

সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, নর্ম্মদা, বাহুদা, মহানদী, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, দৃশদ্বতী, বিপাশা, বিপাপা, স্থূলবালুকা, বেত্রবতী, কৃষ্ণবেণী, ইরাবতী, বিতস্তা, পয়োষ্ণী, দেবিকা, বেদস্মৃতা, বেদবতী, ত্রিদিবা, ইক্ষুশালিনী, করীষিণী, চিত্রবহা, চিত্রসেনা, গোমতী, ধূতপাপা, গণ্ডকী, কৌশিকী, নিশ্চিতা, কৃত্যা, নিচিতা, লোহতারিণী, রহস্যা, শতকুম্ভা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, চন্দ্রভাগা, হস্তিসোমা, দিক্, শরাবতী, পরা, ভীমরথা, কাবেরী, চুলুকা, বীণা, শতবলা, নীবারা, মহিতা, সুপ্রয়োগা, পবিত্রা, কুণ্ডলা, রজনী, পুরমালিনী, পূর্ব্বাভিরামা, বীরা, ভীমা, ওঘবতী, পলাশিনী, পাপহরা, মহেন্দ্রা, পাটলীবতী, অসিক্নী কুশচীরা, মকরী, প্রবরা, মেনা, হেমা, ধৃতবতী, পুরাবতী, অনুষ্ণা, শৈব্যা, কাপী, সদানীরা, অধৃষ্যা, কুশধারা, সদাকান্তা, শিবা, বীরবতী, বাস্তু, সুবাস্তু, গৌরী, কম্পনা, হিরণ্বতী, বরা, বীরঙ্করা, পঞ্চমী, রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, বিশ্বামিত্রা, কপিঞ্জলা, উপেন্দ্রা, বহুলা, কুচীরা, মধুবাহিনী, বিনদী, পিঞ্জলা, তুঙ্গবেণা, বিদিশা, কৃষ্ণবেন্না, তাম্রা, কপিলা, শলু, সুবামা, বেদাশ্বা, হরিগ্রাবা, শীঘ্রা, পিচ্ছলা, ভারদ্বাজী, কৌশিকী, নিম্নগা, শোণা, বাহুদা, চন্দ্রমা, দুর্গা, অন্তঃশিলা, ব্রহ্মবোধ্যা বৃহদ্বতী, যবক্ষা, রোহী, জাম্বুনা, সুরসা, তমসা, দাসী, বসা, বরুণা, অসী, নালা, ধৃতিমতী, পূর্ণাশা, তামসী, বৃহতী, ব্রহ্মমেধ্যা, সদানীরাময়া, মন্দগা, মন্দবাহিনী, ব্রহ্মাণী, মহাকেতা, চিত্রোপলা, চিত্ররথা, মঞ্জুলা, বাহিনী, মন্দাকিনী,

* Vide সভাপর্ব্ব ও ভীষ্মপর্ব্ব।

বৈতরণী, কোশা, মুক্তিমতী, অলিঙ্গা, পুষ্পবেণী, উৎপলাবতী, লৌহিত্য, করতোয়া, বৃষকা, কুশরী ঋষিকুল্যা, মারিষা, পুণ্যা, মন্দাকিনী। *

পর্ব্বত সকল—হিমালয়, কৈলাস, মৈনাক, মন্দর, গন্ধমাদন, ইন্দ্র-পর্ব্বত, অমর পর্ব্বত, মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান্, ঋক্ষপর্ব্বত, বিন্ধ্য, পারিপাত্র, গোশৃঙ্গ, ভোগবন্ত, নীলাচল, রৈবতক, বিন্ধ্যাচল ইত্যাদি। এই সকল পর্ব্বতে মদমত্ত হস্তি-সকল ধৃত হইত এবং সুবর্ণ, রজত, হীরক, পদ্মরাগ, নীলকান্ত, বৈদুর্য্য প্রভৃতি মণির আকর ছিল। †

এইক্ষণ আমরা মহাভারতোক্ত কালীন ভারতের অন্তর্বাণিজ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব।

মহাভারতোক্তকালে যে, ভারতের অন্তর্বাণিজ্যের ভূয়সী উন্নতি হইয়াছিল, তাহা উহার আভ্যন্তরিক অবস্থা সম্বন্ধীয় বিবরণ-সকল পাঠ করিলেই বিলক্ষণ উপলব্ধি হইয়া থাকে। কারণ, বাণিজ্যের বিশিষ্ট শ্রীবৃদ্ধি না থাকিলে তাৎকালিক ভারতের তাদৃশী সমৃদ্ধি হইতে পারিত না।

সভাপর্ব্বে লিখিত আছে যে, দেবর্ষি নারদ ময়দানব-নির্ম্মিত অভূতপূর্ব্ব মহা সভা পরিদর্শনার্থ ইন্দ্র-প্রস্থে সমাগত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন তদ্দ্বারা বিলক্ষণ উপলব্ধি হয় যে, তাৎকালিক ভারতে শৌর্য্য, বীর্য্য, বাণিজ্য, ঐশ্বর্য্য এবং রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজ-নীতি প্রভৃতি উন্নতির শেষ সীমায় সমুত্থিত হইয়াছিল। দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, "আপনি কি লাভের জন্য দূরদেশ হইতে সমাগত বণিক্‌দিগের নিকট হইতে শুল্ক-সংগ্রাহক কর্ম্ম-চারিগণ দ্বারা যথোক্তরূপ শুল্ক আদায় করাইয়া থাকেন? আপনি কি সূত্রগ্রন্থ-সকল এবং হস্তি-সূত্র, অশ্ব-সূত্র, রথ-সূত্র-সকল পাঠ করিয়া থাকেন? হে ভরতর্ষভ! আপনি কি গৃহে ধনুর্ব্বেদ-সূত্র, নগররক্ষার্থ যন্ত্র-

* Vido ভীষ্মপর্ব্ব। পাঠক, মহাভারতীয় কালের দেশ ও নদ নদীর নাম জানা আবশ্যক, তাই নাম গুলি উল্লিখিত হইল।

† "বিন্ধ্যপর্ব্বতজৈর্মত্তৈঃ পূর্ণা হৈমবতৈরপি।
মদান্বিতৈরতিবলৈর্মাতঙ্গৈঃ পর্ব্বতোপমৈঃ॥"

রামায়ণ—বালকাণ্ড ৬।২৩।

সূত্র-সকল অভ্যাস করিয়া থাকেন? আপনি কি সমস্ত অস্ত্র, ব্রহ্মদণ্ড ও শত্রুনাশক বিষ যোগ-সকল জ্ঞাত আছেন?" ইত্যাদি ইত্যাদি। *

বণিক্‌গণ অশ্ব, অশ্বতর, হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ-প্রভৃতি পশুর পৃষ্ঠোপরি পণ্যদ্রব্যজাত সমারোহিত করিয়া স্থল-পথে ভারতের মধ্য ও প্রান্তস্থিত এবং তদ্বহিঃস্থিত বিবিধ দেশ-প্রদেশে যাইয়া বাণিজ্য কার্য্য-সকল নির্ব্বাহিত করিত।

বণিকেরা পোতযোগে পূর্ব্বোক্ত নদ নদী-সকল বাহিয়া ভারতের নানা দেশ ও প্রদেশে যাইয়া বাণিজ্য কার্য্য-সকল নির্ব্বাহিত করিত। তৎকালীন ভারতে যে সুবৃহৎ পোতের ব্যবহার ছিল, তাহার নিদর্শন মহাভারতেই উল্লিখিত আছে। যৎকালে বারণাবতনগরস্থিত জতুগৃহ হইতে পলায়িত সমাতৃক পাণ্ডবগণ গঙ্গা পার হইবার নিমিত্ত ভাগীরথী-তীরে উপনীত হইলেন, তৎকালে মহামতি বিদুর কুন্তীদেবীকে একখানি বৃহৎ পোত দেখাইয়া বলিলেন যে, এই নৌকা বাতসহা, অর্থাৎ প্রবল বাত্যা ইহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। ইহা যন্ত্র-যুক্তা, অর্থাৎ ইহা কলের সাহায্যে চলে, ইহা পতাকা-বিশিষ্টা অর্থাৎ ইহা পাইলের সাহায্যে চলে, জলপথে উপযুক্ত ঝটিকা ও তরঙ্গ উহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। হে কল্যাণি! আপনি এই নৌকা দ্বারা [গঙ্গা পার হইয়া] পুত্রগণের সহিত মৃত্যুপাশ হইতে রক্ষা পাইবেন। †

স্থল-পথে বৈদেশিক বাণিজ্য, যবন ও শকাদিজাতীয় জনগণের সহিত চলিত। মহাভারতের অনুশাসনিক পর্ব্বে কথিত আছে যে, যবন, শক, কাম্বোজ, মেকল, দ্রবিড়, লাট, পৌণ্ড্র, কোম্বশিব, শৌণ্ডিক,

* "কচ্চিদভ্যাগতা দূরাদ্ বণিজোলাভকারণাৎ। যথোক্তমবহার্য্যন্তে শুল্কং শুল্কোপজীবিভিঃ॥ কচ্চিৎ সর্ব্বাণি সূত্রাণি গৃহ্ণাসি ভরতর্ষভ। হস্তি-সূত্রাশ্ব-সূত্রাণি রথ-সূত্রাণিবাবিভো॥ কচ্চিদভ্যস্যতে সম্যক্ গৃহেতে ভরতর্ষভ। ধনুর্ব্বেদস্য সূত্রংবৈ যন্ত্র-সূত্রঞ্চ নাগরং কচ্চিদস্ত্রাণি সর্ব্বাণি ব্রহ্মদণ্ডশ্চ তেঽনঘ। বিষযোগস্তথা সর্ব্বে বিদিতাঃ শত্রুনাশকাঃ॥"

Vide মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

† "ততো বাতসহাং নাবং যন্ত্র-যুক্তাং পতাকিনীং। ঊর্ম্মি-মালাং দৃঢ়াং কৃত্বা কুন্তীমিদমুবাচহ॥ ইয়ং বারিপথে যুক্তা তরঙ্গ-পবন-ক্ষমা। নৌর্যয়া মৃত্যুপাশাত্বং সপুত্রা মোক্ষ্যসে শুভে॥"

Vide মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

দরদ, দর্ব্ব, চৌর, শবর, বর্ব্বর, কিরাত প্রভৃতি অনার্য্য জাতীয় লোকেরা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল, ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া ব্রাহ্মণের অদর্শনহেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। *

উল্লিখিত যবনাদি অনার্য্য জাতীয় লোকদিগের সহিত ভারতীয় বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। ভারতবর্ষ হইতে বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য, গন্ধদ্রব্য, কার্পাস বস্ত্র, সূক্ষ্মবস্ত্র, হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত দ্রব্য, অজিন, গো, চর্ম্ম, [ঢাল] বিবিধশস্ত্র ও অস্ত্র, চন্দন, সূক্ষ্মবস্ত্র, সুবর্ণ, রজত, হীরক, বৈদুর্য্যাদি মণি বিদেশে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হইত।

গান্ধার, পারসীক এবং বনায়ু দেশ-সমূহ হইতে শুভ্রবর্ণ উৎকৃষ্ট অশ্ব-সকল বাণিজ্য যোগে ভারতবর্ষে আনীত হইত। † হিমালয়ের উত্তরদিগ্‌বর্ত্তী হাটকাদি দেশ-সকল হইতে তিত্তিরিকল্মাষ ও মণ্ডূক-নামক উৎকৃষ্ট ঘোটক-সমূহ ক্রীত হইয়া ভারতে আনীত হইত। শক-প্রভৃতি অনার্য্য জাতীয় লোকদিগের সহিত বাণিজ্যযোগে মেষলোমজ, রঙ্কুমৃগ-লোমজাত [শাল] কীটজ ও পট্টজ বিবিধ বস্ত্র এবং কোমল মৃগচর্ম্ম, বিবিধ রস ও রত্ননিচয় ভারতে আনীত হইত। বাহ্লীকাদি প্রদেশ হইতে বাণিজ্যযোগে ভারতে আনীত যুদ্ধাশ্ব-সকল অত্যুৎকৃষ্ট। মহাভারতের সভাপর্ব্বে ঐ সকল অশ্ব সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, তাহারা "কৃষ্ণগ্রীব, মহাকায়, দূরপাতী, বঙ্‌ক্ষুতীর-সমুদ্ভূত, ইন্দ্রগোপবর্ণাভ (সিঁদুরে পোকার রং), শুক্লবর্ণ, মনোজব, ইন্দ্রায়ুধনিভ, সন্ধ্যাভ্র-সদৃশ ও নানাবর্ণ-বিশিষ্ট।"

সিংহল দ্বীপ হইতে বৈদুর্য্যরত্ন, মুক্তা এবং আস্তরণপট ভারতে আনীত হইত।

বাস্তবিক, মহাভারতোক্তকালে বৈদেশিক জাতি-নিচয়ের সহিত

* "শকা যবনকাম্বোজা স্তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্বং পরিগতা—ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥"
"মেকলা দ্রবিড়ালাটাঃ পৌণ্ড্রাঃ কোম্বশিবাস্তথা। শৌণ্ডিকা দরদাদার্ব্বাশ্চৌরাঃ শবর-বর্ব্বরাঃ।
কিরাতা যবনাশ্চৈব তাস্তাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। বৃষলত্ব মনুপ্রাপ্তা ব্রাহ্মণানামদর্শনাৎ॥"
vide—মহাভারত—অনুশাসনিক পর্ব্ব।

† কাম্বোজ বিষয়ে জাতৈ র্বাহ্লীকৈশ্চ হয়োত্তমৈঃ। বনায়ুজৈর্নদীজৈশ্চ পূর্ণা হরিহয়োত্তমৈঃ।
রামায়ণ—বালকাণ্ড ৬।১২

ভারতীয় বাণিজ্যের যৎপরোনাস্তি উন্নতি হইয়াছিল এবং বৈদেশিক যবন ম্লেচ্ছাদি জাতি-সমূহের সহিত বিলক্ষণ সংমিশ্রণও ঘটে। কুরু-ক্ষেত্র মহাসমরে যবন ও ম্লেচ্ছ ভূপতিগণ রাজা দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বী হইয়াছিল। এমন কি, রাজা দুর্য্যোধনের পুরোচন-নামক ম্লেচ্ছজাতীয় এক মন্ত্রী ছিলেন, তিনি জতু-গৃহে দগ্ধ হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। * তৎ-কালে ভূপালবর্গকে বিশেষতঃ রাজমন্ত্রিগণকে ম্লেচ্ছাদি নানাবিধ ভাষা জানিতে হইত। মহাত্মা বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় রাজা যুধিষ্ঠিরকে পুরোচন নির্ম্মিত জতুময় গৃহের কথা সঙ্কেতে জানাইয়াছিলেন। † ম্লেচ্ছ ও যবনগণ মহাবল ও পরাক্রান্ত ছিল। কথিত আছে যে, সৌবীর, বিতুল বা সুমিত্র নামে এক যবন নৃপতি অতিশয় বল-সম্পন্ন ও কৌরব-গণের প্রতি সদা অভিমান-যুক্ত ছিল। মহাবীর পাণ্ডুও তাহাকে বশে আনিতে পারিয়াছিলেন না, ধনঞ্জয়-প্রমুখ পাণ্ডুনন্দনেরা তাহাকে সমরে নিহত করিয়াছিলেন। ‡

হিমালয়ের উত্তরভূভাগবাসী শকাদি জাতীয় লোকেরা পুরাণাদি শাস্ত্রে অসুর দৈত্য ও দানব ইত্যাদি অনার্য্য নামে অভিহিত হইয়াছিল। তাহারা যেমন মহাবল পরাক্রান্ত, তেমনি আবার ধনী ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে লিখিত আছে যে, পাণ্ডবগণ কুরু-ক্ষেত্র মহাসমরের পর পাপক্ষয়ার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়া হিমালয়ের উত্তরদেশবর্ত্তী ভূভাগ হইতে অসংখ্য হয়, হস্তী, হস্তিনী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, শকট, রথ, ও ভৃত্যালোক এবং বহু সহস্রভার ধন রত্নাদি আনয়ন করিয়াছিলেন। §

* "সচ ম্লেচ্ছাধমঃ পাপী দগ্ধস্তত্র পুরোচনঃ। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

† "কিঞ্চিচ্চ বিদুরেণোক্তো ম্লেচ্ছবাচাসি পাণ্ডব। ত্বয়াচ তত্তথেত্যুক্ত মেতদ্বিশ্বাস কারণম্। Ibid.

‡ সো (সৌবীরঃ—বিতুলঃ—সুমিত্রঃ) হ্যর্জ্জুনেন বশংনীতো রাজাসীদ্‌যবনাধিপঃ। অতীববল-সম্পন্নঃ সদামানী কুরূন্‌প্রতি। অর্জ্জুনপ্রমুখৈঃ পার্থৈঃ সৌবীরঃ সমরে হতঃ। নশশাক বশে কর্ত্তুং যং পাণ্ডুরপি বীর্য্যবান্।" Ibid.

§ "ষষ্টিরুষ্ট্র-সহস্রাণি শতানিদ্বিগুণাহয়াঃ। বারণাশ্চ মহারাজ সহস্রশতসম্মিতাঃ। শকটানি রথাশ্চৈব তাবদেব করেণবঃ। খরাণাং পুরুষাণাঞ্চ পরি-সংখ্যা নবিদ্যতে। এতদ্বিত্তং তদভবদ্ যমুদ্দধ্রে যুধিষ্ঠিরঃ। ষোড়শাষ্টৌ চতুর্বিংশ সহস্রং ভার লক্ষণম্।"

Vide মহাভারত—অশ্বমেধপর্ব্ব।

পরন্তু ইন্দ্রপ্রস্থে (বর্ত্তমান দিল্লি) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যে অভূতপূর্ব্বা মহতী সভা শিল্পিপ্রবর ময়দানব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই মহা-সভার সমস্ত উপকরণই হিমালয়ের উত্তর দিগ্‌বর্ত্তী প্রদেশ হইতে আনীত হইয়াছিল। মহাভারতের সভাপর্ব্বে লিখিত আছে যে, ময়-নামক দানব শিল্প নৈপুণ্যে দক্ষ ছিলেন। তিনি ধর্ম্মাবতার যুধিষ্ঠিরের সভা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরে মৈনাক পর্ব্বতের সম্মুখে পূর্ব্বকালে অসুরেরা যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইলে আমি সত্যসন্ধ বৃষপর্ব্বা নামক অসুরের সভায় বিচিত্র মণিময় রমণীয় ভাণ্ড বিন্দু-নামক সরোবরের নিকট প্রস্তুত করিয়াছিলাম, হে ভারত! যদি সেই ভাণ্ড এইক্ষণ তথায় থাকে, তবে আমি উহা লইয়া আসিব। *

অনন্তর ময়দানব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দানবরাজ বৃষপর্ব্বার অধিকৃত স্ফটিকময় সভা নির্ম্মাণোপযোগী সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী, মহতী গদা, দেবদত্ত শঙ্খ ও কিঙ্করগণরক্ষিত ধনরত্নাদি লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যা-বৃত্ত হইয়াছিলেন।

যিনি কৌরবগণের জলবিহার, অস্ত্রশিক্ষা, পরীক্ষার্থ রঙ্গভূমি, রাজ-সূয় যজ্ঞীয় সভা, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা, দ্বারকাপুরী এবং ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের সুখসমৃদ্ধি সম্বন্ধীয় বর্ণনাগুলি পাঠ করিয়াছেন, তিনি বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, মহাভারতোক্তকালে ভারত কি ধনরত্নে কি শিল্প বাণিজ্যে, কি জ্ঞান বিজ্ঞানে, কি শৌর্য্য বীর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে, পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ছিল। এস্থলে কেবল মাত্র ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণ-নাটী প্রদত্ত হইল, এতদ্দ্বারা তৎকালীয় ভারতে রাজধানীর সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বিলক্ষণরূপে প্রকটিত হইবে:—

সেই ইন্দ্রপ্রস্থ নগর তীক্ষ্ণ অঙ্কুশাস্ত্র ও শতঘ্নী-সমূহ (তোপ?) দ্বারা এবং বিবিধ যন্ত্র ও লৌহময় মহাচক্র-নিচয় দ্বারা পরিশোভিত ছিল।

* উত্তরেষুচ কৈলাসং মৈনাক-পর্ব্বতং প্রতি। যিযক্ষমাণেষু পুরা দানবেষু ময়াকৃতম্। চিত্রং মণিময়ং ভাণ্ডং রম্যং বিন্দুসরঃ প্রতি। সভায়াং সত্যসন্ধস্য যদাসীদ্ বৃষপর্ব্বণঃ। আগমিষ্যামি সংগৃহ্য যদি তিষ্ঠতি ভারত।" Vide মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

হে রাজন্! সমগ্র বেদ-বিদগ্রগণ্য এবং সর্ব্বভাষাভিজ্ঞ দ্বিজগণ সেই নগরে বাস করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন। নানাদিক্ হইতে ধনার্থী বণিকেরা সেই স্থানে আসিয়াছিল। সমস্ত শিল্পপারদর্শী লোকেরা সেই নগরে বাস করিবার জন্য সমাগত হইয়াছিল।*

তৎকালে সমস্ত নগরেই শিল্পী ও বণিক্‌গণ বাস করিত। যৎকালে রাজা ধৃতরাষ্ট্র চরমকালে বনে গমন করেন, তৎকালে হস্তিনাপুর হইতে শিল্পী, বণিক্, বৈশ্য এবং কর্ম্মোপজীবী লোকেরা তাঁহাকে অগ্রে করিয়া নগর বহির্গত হইল। †

পূর্ব্বে যে সকল বিষয় প্রদর্শিত হইল, ঐ সমস্ত দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মহাভারতোক্তকালে, ভারতে স্থল পথে ও জলপথে অন্তর্বাণিজ্য এবং স্থলপথে বহির্বাণিজ্য উন্নতির শেষ সীমায় উত্থিত এবং তৎকালে ভারত, ধনধান্যে, ঐশ্বর্য্যে, শৌর্য্যে বীর্য্যে পৃথিবী মধ্যে অতুলনীয় হইয়াছিল।

পর প্রবন্ধে আমরা দেখাইব যে, মহাভারতোক্তকালে জলপথে বহির্বাণিজ্যেরও ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

যাঁহারা বলেন যে, হিন্দুরা কোন কালেই সমুদ্রযাত্রা করে নাই—তাহারা পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় কেবল স্বদেশ-মধ্যেই চিরকাল আবদ্ধ থাকিত, তাঁহারা হিন্দুদিগের শাস্ত্র সম্যক্ আলোচনা করেন নাই বলিলে অনুচিত হইবে না। আমরা ইতঃপূর্ব্বে যথাক্রমে বৈদিককালে ও রামায়ণোক্তকালে হিন্দুদিগের সমুদ্রপথে গমনাগমন দেখাইয়াছি, এইক্ষণ মহাভারতোক্তকালেও যে হিন্দুরা সমুদ্রযাত্রা করিতেন, তাহার নিদর্শন সকল নিম্নে প্রকটিত হইল :—

১। দ্রোণপর্ব্বের একস্থানে লিখিত আছে যে, হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ মহা-

---

* "তীক্ষ্ণাঙ্কুশ শতঘ্নীভির্যন্ত্রজালৈশ্চ শোভিতম্। আয়সৈশ্চ মহাচিত্রৈঃ শুশুভেতৎ পুরোত্তমং ॥
তত্রাগচ্ছন্ দ্বিজারাজন্ সর্ব্ববেদ-বিদাম্বরাঃ। নিবাসং রোচয়ন্তিস্ম সর্ব্বভাষাবিদস্তথা ॥

Vide মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

† "শিল্পিনো বণিজোবৈশ্যাঃ সর্ব্বে কর্ম্মোপজীবিনঃ। তে পার্থিবং পুরস্কৃত্য নির্যযুর্নগরাদ্বহিঃ ॥"

Vide মহাভারত—স্ত্রী-পর্ব্ব।

রাজ! যেমন নাবিকগণ সমুদ্রে নৌকা ভগ্ন হইলে সময়ে কোন দ্বীপ পাইয়া সুখী হয়—। *

২। দ্রোণপর্ব্বের অপর একস্থানে উক্ত আছে যে, যেমন মহা-সমুদ্রে নৌকা চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রবলবাত্যা দ্বারা আহত হইয়া ভগ্ন হয়—। †

৩। যেমন বণিক্‌গণ নৌকা ভগ্ন হইলে ক্ষুদ্র তরণি-বিহীন হইয়াও অপার জলধিপার হইতে ইচ্ছা করে, তেমনি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হস্তী হত হইলে—। ‡

৪। যেমন ভগ্ন-তরণীর বণিক্‌গণকে অপর নৌকা-সকল দ্বারা সমুদ্র হইতে উদ্ধার করিতে হয়, তেমনি দ্রৌপদী-নন্দনেরা কর্ণরূপ-সাগরে নিমগ্ন নিজ মাতুলগণকে সুকল্পিত রথ-সমূহ দ্বারা উদ্ধার করিলেন। §

৫। বণিক্ যেমন সমুদ্র হইতে যথার্থ ধনলাভ করিয়া থাকে, তেমনি নর-সাগরে কর্ম্মের বিশিষ্ট জ্ঞান হইতে জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। ||

আমরা অতি সংক্ষেপে স্থল ও জলপথে ভারতীয় বাণিজ্যের বিষয়-মাত্র উল্লেখ করিব।

স্থলপথে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য তিনটী পথ দ্বারা সম্পাদিত

* "ভিন্ননৌকা যথারাজন্ দ্বীপমাসাদ্য নিবৃতাঃ।
ভবন্তি পুরুষব্যাঘ্র নাবিকাঃ কালপর্য্যয়ে॥" ঐ

Vide দ্রোণপর্ব্ব।

† "বিষগ্‌বাতহতা রুগ্না নৌরিবাসীন্মহার্ণবে।"

‡ "বণিজোনাবিভিন্নাবা—হ্যগাধেহপ্লবা যথা।
অপারে পারমিচ্ছন্তো হতে দ্বিপে কিরীটিনা॥"

Vide কর্ণপর্ব্ব

§ "নিমজ্জত স্তানথ কর্ণ-সাগরে
বিপন্ননাবো বণিজো যথার্ণবাৎ॥
উদ্দধ্রিরে নৌভিরিবার্ণবা দ্রথৈঃ
সুকল্পিতৈর্দ্রৌপদীজাঃ স্বমাতুলান্॥ ঐ

|| "বণিক্ যথা সমুদ্রাদ্বৈ যথার্থং লভতে ধনম্।
তথা মর্ত্ত্যার্ণবে জন্তোঃ কর্ম্মবিজ্ঞানতো গতিঃ॥ Vide শান্তিপর্ব্ব

হইত। (১) ভারতীয় বণিক্‌গণ সিন্ধুনদ পার হইয়া বাহ্লীক, হাটক, চীন, মহাচীন, উত্তরকুরুবর্ষ প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। (২) বণিক্‌গণ সিন্ধুনদ পার হইয়া বঙ্‌ক্ষু (Oxus) নদীতীরস্থিত ও কাস্পীয়ান্ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী দেশ-সমূহে বাণিজ্য করিতে যাইত। (৩) বণিক্‌গণ সিন্ধুনদ পার হইয়া পারসীক, বনায়ু প্রভৃতি দেশে পণ্যদ্রব্য-জাত লইয়া বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। যে সকল পণ্যদ্রব্য লইয়া উক্তরূপ বাণিজ্য নির্ব্বাহিত হইত, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য দ্বারা তৎকালীন ভারতের যে কীদৃশ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত হইলেও, যেমন শ্রীরামচন্দ্র অরণ্যাগত মহাত্মা ভরতকে দেখিয়া রাজ্যশাসনাদি সম্বন্ধে প্রশ্নাদি করণ দ্বারা তৎকালীন ভারতের সমগ্র উন্নতির বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তেমনি দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভায় আগমন করিয়া প্রশ্নচ্ছলে তাৎকালিক ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি-প্রভৃতি এবং ভারতের আভ্যন্তরিক সুখ সমৃদ্ধির বিলক্ষণ আভাস প্রদান করিয়াছিলেন।

জলপথে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য তিনটী পথদ্বারা সম্পাদিত হইত। (১) সাংযাত্রিকেরা ভারত হইতে পণ্যদ্রব্যজাত লইয়া সমুদ্র-পথে পারসীক ও বনায়ু প্রভৃতি দেশে এবং শোকত্রদ্বীপে ও সূর্য্যারিকা (Africa) মহাদেশস্থিত মিশ্র (মিশর) প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। (২) পোত-বণিকেরা সিন্ধুনদ বাহিয়া ভারতসাগরোপকূলবর্ত্তী সৌরাষ্ট্র, গুর্জ্জর, চোল, কেরল, পাণ্ড্য, কোঙ্কিণ, কাঞ্চী-প্রভৃতি দেশে বাণিজ্যার্থ যাইত এবং এই সকল দেশ হইতে আবার বাণিজ্য দ্রব্য-সকল উক্তপথে প্রথমতঃ সিন্ধুনদ-তীরস্থিত দেশসমূহে ও তথা হইতে ভারতের মধ্যবর্ত্তী দেশ-সকলে আনীত হইত। (৩) বণিকেরা ভারত-মহাসাগরোপকূলবর্ত্তী দেশ-সমূহ হইতে পোতযোগে পণ্যদ্রব্য-সকল লইয়া সিংহল, মল্ল-প্রভৃতি দ্বীপে ও পূর্ব্বোপদ্বীপে এবং ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্যার্থ গমন করিত। এইক্ষণে আমরা মহাভারতোক্ত কালের শিল্পাদি বিষয়ের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়া মহা-ভারতীয় কালের বাণিজ্যবিষয়ক প্রস্তাবটী শেষ করিব;

বাণিজ্য-তরুর মূল কৃষি, উহার পুষ্প ও ফলাদি শিল্পাদি বিদ্যা। মহা-ভারতোক্তকালে ভারতে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও শিল্পাদি বিদ্যার যৎ-পরোনাস্তি উন্নতি হইয়াছিল। এমন কি, তৎকালে ভারত-বহির্ভূত দেশসমূহবাসী অনার্য্য জাতীয় লোকেরাও শিল্পাদি বিদ্যায় সুদক্ষ ছিল। শিল্পি-প্রবর ময়দানবের শিল্প-নৈপুণ্য মহাভারতের সভাপর্ব্বে বিশেষ-রূপে বর্ণিত রহিয়াছে। হিমালয়ের উত্তর দেশবাসী বৃষপর্ব্বাদি দানব-গণের সভাগৃহ প্রভৃতিতে এতাদৃশ চমৎকারজনক শিল্প-সম্ভার ছিল যে—শিল্পাচার্য্য ময়দানব সেই সমস্ত উপকরণ দ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব্ব সভাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ সভাগৃহ এরূপ চমৎকারজনক হইয়াছিল যে, দেবর্ষি নারদ উহা দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, মনুষ্যলোকে এতাদৃশী মণিময়ী সভা কখন কেহ দর্শন করে নাই বা শ্রবণ করে নাই। *

মহাভারতের সভাপর্ব্বে ময়দানব-নির্ম্মিত সভাগৃহের শিল্পচাতুর্য্য সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহার কিঞ্চিৎ নিদর্শন নিম্নে প্রদর্শিত হইল ঃ—

মহারাজ দুর্য্যোধন রাজসূয়-সভায় এক স্ফটিকময় স্থলে উপস্থিত হইয়া জলভ্রমে আপনার পরিহিত বস্ত্র উৎক্ষিপ্ত করিয়া উত্তরণ মানসে উহাতে পদবিক্ষেপ করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিষণ্নমনে তথা হইতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগি-লেন। অনন্তর তিনি সভার কোন স্থানে স্থলভ্রমে স্ফটিকবৎ নির্ম্মল জলপূর্ণ ও বিকসিত শতদল-শোভিত সরোবর-জলে নিপতিত হইলে ভীমসেন অট্টহাস্য করিয়াছিলেন। পরে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানু-সারে ভৃত্যেরা তাঁহাকে পরিধানার্থ উৎকৃষ্ট বস্ত্র আনিয়া প্রদান করিল। তিনি পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় স্থলভাগে জলের আশঙ্কা এবং জলভাগে স্থলের আশঙ্কা করিয়া অতি সাবধানে পাদবিক্ষেপ করিতেছেন দেখিয়া

* মানুষেষুন মে তাত ! দৃষ্টপূর্ব্বা নচশ্রুতা।
সভা মণিময়ী রাজন্ ! যথেয়ং তব ভারত।
Vide সভাপর্ব্ব।

পাণ্ডবেরা উপহাস করিতে লাগিলেন। তিনি উপহাসে মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাদের প্রতি আর দৃষ্টিপাত করিলেন না।

এইরূপে রাজা দুর্য্যোধন স্ফটিকময় সভা কুট্টিমে প্রতারিত হইয়া স্ফটিক ভিত্তিতে দ্বার বিবেচনায় প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে মস্তকে কঠিন আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। স্থলান্তরে উদ্ঘাটিত স্ফটিক-কপাট মুক্ত দ্বার দেশে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বিড়ম্বনা বোধে প্রবেশ করিতে বিরত হইলেন। *

রাজসূয়-সভার এই বর্ণনাটী অতিরঞ্জিত নহে; কেননা, রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ংই মনোদুঃখে পিতার নিকট বলিয়াছিলেন যে, "আমি সেই রাজ-সূয় সভা-মধ্যে ময়দানব-নির্ম্মিত বিন্দুসরোবরানীত রত্ন-খচিত এক স্ফটিকময় স্থলে পদ্মযুক্ত বারিপূর্ণ সরোবর ভ্রমে পরিহিত বসন উৎকর্ষণ করিলে ভীমসেন অট্টহাস্য করিয়াছিল। †

যৎকালে পাণ্ডবেরা মাতার সহিত বারণাবত-নগরে পুরোচন-নির্ম্মিত জতুময় গৃহে বাস করিতেছিলেন, তৎকালে মহামতি বিদুর কর্ত্তৃক প্রেরিত শিল্প-প্রবর একজন খনক সেই জতুগৃহে একটী অনতি-বৃহৎ সুরঙ্গ এমন কৌশল ক্রমে নির্ম্মাণ করিয়াছিল যে, রাত্রিকালে জননীর সহিত পাণ্ডবগণ ঐ সুরঙ্গ মধ্যে বাস করিতেন, এবং পরি-শেষে সেই সুরঙ্গ-পথে পাণ্ডবেরা মাতৃ-সমভিব্যাহারে অদৃষ্টভাবে গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ঐ সুরঙ্গটী জতু-গৃহ-মধ্যস্থিত ও কপাটযুক্ত এবং ভূমির সহিত সংলগ্ন ছিল। উহা সমাতৃক পাণ্ডবগণ ভিন্ন অন্য কেহ জানিতে পারিয়াছিল না। ‡

হায়, ভারতে আর সে কারুকার্য্য কোথায়! কোথায় সে শিল্প-চাতুরী! কোথায় সে শিল্পী! "তেহিনো দিবসা গতাঃ"—সে দিন

* Vide সভাপর্ব্ব।

† "কৃতাং বিন্দুসরোরত্নৈর্ময়েন স্ফটিকচ্ছদাম্। অপশ্যং নলিনীং পূর্ণাং উদকস্যেব ভারত। বস্ত্রমুৎকর্ষতিময়ি প্রাহসৎ স বৃকোদরঃ॥" সভাপর্ব্ব।

‡ "চক্রে চ বেশ্মনস্তস্য মধ্যে নাতি মহাবিলং। কপাটযুক্ত মজ্ঞাতং সমং ভূম্যাশ্চ ভারত॥ আদিপর্ব্ব।

আমাদের চলিয়া গিয়াছে! এখন ভারতবাসী সামান্য দ্রব্য দেখিয়াই বিমোহিত ও স্তম্ভিত! ভারতবাসী অন্ন-চিন্তায় সূক্ষ্মশিল্প ভুলিয়া গিয়াছে।

প্রাচীন ভারতে সম্ভ্রান্ত জাতীয় লোকেরা শিল্পকার্য্য করিতেন। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিল্পবিষয়ক অনেক গ্রন্থ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। শিল্পশাস্ত্রের অধ্যয়ন এদেশ হইতে বহুকাল হইল তিরোহিত হইয়াছে। বাণিজ্যের বাহুল্যেই শিল্পের প্রাচুর্য্য আবশ্যকীয়, সুতরাং ভারতে বাণিজ্যলোপের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-চর্চ্চাও উঠিয়া যায়। এদেশে মুসলমানগণের আগমনের বহু পূর্ব্ব হইতে বাণিজ্য লোপ আরব্ধ হয়।

অতিপূর্ব্বকালে এই ভারতবর্ষে যে সমস্ত শিল্প উন্নতি লাভ করিয়াছিল, ইয়োরোপীয় আধুনিক সভ্যজাতীয় লোকেরা সেই সকল শিল্পের পুনরুদ্ধার বা পুনঃসংস্কার করিতেছেন মাত্র। ইদানীন্তন কালে ইয়োরোপীয়েরা বাষ্পীয় যন্ত্র, ঘটিকা যন্ত্র, দূরবীক্ষণ প্রভৃতি যে সকল যন্ত্র প্রস্তুত করিতেছেন, ঐ সকল যন্ত্র এক সময় এই ভারতবর্ষে উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হইত। বিশ্বকর্ম্মাপ্রণীত "শিল্প-সংহিতা" নামক গ্রন্থ হইতে ঐ সকল বিষয়ের প্রমাণ ক্রমে উদ্ধৃত করা গেল:— এস্থলে বক্তব্য এই যে, "বিশ্বকর্ম্মা" কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে, উহা শিল্পশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির উপাধি মাত্র। বোধ হয়, দেব-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মার নামানুসারে ঐ উপাধিটী পরিগৃহীত হইয়া থাকিবে। শিল্প-সংহিতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, বিধি-নন্দন বাষ্পযোগে বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী যান নির্ম্মাণ করিলেন। ইহা আকাশমার্গে ইচ্ছামত গমন করিতে পারে। ইহা দীপ্তিমান্ ও নানা উপকরণযুক্ত। উহাই পুষ্পকরথ নামে বিদিত। *

শাল্বরাজা ময়দানব হইতে লব্ধকামগামী ধূমযুক্ত দুর্লভ যান আরোহণ করিয়া বৃষ্ণিবংশীয়দিগের বৈর স্মরণ করতঃ অর্থাৎ তাহাদের সহিত

* "বাষ্পযোগেভুবৈ যানং চকার বিধি-নন্দনঃ। অবিচ্ছেদ-গতির্যস্ত বায়ুবৎ কামগামিনম্। নানোপকরণৈর্যুক্তং ভাস্বন্তং পুষ্পকং বিদুঃ॥ শিল্পসংহিতা—১৮শ অধ্যায়।

যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দ্বারকাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। ঐ যান স্থলে, আকাশে, পর্ব্বতশৃঙ্গে ও জলে, যে কোন স্থানে চালান যাইতে পারে। *

শিল্পসংহিতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, মনুর বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা সহসা দূরদৃষ্টি জন্য স্থায়ী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সৃষ্টি করিলেন। প্রথমতঃ পলালাগ্নিতে দগ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা অধ্বংসী কাচ প্রস্তুত করিয়া তাহা পুনঃপুনঃ অগ্নি-সংস্কারে শোধন করিলেন। ঐ কাচকে নির্ম্মল জলবৎ স্বচ্ছ ও পাতন করিয়া বংশ পর্ব্বের ন্যায় এক সচ্ছিদ্র ধাতু নল-মধ্যে ও উভয় প্রান্তে পূর্ব্ব প্রস্তুত মুকুর বসাইয়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্ম্মাণ করিলেন। †

সূর্য্যসিদ্ধান্তের লিখনানুসারে জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে গ্লোব দ্বারা ভূগোল শিক্ষা প্রদান করা হইত। সময় নির্ণয়ের জন্য নানাবিধ ঘটিকা-যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। কেহ কেহ বলেন যে, থার্ম্মোমেটার, বারোমেটার-প্রভৃতি যন্ত্রও পূর্ব্বকালে প্রচলিত ছিল। দিগ্‌নির্ণয় করিবার নিমিত্ত দিগ্‌দর্শন যন্ত্র হিন্দুগণই প্রথম প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ‡

রামায়ণ ও মহাভারতে শতঘ্নী নামক অস্ত্রের বহুল উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। যদ্দ্বারা শতজনকে এককালে হত করা যায়, তাহাকে শতঘ্নী অস্ত্র কহে। গঙ্গার খাল কর্ত্তন করিবার সময় বিহাট-নামক গ্রামের নিকট ভূগর্ভে নিহিত যে একটী গ্রামের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা খ্রীষ্টের বহু-শতাব্দী পূর্ব্বের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। ঐ গ্রামে যে মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পাঁচশত খ্রীঃ পূঃ প্রচলিত অক্ষরে লিখিত ছিল। §

* "সলব্ধা কামগং যানং তমোধাম দুরাসদম্।
যযৌ দ্বারাবতীং শাল্বো বৈরং বৃষ্ণিকৃতং স্মরন্।
ক্বচিদ্ভূমৌ ক্বচিদ্ব্যোম্নি গিরি-শৃঙ্গে জলে ক্বচিৎ॥" ঐ

† "মনোর্বাক্যং সমাধায় দেবশিল্পীন্দ্র শাশ্বতম্। যন্ত্রং চকার সহসা দৃষ্ট্যর্থে দূরদর্শনং। পলালাগ্নৌ দগ্ধ মৃদা কৃত্বাকাচমনশ্বরম্। শোধয়িত্বাচশিল্পীন্দ্র নৈর্ম্মল্যং ক্রিয়তে চ তৎ। চকার জলবৎ স্বচ্ছং পাতনং সুপরিষ্কৃতম্। বংশ-প: সমাকারং ধাতুদণ্ডং প্রকল্পিতম্। তৎপশ্চাদগ্রমধ্যেষু মুকুরঞ্চ বিবেশ সঃ॥" শিল্পসংহিতা—১৮শ অঃ।

‡ "অভীষ্টং পৃথিবী গোলং কারয়িত্বাতু দারবম্। বস্ত্রাচ্ছন্নং বহিশ্চাপি লোকালোকেন বেষ্টিতম্॥ তোয় যন্ত্রং কপালাদ্যৈর্ময়ূর-নরবানরৈঃ। সসূত্র-রেণু গর্ভৈশ্চ সম্যক্ কালং প্রসাধয়েৎ॥ পারদাবাম্বু সূত্রাণি শুল্ক তৈল জলানিচ। বীজানি পাংশব স্তেষু প্রয়োগাস্তে পিচ্ছলভা। যাম্যা-দুদঘুখো নিত্যময়স্কান্তশলাকবৎ॥" সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

§ Princep's Indian Antiquities, Vol. 1.

সেই স্থানে শতঘ্নী নামক অস্ত্রও পাওয়া যায়। * এই শতঘ্নী অস্ত্রই বর্ত্তমান তোপ, ইহা বর্ত্তমান ভাবে না হইয়া অতি সামান্য ছিল। অগ্নিপুরাণে বারুদ, গুলি গোলা ও আগ্নেয়াস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। বারুদের প্রসঙ্গে মহাত্মা প্রিন্সেপ্ সাহেব বলিয়াছেন যে, বারুদ ভারতবর্ষেই প্রথমে প্রস্তুত হইয়াছিল। †

যে প্রাচীন কালে ভারত ভিন্ন পৃথিবীর অধিকাংশ ভাগ অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন ছিল, তৎকালে ভারতাকাশে জ্ঞান-সূর্য্য প্রদীপ্ত। ভারত জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শৌর্য্য-বীর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীতে অতুলিত। পুরাতন সময়ে আর্য্য মনস্বিগণ গণিত, জ্যোতিষ, জড়বিজ্ঞান, ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের চরম উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। আমরা ক্রমে কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছিঃ—(১) আর্য্যেরা যেমন দশ গুণোত্তর সংখ্যা-নিয়মের উদ্ভাবয়িতা হইয়াছিলেন, তেমনি আবার গণনার চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। বনপর্ব্বের নলোপাখ্যানে কথিত আছে যে, যৎ-কালে অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণ বাহুক-নামক বিকৃত-বেশধারী নলকে সারথি করিয়া দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বরে বিদর্ভদেশে রথারোহণে গমন করেন, পথিমধ্যে রাজা ঋতুপর্ণ বিভীতক বৃক্ষ (বহেড়া) লক্ষ্য করিয়া নলকে বলিয়াছিলেন যে, "সকল লোকে সকল বিষয় জানে না, কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহে, কোন লোকেরই সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান নাই। অত-এব আমার অন্য বিষয়ে জ্ঞান না থাকিলেও গণনা বিষয়ে বিলক্ষণ জ্ঞান আছে, দেখ—এই বিভীতক বৃক্ষে যত গুলি পত্র ও ফল আছে এবং যত-গুলি পত্র ও ফল এই বৃক্ষ হইতে ভূতলে পতিত রহিয়াছে, আমি সে

* "There are some other things, one bearing in some respects a re-semblance to a small cannon, another to a button hook."

Col. Canby's report quoted by Princep.

† "I am more than ever inclined to accede to the opinion of those, who believe that gun-powder was invented in India."

"The use of it (cannon) in war was forbidden in the sacred books, the Vedam or Vede."

Preckman's History of Inventions and Discoveries, Vol. II.

সমস্তই গণনা করিয়া বলিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি গণনা করিলেন এবং নল ঐ সকল বুঝিয়া লইয়া অতীব চমৎকৃত হইলেন। *

(২) কথিত আছে—নিষধাধিপতি নল, অগ্নি ব্যতিরেকে ফুৎকার দ্বারা ইন্ধনে অগ্ন্যুৎপাদন-পূর্ব্বক রন্ধন করিতে এবং শূন্যকুম্ভ স্পর্শ দ্বারা জলে পরিপূর্ণ করিতে পারিতেন। †

(৩) কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের শেষে মহারাজ দুর্য্যোধন ভীত হইয়া আত্ম-রক্ষার্থ পলায়ন পূর্ব্বক তত্রত্য দ্বৈপায়ন-হ্রদ-মধ্যে জলস্তম্ভ করিয়া লুকায়িত হইয়াছিলেন। ‡

(৪) ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, প্রাচীন কালে পারস্য, মিশর, গ্রীস, রোম এবং ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ-সমূহে সৈনিকগণ রথারোহণ-পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধ করিত। তাহারা বর্ত্তমান তীরন্দাজদিগের ন্যায় যুদ্ধ করিত, কিন্তু প্রাচীন ভারতে ধনুর্ব্বিদ্যা এক অসাধারণ বিস্ময়কর বিষয় ছিল।

অথর্ব্ববেদে দুইটী অধ্যায় আছে, একটী গন্ধর্ব্ববেদ অর্থাৎ সঙ্গীত-বিদ্যা সম্বন্ধীয় বেদ, ইহা সামবেদের উপবেদ। অপরটী ধনুর্ব্বেদের অর্থাৎ যে বিদ্যা পাঠ করিলে ধনুবিদ্যার সম্যক্ জ্ঞান জন্মে, ইহা যজুর্ব্বেদের উপবেদ। § অগ্নিপুরাণে ধনু ও বাণ সম্বন্ধে সবিশেষ বর্ণনা রহিয়াছে। অথর্ব্ববেদের যে সকল অংশে চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রকরণ লিখিত আছে, সেই সকল সিন্ধুনদ ও কাস্পীয়ান্ সাগর-পারবাসী যবনগণ শিক্ষা করিয়াছিল। উক্ত সাগর-পারস্থিত অনেক উদ্ভিদ্ ও ফল মূলের বিবরণ অথর্ব্ববেদে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

---

* নলং প্রতি ঋতুপর্ণঃ—"সর্ব্বঃ সর্ব্বং ন জানাতি সর্ব্বজ্ঞোনাস্তি কশ্চন। নৈকত্র পরিনিষ্ঠাস্তি জ্ঞানস্য পুরুষে ক্বচিৎ॥ বৃক্ষেস্মিন্ যানি পর্ণানি কলান্যপিচ বাহুক। পতিতান্যপি যান্যত্র—ইত্যাদি। Vide মহাভারত—বনপর্ব্ব।

† Ibid.

‡ "দ্বৈপায়ন হ্রদং খ্যাতং যত্র দুর্য্যোধনোঽভবৎ। শীতামল জলং হৃদ্যং দ্বিতীয়মিব সাগরম্। মায়য়া সলিলং স্তভ্য যত্রাভূত্তে স্থিতঃ সুতঃ॥"

মহাভারত—শল্যপর্ব্ব।

§ "ঋগ্বেদস্যায়ুর্ব্বেদোপ বেদো যজুর্ব্বেদস্য ধনুর্ব্বেদোপবেদঃ। সামবেদস্য, গন্ধর্ব্ববেদোপ-বেদোঽথর্ব্ববেদস্য শাস্ত্র মিত্যাদি।

ইতি শৌনকোক্ত চরণব্যূহঃ।

প্রাচীন ভারতে 'আয়ুধিকঃ' নামে এক জাতি অস্ত্র নির্ম্মাণ ত ধনুর্ব্বেদাদি পাঠে জানা যায় যে, বর্ত্তমান কালীয় তীর ও ধনু অপেক্ষা ধনুর্ব্বেদাদিতেও, উক্ত তীর ও ধনুর আকার প্রকার ও আয়তনাদি ভিন্নরূপ ছিল না, কিন্তু ঐ বাণ মন্ত্রপূত হইয়া শরাসনে নিয়োজিত হইলে, উহা এক অপূর্ব্ব বিস্ময়-জনক আকার ধারণ করিয়া অমানুষিক কার্য্য-সকল সম্পাদন করিত।

কুরু পাণ্ডবদিগের অস্ত্র-শিক্ষা-প্রদর্শনী সভায় যে সকল অস্ত্র-শস্ত্র-প্রয়োগ-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা অগ্নি, বারুণাস্ত্র দ্বারা জল ও বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা বায়ু এবং পর্জ্জন্যাস্ত্র দ্বারা মেঘ-সকল সৃষ্ট হইয়াছিল। *

(৫) আর্য্যগণ যোগশিক্ষা দ্বারা অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন হইয়া অমানুষিক ক্রিয়াসকল সম্পাদন করিতেন। কান্যকুব্জাধিপ গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র সত্যই বলিয়াছিলেন যে, "ধিগ্‌বলং ক্ষত্রিয়-বলং ব্রহ্মতেজো-বলং বলম্—ক্ষত্রিয়বলে ধিক্, ব্রহ্মতেজো-বলই প্রকৃত বল।" দ্বিজগণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যোগবলে অতীন্দ্রিয়-গুণনিধি, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এবং ত্রিকালজ্ঞ ইচ্ছামৃত্যু অথবা অমরত্ব লাভ করিতেন। যোগবলে মহাত্মা ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হইয়াও স্বেচ্ছা-ক্রমে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং যোগবলে অশ্বত্থামা ও ব্যাসদেব প্রভৃতি অমরত্ব লাভ করেন।

যোগবলে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋষি গান্ধারী-প্রভৃতিকে দুর্য্যো-ধনাদির প্রেতাত্মা দর্শন করাইয়াছিলেন। যোগবলে যে কি অলৌকিক কার্য্য-সকল সম্পাদিত ও অসাধারণ শক্তি প্রলব্ধ হইত, তাহা পুরাণাদি শাস্ত্রে সবিশেষ বর্ণিত রহিয়াছে।

আমরা এতক্ষণ যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিলাম, এই সমস্ত বিষয় সাধন করিতে এ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অসমর্থ রহিয়াছে, কবে

* "আগ্নেয়েনাসৃজদ্বহ্নিং বারুণেনাসৃজৎ পয়ঃ।
বায়ব্যেনাসৃজদ্বায়ুং পর্জ্জন্যেনাসৃজদ্‌ঘনান্"।
মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান দ্বারা ঐ সকল বিষয় সম্পাদিত হইবে, তাহা কে বলিতে পারে ?

হা ভারতবর্ষ, তুমি সেই স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছ! হা ভারতীয় আর্য্যগণ, তোমরা সেই পবিত্র ঋষিবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং চন্দ্র সূর্য্য দেবের বংশধর হইয়া এতাদৃশ হীনদশায় পতিত রহিয়াছ ? আর তোমাদিগেরই বা দোষ কি ? ভাগ্য-চক্রের বিপর্য্যয় ও কালের পরিবর্ত্তন-ধর্ম্ম অনিবার্য্য।

হে ভারতীয় আর্য্যগণ, তোমাদিগের নিকট হইতে লইয়া সে দিবস অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আরবদেশীয় মহম্মদ বেন্‌মুসা আরবদেশে প্রথম বীজগণিত প্রচার করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইটালী-দেশীয় লিওনার্ডো উহা স্বদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া ইয়োরোপে বীজগণিতের প্রথম প্রচার করেন। উক্ত বেন্‌মূসাই ভারতীয় জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের সার সঙ্কলন করেন ও ভারতবাসীর নিকট সংক্ষিপ্ত গণনা-প্রণালী শিক্ষা করেন।

৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আরবদেশীয় গণিতবেত্তা ভারতীয় গণিতগ্রন্থ আরব্য ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিল। গ্রীসদেশবাসী দিওফান্তস্ নিজ গ্রন্থে ভারতীয় গণিতের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

আর্য্যভট্ট পৃথিবীকে সচলা বলিয়াছেন। *

প্রথমতঃ বেদে, পরে ভাস্করাচার্য্যের গ্রন্থে, ভূমণ্ডলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির (Centre of Gravity) উল্লেখ রহিয়াছে।

আরব সম্রাট্ হরুণ-আল্-রসিদ ভারতবর্ষ হইতে দুই জন চিকিৎসককে নিজ দেশে লইয়া গিয়া চরক ও সুশ্রুত গ্রন্থদ্বয় পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। আরবীয় লোক হইতে আবার ইয়োরোপীয়গণ চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করে। পূর্ব্বে ইয়োরোপীয় যাবতীয় চিকিৎসা গ্রন্থে চরক ও সুশ্রুতের নাম দৃষ্ট হইত।

* "ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রাতিদৈবসিকৌ উদয়াস্তৌ গময়তি গ্রহ-নক্ষত্রাণাম্।"

আর্য্যভট্টঃ।

ইয়োরোপীয় সভ্যতার মূলও যে ভারতবর্ষ, তাহা পরিদর্শনার্থ যৎ-কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইল, এইক্ষণ আমরা প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিব।

আমরা রামায়ণের সময়ে দেখিয়াছি যে, আর্য্যাবর্ত্ত বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। প্রত্যেক রাজ্যে এক এক জন রাজা আপন অধিকার-মধ্যে যথাসম্ভব স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করিতেন। সেই সেই রাজ্য-মধ্যে বনভূমি-সকল ও দৃষ্ট হইত। রাজ্যস্থিত গ্রামগুলির সীমান্ত ভূভাগ বিশিষ্টরূপে কৃষিকার্য্যার্থ কর্ষিত এবং পুষ্পিত বনরাজীতে সুশোভিত ছিল। গ্রাম-সকল উদ্যান ও আম্রকানন-যুক্ত এবং বিবিধ জলাশয়-সমন্বিত ছিল। হৃষ্ট পুষ্ট প্রজাগণ সুখে বাস করিত এবং গো-সমূহ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিত। * গ্রামগুলির নিকট দিয়া তটিনীকুল কল কল নাদে প্রধাবিত হইত। তীর-ভূমিতে গো-সকল চরিত এবং ময়ূর ও হংসগণ সুখে কেকা ও কলরব করিত। †

মহাভারতীয় সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের গ্রামগুলি যে অপেক্ষাকৃত সুন্দর ও সমৃদ্ধ এবং গ্রামবাসীদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ অবস্থা উন্নত ছিল, তাহার নিদর্শন সন্ধিপ্রার্থী হস্তিনাপুরগামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের গমন-পথে অবস্থিত উপপ্লব্য-নামক গ্রামে বাস কালে সম্যক্ দৃষ্ট হইয়াছে।

রামায়ণের সময়ে দাক্ষিণাত্য অরণ্যময় ও অসভ্য জাতি-নিচয়ের নিবাসভূমি, কেবল দুই একটী ঋষির আশ্রম দেখা যাইত মাত্র, কিন্তু মহাভারতের সময়ে দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ ভূভাগ বৃহৎ বৃহৎ সমৃদ্ধি-শালী ও পরাক্রান্ত রাজ্য-সমূহে বিভক্ত ছিল। ‡

চিত্রকূট পর্ব্বতাগত ভরতকে শ্রীরামচন্দ্র যে সকল প্রশ্ন করিয়া-ছিলেন, তাহাতে রামায়ণের সময়ে ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থা যে উৎকৃষ্ট ও সমুন্নত ছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইয়া থাকে। তৎকালে

* "গ্রামান্ বিকৃষ্টসীমান্তান্ পুষ্পিতানি বনানি চ।" উদ্যানাম্রবনোপেতান্ সম্পন্ন সলিলাশয়ান্। তুষ্টপুষ্ট জনাকীর্ণান্ গোকুলাকুল সেবিতান্।

Vide রামায়ণ।

† "গোযুতা ময়ূর হংসোভিরুতাম্, Ibid.

‡ Vide রামায়ণ and মহাভারত।

কি রাজনীতি, কি ধর্ম্মনীতি, কি সমাজনীতি, সমস্ত বিষয়েই ভারত সমুন্নত হইয়াছিল। রামায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ডের একস্থানে শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে বলিতেছেন যে, " কৃষক ও পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে, এবং তাহারা কৃষি বাণিজ্য দ্বারা ত সুখে কালযাপন করিতেছে ? " " অরাজক জনপদে দূরগামী বণিক্‌গণ পণ্যদ্রব্য-জাত লইয়া দূরদেশে গমন করিতে ভীত হয় " ইত্যাদি। *

এইরূপ মহাভারতের সভাপর্ব্বে দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে তাৎকালিক ভারতের কৃষিবাণিজ্যাদি-ঘটিত রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধীয় যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, রামায়ণে বর্ণিত ভারত অপেক্ষা মহাভারতোক্ত ভারত অধিকতর সমৃদ্ধ, পরাক্রান্ত ও উন্নত। † আমরা বাহুল্য-ভয়ে মহাভারত হইতে তৎসম্বন্ধীয় শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিলাম না।

এইক্ষণ আমরা অন্যান্য শাস্ত্র, নাটিকা ও আখ্যায়িকা ইত্যাদি হইতে প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে চেষ্টা করিব।

চরক সুশ্রুতাদি আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থানুসারে যে সকল ঔষধ প্রস্তুত করিবার প্রয়োগ আছে, তাহাতে জৈত্রী, জায়ফল, ও দারুচিনি-প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যের আবশ্যকতা হয়। যাবা, মলাক্কা, বর্ণিয়ো-প্রভৃতি দ্বীপসমূহে ঐ সকল দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সমস্ত দ্রব্য আনয়ন করিবার নিমিত্ত সেই সেই দ্বীপে যাইতে হইলে সমুদ্র যাত্রা স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং প্রাচীনকালে আর্য্যগণ পোতারোহণে তত্তৎদ্বীপে গমন করিয়া যে ঐ সকল দ্রব্য ভারতে আনয়ন করিতেন, তদ্বিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।

* " কচ্চিত্তে দয়িতাঃ সর্ব্বে কৃষি-গোরক্ষ-জীবিনঃ।
বার্ত্তায়াং সাম্প্রতং তাত লোকোঽয়ং সুখমেধতে॥"
" নারাজকে জনপদে বণিজো দূরগামিনঃ।
গচ্ছন্তি ক্ষেমমধ্বানং বহুপণ্য সমাচিতাঃ॥"
Vide রামায়ণ।

† Vide মহাভারত—সভাপর্ব্ব।

রত্নাবলী নাটিকায় সমুদ্র-গমন এবং সমুদ্র-মধ্যে সিংহলাধিপতি বিক্রমবাহুর কন্যা রত্নাবলীর পোতভঙ্গ এবং কৌশাম্বী নগরবাসী কোন বণিকের সিংহল হইতে প্রত্যাগমন কালে তাহাকে সঙ্গে আনয়ন করা, এই সমস্ত কথায় স্পষ্টই জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে সিংহলের সহিত ভারতীয় বাণিজ্য কার্য্য পোতযোগে নির্ব্বাহিত হইত।

এতদ্ভিন্ন অনেক উপকথা মধ্যেও হিন্দুদিগের সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে বিস্তর উল্লেখ রহিয়াছে।

কথাসরিৎসাগর-নামক গ্রন্থের অলঙ্কারবতী-নামক নবম লম্বকের প্রথম তরঙ্গে লিখিত আছে যে, পৃথ্বীরূপরাজা এবং তৎপ্রেরিত চিত্রকর পোতযোগে মুক্তিপুর দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। উহার দ্বিতীয় তরঙ্গে উক্ত আছে যে, এক বণিক ভার্য্যাসহ বাণিজ্যার্থ সুবর্ণভূমি দ্বীপে যাত্রা করিয়াছিলেন, পথিমধ্যে ঝটিকায় পোতভঙ্গ হওয়ায় ভার্য্যার সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়াছিল। উহার চতুর্থ তরঙ্গে কথিত আছে যে, সমুদ্রশূর নামক কোন ব্যক্তি অন্য এক বণিকের সহিত বাণিজ্যার্থ সুবর্ণদ্বীপে যাত্রা করিয়াছিলেন, পরে সমুদ্র মধ্যে তাঁহাদের পোত-ভঙ্গ হইয়াছিল। উহার ষষ্ঠ তরঙ্গে উল্লিখিত আছে যে, চন্দ্রস্বামী নিজ-পুত্রের অনুসন্ধানার্থ অনেক পোতবণিকের পোতারোহণ করিয়া সিংহ-লাদি বহুতর দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন।

উহার চতুর্দ্দারিক নামক পঞ্চম লম্বকে শক্তি দেবের উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, সমুদ্রমধ্যে কোন বণিকের তরণি ভগ্ন হওয়ায়, সে এক কাষ্ঠফলক অবলম্বন করিয়া অন্য এক নৌকায় তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করে এবং সেই নৌকায় পিতা ও পুত্র উভয়েই স্বদেশে প্রত্যা-গমন করিয়াছিল।

দশকুমার-চরিতের পূর্ব্ব পীঠিকায় লিখিত আছে যে, রত্নভব নামক কোন বণিক্ কালযবন দ্বীপে গমন করে এবং তথায় এক বণিক্-কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত প্রত্যাগমন কালে তাহাদিগের পোত সমুদ্র-গর্ভে নিমগ্ন হয়।

উহার উত্তর পীঠিকায় উক্ত আছে যে, মিত্রগুপ্ত নামক কোন ব্যক্তি

পোতারোহণ করিয়া প্রবল বাত্যায় বিপথগামী হইয়া দ্বীপান্তরে অবতরণ করিয়াছিলেন। কবিকঙ্কণোক্ত বাঙ্গালা দেশীয় ধনপতি সওদাগর ও শ্রীমন্ত সওদাগর সিংহল দ্বীপে বাণিজ্যার্থ গমন করিয়াছিলেন। পরন্তু দুই সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন অভিজ্ঞান শকুন্তল-নামক গ্রন্থোক্ত ধনবৃদ্ধ-নামক বণিকের গল্প এবং চতুর্দ্দশ শত-বর্ষাধিক পুরাতন হিতোপদেশ-গ্রন্থের কন্দর্পকেতুর আখ্যান * পাঠ করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে হিন্দুগণ সমুদ্র যাত্রা করিতেন। বিশেষতঃ কাব্যাদি গ্রন্থোল্লিখিত বণিক্ ও বাণিজ্য-দ্রব্য বিবরণাদি দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, প্রাচীনকালে হিন্দুগণ বাণিজ্যপ্রিয় ছিলেন এবং পোতযোগে বাণিজ্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

যৎকালে হিন্দুগণ সমুদ্রযাত্রী ও সামুদ্রিক বণিক্ ছিলেন, তৎকালে তাঁহারা যে পোতনির্ম্মাতাও ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। নিষ্পাদ যানোদ্দেশ-নামক গ্রন্থে নানাবিধ নৌকানির্ম্মাণ, তাহাদের লক্ষণ ও গুণাদি সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ আছে, তন্মধ্যে সমুদ্রযানেরও নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এই সমস্ত পাঠ করিয়া প্রতীতি হয় যে, উক্ত গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বেও ভোজ-কৃত এবং অন্যান্য মুনি-কৃত অনেকানেক গ্রন্থ প্রচলিত ছিল (১)।

অতি প্রাচীনকালে কর-দান ও বাণিজ্য-বিনিময় কিরূপ উপায় দ্বারা সাধিত হইত, তাহা নিরূপণ করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। প্রাচীনকালে যেমন দ্রব্য বিনিময়ে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, তেমনি আবার এক প্রকার মুদ্রারও প্রচলন ছিল। পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদের বহুস্থানে মুদ্রা সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। আমরা উহার একস্থান হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম ; যথা—

"দশো হিরণ্য পিণ্ডান্ দিবোদাসাদ সানিষম্"।

ঋগ্বেদ—৬।৪৭।২৩।

* "অহং সিংহলদ্বীপে ভূপতি জীমূতকেতোঃ পুত্রঃ কন্দর্পকেতুর্নাম। একদা কেলিকাননাবস্থিতেন ময়া পোতে বণিক্ মুখাৎ শ্রুতং যৎ" ইত্যাদি।

হিতোপদেশঃ।

(১) See শব্দকল্পদ্রুম নৌকাশব্দ।

দিবোদাস হইতে দশটী হিরণ্যপিণ্ড পাইলাম। বাইবেল শাস্ত্রোক্ত সেকলের ন্যায় এই হিরণ্যপিণ্ডের পরিমাণ কি, তাহা জানা যায় না। তবে পরোক্ত সুবর্ণ বা নিষ্কের সহিত উহার আকারগত পার্থক্য থাকিলেও পরিমাণগত সমতা থাকা নিতান্ত সম্ভাবিত।

রামায়ণ ও মহাভারতের কালে সুবর্ণ ও নিষ্কনামক মুদ্রার প্রচলন দৃষ্ট হয়। ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন যে,—

"সর্ষপাঃ ষট্‌যবোমধ্য স্ত্রিযবস্ত্বেক কৃষ্ণলম্।
পঞ্চকৃষ্ণলকো মাষ স্তে সুবর্ণস্তু ষোড়শ॥" ১৩৪
"চতুঃ সৌবর্ণিকো নিষ্কঃ"। ১৩৭
৮ম অধ্যায়।

অর্থাৎ ৬ সর্ষপ = ১ যব, ৩ যব = ১ কৃষ্ণল, ৫ কৃষ্ণল = মাষ, ১৬ মাষ = ১ সুবর্ণ, ৪ সুবর্ণ = ১ নিষ্ক।

টীকাকার রামানুজ রামায়ণের ২।২৩।১০ শ্লোকের টীকায় নিষ্কের অবস্থা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, "এই শ্লোকের মধ্যে যে নিষ্কের নাম উক্ত হইয়াছে, উহা স্বনামাঙ্কিত নিষ্ক"—এতদ্দ্বারা নিষ্ক যে মুদ্রাঙ্কিত ছিল, তাহা অনুমিত হয়। বিহাটের নিকট প্রাপ্ত যে সকল মুদ্রার চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম-সংখ্যক মুদ্রা খ্রীষ্টের পাঁচশত বৎসরাধিক কালের বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ঐ মুদ্রার উভয় পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ ছবিও অক্ষরে অঙ্কিত। বাস্তবিক, ঐ মুদ্রার এরূপ ভাব উহার মুদ্রাঙ্কন দিবস হইতে প্রচলিত হয় নাই, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে যে চলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

রাজাদিগের মধ্যে উপহার দিবার নিমিত্ত কিরূপ দ্রব্য-সকল ব্যবহৃত হইত, তাহা রামায়ণে কেকয়-রাজ কর্ত্তৃক ভরতকে প্রদত্ত দ্রব্যজাত দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়। কেকয়-রাজ "উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র কম্বল, মৃগচর্ম্ম, অন্তঃপুর-পালিত ব্যাঘ্রের ন্যায় বল-সম্পন্ন করাল-বদন কুক্কুর, দুই সহস্র নিষ্ক এবং ষোড়শশত অশ্ব ভরতকে উপহার দিলেন।"

এইরূপ মহাভারতে উক্ত আছে যে, "হে ভারত, অভিমন্যু

জন্মগ্রহণ করিলে মহাতেজা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে অযুত-সংখ্যক গো এবং নিষ্ক প্রদান করিয়াছিলেন। *

প্রাচীন কালে ভারতের যে কত সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভাবিত। ইতঃপূর্ব্বে প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে বিবিধ বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। যৎকালে ভারত-বহির্ভূত দেশ-বাসিগণ গিরিগহ্বরে বা মহারণ্যে বাস করে, তৎকালীন ভারতীয় রাজার রাজধানীর বহিঃ শোভা সমৃদ্ধি আর পাঠকমহাশয় কি দেখিবেন, এক-বার উহার অন্তঃপুরের শোভাই সন্দর্শন করুন।

রামায়ণের দ্বিতীয় কাণ্ডে ১০ম সর্গে বর্ণিত আছে যে, মহারাজ দশরথের অন্তঃপুর শুকগণ ও ময়ূরগণ-সমাযুক্ত এবং ক্রৌঞ্চ ও হংসের কলরবে পরিপূর্ণ। তথায় উৎকৃষ্ট বাদিত্র-সকল বাদিত হইতেছে এবং কুব্জা ও বামনাকারা দাসীগণ রহিয়াছে। কোন স্থানে লতাগৃহ ও চিত্রগৃহ, কোন স্থানে বা চম্পক এবং অশোক বৃক্ষশ্রেণী বিরাজিত। কোথাও বা গজদন্ত, রজত এবং সুবর্ণ-নির্ম্মিত বেদী-সকল শোভা পাইতেছে। স্থলান্তরে নিত্য পুষ্পফলশালী তরুরাজি এবং বাপী-সকল অবস্থিত রহিয়াছে। বিবিধ ভোজ্য, পানীয় ও ভক্ষ্যদ্রব্য-পরিপূরিত এবং মহামূল্য রত্ন ও ভূষণাদি-সমাযুক্ত স্বর্গসদৃশ সমৃদ্ধিশালী সেই অন্তঃপুরে মহারাজ প্রবেশ করিলেন। (১)

হায়, ভারতের সে সুখ-সমৃদ্ধি কোথায়? এখন নির্ধন ভারত অন্তঃসারশূন্য হইয়া শোচনীয় দশায় পরিণত!

* "যস্মিন্ (অভিমন্যৌ) জাতে মহাতেজাঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ। অযুতং গাদ্বিজাতিভ্যঃ প্রাদান্নিষ্কাংশ্চ ভারতঃ।"

(১) "শুকবর্হিসমাযুক্তং ক্রৌঞ্চহংসরুতা—যুতম্। ১২ বাদিত্ররব সংঘুষ্টং কুব্জা বামনিকা—যুতম্। লতাগৃহৈশ্চিত্রগৃহৈশ্চম্পকাশোক— শোভিতৈঃ॥ ১৩ দান্তরাজত সৌবর্ণ বেদিকাভিঃ সমাযুতম্। নিত্য পুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈর্বাপীভিরুপশোভিতম্॥ দান্ত-রাজত-সৌবর্ণৈঃ সংবৃতং পরমাসনৈঃ। বিবিধৈরন্ন-পানৈশ্চ ভক্ষ্যৈশ্চ বিবিধৈরপি॥ ১৫ উপপন্নং মহার্হৈশ্চ ভূষণৈ। স্ত্রিদিবোপমম্। স প্রবিশ্য মহারাজঃ স্বমন্তঃপুর মৃদ্ধিমৎ॥ ২৬।

রামায়ণ—২য় কয় কাণ্ড, ১০ সর্গ।

যৎকালে ভারত, নিজ সুসন্তান মহাবীর্য্য পরাক্রমশালী হিন্দু নৃপতি-বৃন্দ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত ও প্রতিপালিত হইত, তৎকালে ভারতীয় শক্তিমান্ লোক-সকল বহুদূরদেশে যাতায়াত করিয়া দুঃসাধ্য কার্য্য-সমূহ সম্পন্ন করিতেন; যে কালে হিন্দু বণিকেরা স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বিবিধ বেশধারী নানা জাতীয় বণিক্‌দিগের সহিত নানা ভাষায় কথোপকথন করিতেন; যৎকালে হিন্দু সাংযাত্রিকগণ পোতারোহণে সমুদ্রস্থ দ্বীপ-পুঞ্জবাসী ও সাগরপারস্থিত দেশবাসিগণের সহিত বাণিজ্য ব্যাপার সম্পাদন করিতেন; যে কালে হিন্দুধর্ম্ম ভারতবাসীর চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাসে সংস্থাপিত ছিল, উহা তাদৃশ দুর্ব্বল ছিল না যে, ম্লেচ্ছ বা যবনের ছায়া-স্পর্শে বা জলস্পর্শে বিকম্পিত ও দূষিত হইবে! যৎকালে ভারতবাসিগণ "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—এই মূল মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, যাঁহারা অষ্টমবর্ষীয়া কন্যার বিবাহকে মহা পাপমনে করিতেন। যাঁহারা পতিব্রতা ও বিদুষী গৃহলক্ষ্মীগণ লইয়া এবং অকাল-জরামৃত্যু-বর্জিত হইয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন; যে কালে দেবতা-বাঞ্ছিত পুণ্য-ভূমি ভারত সৌভাগ্য-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত, সেকালে আমাদের সম্বন্ধে কি পরম সৌভাগ্যের কালই ছিল!

তৎকালীয় মহোৎসাহ, দৃঢ়ব্রত, মহাবল হিন্দুগণের সহিত অধুনাতন নিরুৎসাহ, নিরুদ্যম, দুর্ব্বল হিন্দুদিগের তুলনা করিলে আমাদিগকে সেই আর্য্য হিন্দুসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা হয়!

এইক্ষণ আমরা এতই দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্রাশয় হইয়াছি যে, পোতা-রোহণে বিদেশে গমন করা শাস্ত্র-নিষিদ্ধ, সুতরাং পাপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভ্রমক্রমে ভারতবাসিগণ বিশেষতঃ বঙ্গদেশবাসিগণ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনধৃত আদি পুরাণীয় বচনটী কলিযুগে সমুদ্র-যাত্রা-নিষেধক বলিয়া থাকে। বাস্তবিক উক্ত বচনটী সমুদ্র-যাত্রার নিষেধক নহে। যেমন সত্যাদি যুগত্রয়ে অগ্নি-পরীক্ষা, জল পরীক্ষা, ভৃগু-পতন, মহাপ্রস্থান এবং প্রায়োপবেশন ইত্যাদি দ্বারা লোকে দেহত্যাগ করিত, তেমনি আবার লোকে সমুদ্র-যাত্রা অর্থাৎ সঙ্কল্প-পূর্ব্বক সমুদ্রে দেহ ত্যাগ করি-বার নিমিত্ত গমন করিত। তত্তৎকালে এরূপ শাস্ত্রীয় আত্ম-হত্যায়

পাপ হইত না। উক্ত বচন দ্বারা কলিযুগে সেই "সমুদ্র যাত্রা" অর্থাৎ সমুদ্রে দেহ ত্যাগার্থ গমনটী নিষিদ্ধ হইয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে অধুনা ভারতবাসিগণ "সমুদ্র-যাত্রা" অর্থে সমুদ্রপথে গমন অর্থাৎ পোতা-রোহণ-পূর্ব্বক সমুদ্র-পথে দেশান্তরে গমন নিষিদ্ধ, ইহাই বুঝিয়াছে! উক্ত বচনের এই ভ্রমাত্মক অর্থটী সার জ্ঞান করিয়া তাহারা বাটীতে বসিয়াছে!

বোধ হয়, ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন পতনের পর ভারতবাসিগণ উক্ত বচনের ভ্রমাত্মক অর্থটী গ্রহণ করিয়াছে। যেমন পাঠান রাজত্ব-কালীয় মুসলমানগণের অত্যাচার সময়ে " অষ্টবর্ষা ভবেদ্গৌরী নববর্ষাচ রোহিণী" ইত্যাদি বচন কল্পিত ও উদ্বাহ-তত্ত্বে ধৃত হইয়াছিল, তেমনি মুসলমান রাজ্যকালে ভারত যখন নিস্তেজ ও নির্বীর্য্য এবং সর্ব্বা-ঙ্গীন ভাবে পতিত, তখনই বোধ হয়, আদি পুরাণীয় উক্ত বচনস্থ "সমুদ্র যাত্রা" পদটীর ভ্রমাত্মক অর্থটী জন-সমাজে পরিগৃহীত হইয়া থাকিবে; কারণ, কলিযুগের বহুকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ ভারতে মুসলমানদিগের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত যে ভারতবাসী হিন্দুগণ অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য কার্য্য সম্পাদন করিতেন এবং তাঁহারা যে সাংযাত্রিক ছিলেন, তদ্বিষয়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শিত হইয়াছে ও হইবে।

এইক্ষণ আমরা বৌদ্ধ কাল হইতে ভারতে যবনাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধটী সমাপ্ত করিব।

পাঠকগণ, আমরা বৌদ্ধকাল হইতে ভারতে মুসলমানাধিকারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে একটী বিষয়ের অবতারণা অতীব প্রয়োজনীয় বোধ করি। বিষয়টী এই যে, ইতিহাস সামান্যতঃ আখ্যানময় ও বিজ্ঞানময়রূপে ভাগদ্বয়ে বিভক্ত হইয়া থাকে। যাহাতে বংশ-পরম্পরা, জীবনকাল, ঘটনা-বিশেষ, যুদ্ধ ঘটনা ও সভ্যতা-নিদান বাণিজ্য-প্রভৃতি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত থাকে, তাহাকে আখ্যানময় ইতিহাস বলে, এবং যাহাতে লোকচরিত, সমাজ-চিত্র, সামাজিক উন্নতি বা অবনতি-প্রভৃতি বিশদরূপে বর্ণিত থাকে,

তাহাকে বিজ্ঞানময় ইতিহাস কহে। প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য-বিষয়ক বিজ্ঞানময় ইতিহাস ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। মহাভারতীয় কাল হইতে বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় আখ্যানময় ইতিহাস সম্পূর্ণ ভাবে না হইলেও, অসম্পূর্ণ ভাবে, উল্লিখিত হইতে পারে; কারণ, মহাভারতীয় কালের প্রধান নায়ক ধর্ম্মাবতার মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রাদুর্ভাব কালটী নির্ণীত হইলেই, তৎসাময়িক এবং তাঁহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তি সময়ের বাণিজ্যকাল-সমূহ সহজেই নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে।

পূর্ব্বকালে আর্য্যগণ কোন ঘটনার সময় নির্দ্দেশ করিতে সচরাচর যুগাব্দ ব্যবহার করিতেন। এ যুগাব্দ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ বলেন যে, কোন খণ্ড প্রলয় বা পৃথিবীর আংশিক জলপ্লাবনকাল হইতে এই যুগাব্দ পরিগণিত হয়, আবার কেহ বলেন যে, রাজ্য-বিপ্লবদ্বারা এবং সামাজিক রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহারের পরিবর্ত্তন দ্বারা যুগাব্দটী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বাস্তবিক, যাহারা মহা-ভারতাদি পাঠ করিয়া তৎকালের সামাজিক রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহারের সহিত তৎপরিবর্ত্তিকালের সামাজিক পরিবর্ত্তনাদি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অবগত আছেন যে, উত্তরকালে মহাভারতীয় কালের শৌর্য্য, বীর্য্য ও সামাজিক রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহারের এবং ধর্ম্মাদির পরিবর্ত্তন-বিষয়ে যুগান্তর হইয়া গিয়াছে।

এই পরিবর্ত্তনটী বর্ত্তমানকাল হইতে ৫০০৫ বৎসর পূর্ব্বে সমাহিত হইয়া যুগান্তরে পর্য্যবসিত হয়, সুতরাং ঐকাল হইতেই কলিযুগাব্দ নামটী ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যেমন পাশ্চাত্য সৃষ্ট্যব্দ বা যুগাব্দটী খ্রীষ্টাব্দ দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে, তেমনি কল্যব্দ বা কলিযুগাব্দটা এক সময়ে যুধিষ্ঠিরাব্দ দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছিল। এইরূপে যুধিষ্ঠিরাব্দও বিক্রমাদিত্যের সংবৎ দ্বারা বিলোপিত হইয়া গিয়াছে। যদি প্রতীচ্য বিদ্বদ্‌গণ-মানিত যুগাব্দটী খ্রীষ্টাব্দ দ্বারা ব্যবচ্ছিন্ন না হইত, তাহা হইলে এইক্ষণ খ্রীষ্টাব্দ ১৯০৪ না লিখিয়া সৃষ্ট্যব্দ বা যুগাব্দ ৫৯০৮ লিখিত হইত। বাইবেল্ শাস্ত্রানুসারে ৪০০০ বা ৪০০৪ খ্রীষ্টাব্দ-পূর্ব্বে পৃথি-

বীর সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু আমেরিকার নিউ অর্লিন্‌স নামক স্থানে যে এক অস্থিময় নরদেহ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, উহা সপ্তপঞ্চাশৎ সহস্র (৫৭০০০) বৎসরেরও বহু পূর্ব্বকালের নরদেহ-কঙ্কাল।

কাশ্মীর ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীই সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে একমাত্র প্রমাপক আখ্যানময় হিন্দু-ইতিহাস। ইহার প্রথম তরঙ্গে তৃতীয় পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যেঃ—

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্‌ কুরুপাণ্ডবাঃ॥"

কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরু-পাণ্ডবেরা ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ গ্রন্থে জ্যোতিঃশাস্ত্র-বিশারদ মহর্ষি গর্গের একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে,—যথা—

"আসন্‌ মঘাসু মুনয়ঃ শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।
ষড়্‌ দ্বিক-পঞ্চ-দ্বিযুতঃ শক-কালস্তস্য রাজ্যস্য॥"

এই শ্লোকটীর প্রথম পাদ-দ্বয়ের ব্যাখ্যা এই যে, মহর্ষি গর্গ-জ্যোতিঃশাস্ত্রের সঙ্কেতানুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল বা জীবনকাল এবং শকাব্দারম্ভের কাল নির্দ্দেশার্থ বলিয়াছেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য শাসন করিলে পর, শকটাকার সপ্তর্ষিমণ্ডল অর্থাৎ অগস্ত্যাদি মুনি নামধেয় সপ্ত নক্ষত্র মঘাদি নক্ষত্রে ছিল, অর্থাৎ মঘাগণের প্রত্যেক নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর ও পূর্ব্বফল্গুনী হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত একাদশটী নক্ষত্রে এক এক শত বৎসর ভোগ করিতে ২৪০০ বৎসর গত হয়, অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কালের বা জীবনকালের পরে এবং শকাব্দারম্ভের পূর্ব্বে ২৪০০ বৎসর গত হইয়া যায়। আমরা রাত্রিকালে নভোমণ্ডলে কাল পুরুষ-সংজ্ঞক অধোঽধঃ অবস্থিত যে তিনটী দেদীপ্যমান নক্ষত্র দেখিতে পাই, ঐ গুলিতে ক্ষুদ্রাকারে ত্রয়োদশটী নক্ষত্র বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগকেই মঘাগণ বলিয়া থাকে। ঐ মঘা নক্ষত্র-পুঞ্জের অনতিদূরেই শকটাকার সপ্তর্ষিমণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উক্ত শ্লোকটীর অপর পাদ-দ্বয়ের ব্যাখ্যা এইরূপ যে, যুধিষ্ঠিরের

রাজ্য নাম প্রকাশের পর (যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইতেই তাঁহার রাজ্য বলিয়া কথিত হইয়াছিল) ২৫২৬ বৎসর গত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল। রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্মের পূর্ব্বগত ৬৫৩ বৎসরের সহিত তাঁহার জন্মের পরবর্ত্তী ২৫২৬ বৎসর যোগ করিলে, কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল, ইহা জানা যায়। বর্ত্তমান শকাব্দ ১৮২৬ বৎসরের সহিত উক্ত ৩১৭৯ বৎসর যোগ করিয়া দেখিলে কলিযুগের ৫০০৫ বৎসর পাওয়া যায়। আমাদিগের দেশীয় পঞ্জিকায় কলিযুগের এই ৫০০৫ বৎসরই লিখিত আছে।

পূর্ব্বেই ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল বা জীবনকালের পরে ২৪০০ বৎসর অতীত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল, এবং তাঁহার জন্মকাল হইতে ২৫২৬ বৎসর গত হইলে ঐ শকাব্দারম্ভ হয়, তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল অর্থাৎ তাঁহার জীবনকাল কত বৎসর, তাহা অনায়াসেই জানা যাইতে পারে; কারণ, উক্ত ২৫২৬ বৎসর হইতে ২৪০০ বৎসর বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট যে ১২৬ বৎসর থাকে, তাহাই তাঁহার জীবন কাল। আমরা এস্থলে রাজা যুধিষ্ঠিরের জীবনগত কেবল মাত্র চারিটী সময়ের উল্লেখ করিব, অর্থাৎ তাঁহার জন্মকাল, রাজসূয়-মহাযজ্ঞ-কাল, কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধকাল এবং মহাপ্রস্থান-কালগুলি মাত্র উল্লিখিত হইবে।

(১) কোন সময় মহারাজ পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রী নাম্নী মহিষী দ্বয় সমভিব্যাহারে হিমালয়ের প্রত্যন্ত পর্ব্বতস্থ কোন রমণীয় অরণ্যে মুনিগণ-সমাবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন। ঐ কালে জ্যেষ্ঠা মহিষী কুন্তী গর্ভবতী হন্। পরে কার্ত্তিক মাসের ১৬ই তারিখ, সোমবার, ধনুরাশি, শুক্লাপঞ্চমী তিথি, বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় কুন্তীদেবী প্রাতঃ-স্মরণীয় পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠিরকে প্রসব করেন* (কল্যব্দ ৬৫৩, ২৫২৬ শকাব্দ পূঃ, ২৩৯১ সংবৎ পূঃ, ২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ)।

ক্রমে কুন্তীর গর্ভে ভীম, তৎপরে অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল

* ৬ শ্লোক—১২৩ অঃ—আদিপর্ব্ব।

ও সহদেব যুগপৎ জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা সকলেই এক এক বৎসর পরে ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। * কথিত আছে, যে দিন মহাবল ভীমসেন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন্, সেই দিবসেই দেবী গান্ধারী দুর্য্যোধনকে প্রসব করেন। †

(২) রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহ এক বৎসর দ্রুপদ-ভবনে মহাসুখে বাস করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে মাতৃসমভিব্যাহারে হস্তিনায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা বৃদ্ধ নরপতি ধৃতরাষ্ট্রের অধীনে থাকিয়া বাহুবল দ্বারা অন্যান্য নৃপতিবর্গকে বশীভূত করিয়া বহু-কাল যাবৎ তথায় বাস করেন। ‡

পরে রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহ দুর্য্যোধন বশবর্ত্তী জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে ইন্দ্রপ্রস্থে (পুরাতন দিল্লী) রাজধানী স্থাপন করত তাঁহার বয়সের ৭৪ বৎসর পর্য্যন্ত খাণ্ডব প্রস্থাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিয়া পরিশেষে সম্রাট্ হইবার মানসে রাজসূয়-নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। § তাহা হইলে কলির ৭২৭ বৎসর গতে, ২৪৫২ শকাব্দ পূঃ, ২৩১৭ সম্বৎ পূঃ এবং ২৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে এই মহাযজ্ঞটী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

(৩) অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির আহূত হইয়া হস্তিনায় সপরিবারে

* অনুসম্বৎসরং জাতা অপিতে কুরুসত্তমাঃ।
পাণ্ডুপুত্রা ব্যরাজন্ত পঞ্চ সম্বৎসরাইব॥
২১, ১২৪, আদি পর্ব্ব।

† যস্মিন্নহনি দুর্দ্ধর্ষো জজ্ঞে দুর্য্যোধনস্তদা।
তস্মিন্নেব মহাবাহুর্জজ্ঞে ভীমোপি বীর্য্যবান্॥

‡ তেতত্র দ্রৌপদীং লব্ধা পরিসম্বৎসরোষিতাঃ॥
বিদিতা হাস্তিনপুরং প্রত্যাজগ্মুররিন্দমাঃ॥
৩০—৬১—আদিপর্ব্ব।

তত্রতেন্তবসন্ পার্থাঃ সম্বৎসরগণান্ বহূন্।
বশে শস্ত্র প্রতাপেন কুর্ব্বন্তোঽন্যমহীভৃতঃ॥
৩৪—৬১—আদিপর্ব্ব।

§ ভুবনবৃত্তান্ত, ৪৮ পৃ।

আগমন-পূর্ব্বক দুষ্টমতি দুর্য্যোধনের সহিত অক্ষক্রীড়ায় পণে পরাজিত হইয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ সহ দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে এবং এক বৎসর বিরাট নগরে অজ্ঞাতবাসে কাল যাপন করিয়াছিলেন। পরে চতুর্দ্দশ বর্ষে পঞ্চগ্রাম মাত্র পাইবার প্রার্থনা করিয়া দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির চেষ্টা বিফলিত হওয়ায় কুরুক্ষেত্র-নামক স্থানে (বর্ত্তমান ত্রাণেশ্বর বা স্থানেশ্বর এবং তৎপ্রদেশীয় মরুদেশ) কুরুপাণ্ডবীয় মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। * অতএব এই মহাযুদ্ধ কলির ৭৪২ বৎসর গতে, ২৪৩৭ শকাব্দ পূঃ, ২৩০২ সংবৎ পূঃ, এবং ২৩৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

(৪) কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির কেবল মাত্র ৩৬ বৎসর সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। † কালক্রমে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, কুন্তী ও বিদুর-প্রভৃতি গুরুজন এবং প্রিয় সুহৃৎ কৃষ্ণ ও বলরাম প্রভৃতি বন্ধুগণ কলেবর পরিত্যাগ করিলে দায়াদ-বন্ধু-বান্ধব-বধ-জনিত-শোক-সন্তপ্তচিত্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির নিঃসার নির্ব্বীর ধরাতল ভোগ করিতে বীতস্পৃহ হইয়া মহাবীর অর্জ্জুনের পৌত্র অভিমন্যু-তনয় পরীক্ষিৎকে হস্তিনার সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া ১২৬ বৎসর বয়সে হিমালয় প্রদেশে দারানুজগণ সমভিব্যাহারে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন। দেহত্যাগার্থ সঙ্কল্প করিয়া হিমালয়াদি প্রদেশে প্রস্থানের নাম মহা-প্রস্থান। কলির ৭৭৯ বৎসর গতে, ২৪০০ শকাব্দ পূঃ, ২২৬৫ সংবৎ পূঃ, এবং ২৩২২ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে এই প্রস্থানটী সঙ্ঘটিত হয়।

অর্জ্জুনের পৌত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ হস্তিনার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ষষ্ঠি বর্ষকাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়া স্বর্গগত হয়েন। (২৩২৩-২২৬৩ খ্রীঃ পূঃ)

পরীক্ষিন্নন্দন মহারাজ জনমেজয় দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে ৮৪ বৎসর

---

* ততশ্চতুর্দ্দশেবর্ষে যাচমানাঃ স্বকং বসু।
নালভন্ত মহারাজ ততোযুদ্ধ মবর্ত্তত॥
৫৪—৬১—আদিপর্ব্ব।

† যুধিষ্ঠিরঃ ক্রমাদেবং কুরুরাজং বিজিত্যচ।
ষট্‌ত্রিংশদ্বৎসরান্‌ব্যাপ্য পৃথিবীং পর্য্যপালয়ৎ॥
১ম খণ্ড, লঘুভারত।

সাম্রাজ্য শাসন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। (২২৬৩-২১৭৯ খ্রীঃ পূঃ)

জনমেজয়াত্মজ মহারাজ শতানীক ১০০ বৎসর সাম্রাজ্য শাসন করিয়া পরলোকগত হন। কথিত আছে, মহারাজ শতানীকের শাসন কালে পৃথিবীতে একটী জলপ্লাবন ঘটে। (২১৭৯—২০৭৯ খ্রীঃ পূঃ)

শতানীক-তনয় মহারাজ সহস্রানীক ৭০ বৎসর সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া কালকবলে নিপতিত হয়েন। (২০৭৯—২০০৯ খ্রীঃ পূঃ)

সহস্রানীক-সুত মহারাজ অশ্বমেধ সাম্রাজ্য-শাসন করিলে তৎপুত্র মহারাজাধিরাজ অসীমকৃষ্ণ মহাবল পরাক্রমে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন। ইনিই পাণ্ডব বংশের শেষ সম্রাট্। ইঁহার সময় পর্য্যন্তই ধনুর্ব্বেদ প্রভাবে যুদ্ধে প্রযুক্তবাণ-সমূহের অলৌকিক শক্তি-সকল প্রকাশিত হইয়া অমানুষিক লোমহর্ষণ ব্যাপার-সকল সঙ্ঘটিত হইত; সেই ধনুর্ব্বেদ মহারাজ অসীমকৃষ্ণের পরেই শিক্ষকাভাবে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

তাঁহার পুত্র রাজা নিচক্রুর রাজ্যকালে ধনুর্ব্বেদবিদ্যা বিলুপ্ত হওয়ায় কেবলমাত্র ধনুর্ব্বাণ শিক্ষা প্রচলিত ছিল।

মহারাজ অসীমকৃষ্ণের সময়ে হস্তিনাপুরী জলনিমগ্না হয়। পরে তৎপুত্র রাজা নিচক্রু কৌশাম্বী নগরীতে (ইন্দ্রপ্রস্থের পর সাময়িক নাম) রাজধানী স্থাপন করেন। নিচক্রু হইতে ত্রয়োবিংশ রাজা ক্ষেমক পাণ্ডব-বংশের শেষ নরপতি। ইনি অতিশয় দুর্ব্বল ও ভীরু ছিলেন। উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্য ইঁহার সমসাময়িক।

মগধদেশস্থিত—পদ্মাবতী-নগরী—(পাটলীপুত্র) পতি মহারাজ নন্দের বিশারদ-নামক পুত্র রাজা ক্ষেমকের মন্ত্রী ছিল। এই মন্ত্রী বিশ্বাস-ঘাতকতা-পূর্ব্বক রাজা ক্ষেমককে হত্যা করিয়া তাঁহার সিংহাসনে অধি-রূঢ় হইয়াছিল। রাজা ক্ষেমকের সহিত পাণ্ডব-বংশ বিলোপ প্রাপ্ত হয়। (কল্যব্দ ৩০৪৪, খ্রীঃ পূঃ ৫৭)। (১) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সাময়িক

(১) বেদবেদথযুক্তত্রিমিতেকল্যব্দকে গতে।
চন্দ্রবংশেঃযশোজ্যোৎস্নাক্ষেমকেণসমং থমৈৎ॥ ১ম খণ্ড, লঘুভারত।

বাণিজ্য বিষয় পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তী পাণ্ডববংশীয় সম্রাট্‌গণ বহুকাল যাবৎ প্রবলপরাক্রমে রাজ্য শাসন করেন; সুতরাং তাঁহাদিগের সময়েও বাণিজ্য অবারিতরূপে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এইজন্য পাণ্ডববংশীয় রাজগণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইল।

ইহা এক প্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ভারতবর্ষবাসীরাই সর্ব্বাগ্রে বাণিজ্যব্যবসায় আরম্ভ করে। অন্যান্যদেশীয় লোকেরা তাহাদিগের নিকট হইতে এই ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছিল। এতদ্বিষয়ে বহুবিধ কারণ সত্ত্বেও আমরা তিনটী মাত্র কারণ প্রধান বলিয়া মনে করি; প্রথমতঃ, ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতেই আহার্য্য ও ব্যবহার্য্য নানাবিধ দ্রব্য অন্যান্য দেশাপেক্ষা স্বভাবতই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ঐ সকল দ্রব্য দেশীয় লোকদিগের প্রয়োজন সম্পন্ন করিয়াও অধিক মাত্রায় উদ্বৃত্ত হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ যে সকল দ্রব্য স্বভাবতঃ কেবলমাত্র একস্থানে উৎপন্ন হয়, অথচ সেই স্থান ভারতবর্ষ হইতে বহু-দূরবর্ত্তী কিন্তু সেই সমস্ত দ্রব্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবাসীরা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষ হইতেই অন্যান্য দেশীয়েরা সভ্যতা এবং বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিল। যখন ভারত মহাভারতোক্ত সুখ-সমৃদ্ধি হইতে পরিভ্রষ্ট, তখনও মিশর (মিশ্র) দেশ সদ্যঃ-প্রসূত বৎসের ন্যায় ভারত-সৌভাগ্য-পয়ঃ-পান-লালসায় প্রধাবিত। মিশরদেশ বা ইজিপ্টই সর্ব্বাগ্রে ভারতের সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য বিষয়ের প্রমাণ-সকল কেবল যে হিন্দু-শাস্ত্রেই রহিয়াছে, এমন নহে, অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতীয় লোক-দিগের গ্রন্থাবলীতে এবং দক্ষিণ সাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জের পুরাবৃত্তেও এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন কালে যে সর্ব্বাগ্রে মিশরদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য প্রচলিত ছিল, তাহার প্রচুর প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

লিপি আছে যে, ভারতবর্ষের সহিত সর্ব্বাগ্রে সুখতর দ্বীপ, মিশর ও আফ্রিকাখণ্ডের পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী প্রদেশ সমস্তের বাণিজ্য প্রচলিত হয়।

ইতঃপূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সাময়িক বাণিজ্যের বিষয় সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির ২৩২২ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করেন।

বাইবেল্ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে আরবীয় বণিক্‌গণ ভারতবর্ষোৎপন্ন ও ভারতীয় দ্বীপ-সমূহ-জাত পণ্যদ্রব্য সকল লইয়া মিশরদেশে বাণিজ্য করিত। যদি পূর্ব্বোক্ত ২৩২২ খ্রীঃ পূঃ হইতে ১৭০৬ খ্রীঃ পূঃ বিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে ৬১৬ খ্রীঃ পূঃ অবশিষ্ট থাকে। অতএব উক্ত ৬১৬ খ্রীঃ পূঃ বৎসরগুলিতে যে ভারতবর্ষের সহিত সুখতর দ্বীপ, মিশর এবং আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী ভূভাগের বাণিজ্য প্রচলিত থাকা নিতান্ত সম্ভবপর বলিয়া অনুমিত হয়।

এই প্রস্তাবে ভগবান্ বুদ্ধদেব জন্মিবার ১৭৬৫ বর্ষ পূর্ব্বকার ভারতের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য অতি সামান্য ভাবে উল্লিখিত হইবে। পরন্তু বুদ্ধদেব জন্মের পরবর্ত্তী কালীন ভারতের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যটী কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইবে।

ভগবান্ বুদ্ধদেব ৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়া ৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন। বুদ্ধদেবের সময়ে ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডব-বংশীয় বৃহদ্রথ রাজা এবং মগধে শিশুপাল বংশীয় বিম্বসার-প্রভৃতি নৃপতি রাজত্ব করিতেন। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের পরে ভারতবর্ষ প্রকৃত-বীরশূন্য ও মহাভারতোক্ত সমৃদ্ধিশূন্য হইয়া পড়িলেও বহু শতাব্দী যাবৎ উহা কখনও অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যশূন্য হয় নাই। কেবল হিন্দু শাস্ত্রে নহে, বৈদেশিক প্রাচীন সভ্যজাতিদিগের গ্রন্থাবলীতেও ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আমরা যথাক্রমে ভারতবর্ষের সহিত প্রাচীন মিশর, ফিনিসিয়া, আসীরিয়া, কালডিয়, মীডিয়া, সিরিয়া, আরব, পারসীক, গ্রীস, ও রোম প্রভৃতি দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মহাত্মা টাইটলার সাহেব বলেন যে, খ্রীষ্ট জন্মিবার একবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে কালডিয়ানেরা, উনবিংশতি শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে

মিশরীয়েরা, দ্বাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশীয়েরা ও ফিনিসিয়ানেরা এবং ছয়শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরবীয় ও পারসীকেরা সভ্য পদবীতে পদার্পণ করে।

(১) লিপি আছে যে, মগধদেশীয় প্রদ্যোতন রাজার পুত্র পাল-নামক নৃপতি শৈব ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ম্লেচ্ছ দেশ ও হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তী মিশ্রদেশে গিয়া বসতি করিয়াছিলেন। ইহাঁ দ্বারা মিশ্র (মিশর, বর্ত্তমান ইজিপ্ট) দেশে শৈবধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। (১)

পূর্ব্বকালে মিশর দেশীয় লোকের সহিত ভারতবর্ষীয় বণিক্‌গণের বিস্তৃত বাণিজ্য প্রচলিত থাকিবার বিস্তর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে যখন যুষফ মিশরদেশে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন আরবদেশীয় ইস্‌মায়েলীয় বণিকেরা তথায় ভারতবর্ষজাত এবং ভারত সাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জজাত তেজস্কর ভক্ষ্য ও গন্ধদ্রব্য-সকল বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইতেছিল। (১)

হিন্দু বণিকেরা অতীব যত্ন সহকারে স্বদেশের উপকূলে বাণিজ্যাদি কার্য্য সম্পন্ন করিত। তাহারা নদীমুখ হইতে সামুদ্রিক পোতে পণ্য দ্রব্যের উত্তোলন, সাগরতীরস্থিত এক আপণ হইতে অপর আপণে দ্রব্য প্রেরণ ও বিদেশীয় সমুদ্র-পোতের সুপথ প্রদর্শন-প্রভৃতি কার্য্যে সতত আসক্ত থাকিয়া মহোৎসাহে বাণিজ্য কার্য্য-সকল সম্পাদন করিত। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আফ্রিকার পূর্ব্ব উপ-কূলের সহিত দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্য বিশিষ্টরূপে

(১) প্রদ্যোতনস্য তনয়ঃ পালনামা মহীপতিঃ।
শৈবধর্ম্মমুপাস্থৈব বৌদ্ধধর্ম্মং নিরস্তবান্‌॥
স চ বৌদ্ধৈঃ পরাভূতঃ স্বদেশংহিপরিত্যজন্‌।
ম্লেচ্ছহিন্দুমধ্যগতং মিশ্রদেশং গতস্তদা॥

১ম খণ্ড, লঘুভারত।

1. Bible Genesis XXXVII 29.

প্রচলিত ছিল। গ্রীক্‌ ও রোমীয় বণিক্‌দিগের সহিত ঐ বাণিজ্যের কোন সংস্রব ছিল না। অতি পূর্ব্বকাল হইতে তৈল, ঘৃত, শর্করা, তণ্ডুল ও কার্পাস বস্ত্রাদি পণ্য দ্রব্যজাত-পরিপূরিত সামুদ্রিক পোতসকল দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূল হইতে মহাসাগরের মধ্য দিয়া অপর পারে উপনীত হইত। (১)

ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, হিন্দুরা সুখতর (Sokotra) দ্বীপে গিয়া বসতি করিয়াছিল। আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে সোফাল বা সোফার নামে একটী স্থান আছে। যেমন হিন্দুগণ সুখতর দ্বীপে যাইয়া উহার সংস্কৃত ভাষায় নাম রাখিয়াছিল, তেমনি তাহারা আফ্রিকার পূর্ব্ব উপ-কূলে বসতি করিয়া গুর্জ্জরাটের সন্নিহিত সুপারের নামানুরূপ ঐ স্থানের নাম সোফার রাখিয়াছিল। সোফাল বা সোফার, সুপার নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয়। এই সময় ভারতবর্গের সহিত মিশরদেশের অত্যন্ত যোগ হইয়াছিল। ভারতীয় উৎকৃষ্ট সুখদ সামগ্রীর সম্ভোগ এবং ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম্ম শাস্ত্রাদির অনুশীলন দ্বারা মিশরবাসীদিগের সাংসারিক অবস্থা ও ধর্ম্মবিষয়ক মতামতের অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। (২)

গরম মশ্‌লা (spices) কেবল ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ ভারতসাগরবর্ত্তী কতিপয় দ্বীপেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, সুতরাং মিশরদেশীয় জনগণের ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যযোগেই ঐ সকল প্রাপ্ত হওয়া সম্ভাবিত।

মিশর দেশাধিপতি তৃতীয় থোথ্‌মিস্‌নামা নৃপতি খ্রীষ্টাব্দের ১৪৯৫ বৎসর পূর্ব্বে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই রাজার এবং তৎপরবর্ত্তী ফিরোণ-নামক নৃপতিবর্গের সময়ে মিশরদেশে বৈদূর্য্যমণি প্রভৃতি বিবিধ ভারতীয় রত্ন, এবং নীল ও অপরাপর সামগ্রী আনীত হইত। মিশর দেশবাসীরা নীলবর্ণপ্রান্তবিশিষ্ট বস্ত্র-সকল প্রস্তুত করিত। (৩)

1. Vincent's Commerce, Vol. II, P. 288.
2. Wilson's Vishnu Puran, Preface.
3. Wilkin's Ancient Egyptians, Vol. 3, pp. 216—217 and pp. 123—125.

এতদ্দারা ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে, যূষফের সময় হইতে পূর্ব্বোক্ত নৃপতিগণের সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সহিত মিশর দেশের বাণিজ্য বহুকাল যাবৎ ধারাবাহিক রূপে প্রচলিত ছিল।

নোনস্-নামক মিশর দেশীয় কোন কবি নিজকৃত কাব্য মধ্যে প্রসঙ্গতঃ লিখিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের সমুদ্র-গমনে বিলক্ষণ অভ্যাস আছে। তাহারা স্থল-যুদ্ধ অপেক্ষা সমুদ্র-যুদ্ধেই বিশেষ পটু এবং তাহাতে তাহাদের বিক্রম অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। *

এই কবি খ্রীষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অতি প্রাচীন সময়ে হিন্দুগণ আফ্রিকা-খণ্ডের পূর্ব্বদিকে "জোকতর দ্বীউ" অর্থাৎ সুখতর দ্বীপে (Sokotra) গিয়া বাস করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, কাম্বোজ দেশীয় হিন্দুরা অতি পূর্ব্বকাল হইতে সুখতর দ্বীপে যাইয়া বাস করিতেছেন।

পেরিপ্লাস্ অব্ দি ইরিথ্রিয়ান্ সি-নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, আরবীয় গ্রীক্ এবং হিন্দু বণিকেরা এই সুখতর দ্বীপে বাণিজ্যার্থে গমন করিয়া তথায় বাস করিত।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য উইলসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে আরবীয় ও হিন্দু নাবিকদিগের পোত দ্বারা মিশর দেশের সহিত ভারতবর্ষের বিলক্ষণ যোগ ছিল। †

পরবর্ত্তীকালে সাধারণতঃ আরবীয় এবং ফিনিসিয়া দেশীয় বণিকেরা হিন্দুদিগের নিকট ঐ সকল পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া মিশর দেশে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইত। আরবদেশীয় গ্রন্থকর্ত্তার প্রামাণিক লিপি প্রমাণে জানা যায় যে, ১২০০ শকাব্দ পর্য্যন্তও হিন্দুরা সমুদ্র পথে পহুঁছিয়া, পরে স্থল পথে মিশর দেশে গমন করিত। ‡ তাহারা প্রথমতঃ আরবের পূর্ব্বভাগে সমুদ্র তীরস্থ অয়দাব-নামক স্থানে পোত হইতে অবতীর্ণ হইত

* Asiatic Researches, Vol. X, pp. 113—114.

† Asiatic Researches, Vol. XVII, pp. 619—620.

‡ Heeren's Historical Researches. Egyptians, Chap. IV, Note 70.

এবং তথা হইতে পশ্চিম দিকে মরুভূমি দিয়া মিশর দেশে উপনীত হইত।

প্লিনি-নামক রোমীয় পণ্ডিত স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, কার্থেজিয়ান্ লোকেরা ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যযোগে মহামূল্য পদ্মরাগ মণি-সকল প্রাপ্ত হইত। *

হিন্দুরা ২৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে আফ্রিকাখণ্ডে কার্থেজ দেশে যাতায়াত করিত এবং তদ্দেশীয় লোকের সহিত যে তাহাদের বিলক্ষণ বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ-সকল ইতিহাসে রহিয়াছে। ২৫১ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে সিসিলি দ্বীপে রোমীয় সেনাপতি মেটেলস সিলরের (Metilus Celer) সহিত কার্থেজীয় সেনাপতি অস্‌ড্রুবলের (Asdrubal) ঘোরতর সংগ্রাম হইলে কার্থেজিয়ান্‌দিগের যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল, তন্মধ্যে ভারতবর্ষীয় কতিপয় হস্তী ও হস্তিপক (মাহুত) মৃত বা ধৃত হয়।

কথিত আছে, কার্থেজীয় লোকেরা যুদ্ধকালে হস্তিপৃষ্ঠে কাষ্ঠময় আমারি স্থাপন করিত। প্রত্যেক হস্তীর উপরে ২২ জন করিয়া যোদ্ধা ও এক একজন হিন্দু হস্তিপক উপবিষ্ট থাকিত। হিন্দুরা ভয়ঙ্কর আড়ম্বর ও সজ্জা করিয়া বিপক্ষ দলের ভয়োৎপাদন করিত এবং প্রচণ্ড ভাবে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অতিশয় নিপুণতা সহকারে স্বকার্য্য সম্পাদন করিত। † এতদ্দারা জানা যাইতেছে যে, হিন্দু মাহুতেরা আফ্রিকা ও ইয়োরোপ খণ্ডে গিয়া বাস করিত।

২। ফিনিসিয়া দেশীয় ভুবন-বিখ্যাত বণিকেরা এক সময় ভারতবর্ষেও আসিয়া বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। তাহাদিগের সমুদ্র-পোত-পতাকা পশ্চিমে ব্রিটন দ্বীপে ও পূর্ব্বে ভারত-মহাসাগরে এক সময়েই উড্ডীয়মান রহিয়াছিল। মহাত্মা টাইট্‌লার সাহেব লিখিয়াছেন যে, মহাবল পরাক্রান্ত মহোৎসাহী ফিনিসিয়াদেশবাসিগণ বাণিজ্য দ্বারা পৃথিবী মধ্যে বিখ্যাত হইয়াছিল। সিডন্ ইহাদিগের প্রধান নগর ছিল।

* Universal History, p. 529.

† Universal History.

এই নগর আফ্রিকা দেশীয় কানানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ফিনিসিয়ানেরা প্রাচীন কাল হইতেই বাণিজ্য ও নাবিকতায় পারদর্শী ছিল। ইঁহারাই আশিয়াখণ্ডের সমস্ত দেশীয় বিদ্যা ইয়োরোপে আনয়ন করে। ইহারা ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বে এবং পারসীক অখাতের পশ্চিম তটে উপনিবেশ-সকল স্থাপিত করিয়াছিল। ফিনিসিয়া-বণিক্‌গণ পোতা-রোহণ-পূর্ব্বক ব্রিটিস দ্বীপে যাইয়া এবং বাল্‌টিক সাগর অতিক্রম করিয়া টিন্ ও এম্বার আহরণ করিত। ইহারা আফ্রিকার চতুষ্পার্শ্বে ভ্রমণার্থ পোতারোহণে ইলাভ দেশে গমন করিয়াছিল এবং রক্তবর্ণ বস্ত্রের ব্যবসায়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। ফিনিসীয় লোকেরাই প্রথমতঃ বর্ণমালানুসারে অক্ষর সৃষ্টি করে এবং এই সকল অক্ষরই ইয়োরোপের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল।

খ্রীষ্ট জন্মিবার ১২৫৫ বৎসর পূর্ব্বে আফ্রিকাদেশীয় যুবরাজ আজেনর টায়ার-নামক নগর সংস্থাপন করেন। আবিকান-নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে এই স্থানে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনি খ্রীষ্ট জন্মি-বার ১০৫০ বৎসর পূর্ব্বে ধর্ম্ম-গায়ক ডেভিডের সমসাময়িক ছিলেন।

টায়ারের পতন কালেও ইয়োরোপের সাহিত্য-শাস্ত্র প্রচুররূপে প্রচলিত হয় নাই; বিশেষতঃ এই সুবিখ্যাত মহানগরের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ফিনিসিয়ান্‌দিগের পতন হইয়াছিল। বাস্তবিক, ফিনিসিয়ান্-দিগের প্রকৃত উন্নতির কাল খ্রীষ্ট জন্মিবার হাজার বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়া প্রায় সাত শত বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। *

কথিত আছে যে, ন্যূনাধিক ২৯০৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে হিরাম ও সলোমানের অনুমত্যনুসারে ফিনিসীয় ইজ্‌রেল্ জাতীয় বণিকেরা ভারতবর্ষের সহিত নিয়মিতরূপে বাণিজ্য স্থাপনার্থ লোহিত (Red Sea) দিয়া ওফর প্রদেশে অর্থাৎ গুজরাটের নিকট-বর্ত্তী সুপার প্রদেশে আগমন করিত। †

মিশরদেশীয় ভূগোলশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত টলেমি বলেন যে, সুপার-নামক একটী প্রদেশ ভারতবর্ষের পশ্চিম খণ্ডে গুজরাটের দক্ষিণস্থ

* Vide Tytler's Universal History, page 21.
† Heeren's Historical Researches, Phinicians, Chap. III.

কাম্বে-নামক অখাতের তীরে অবস্থিত। এই সুপার প্রদেশ হইতেই ফিনিসীয় বণিকেরা স্বর্ণ, রৌপ্য, চন্দন, হস্তিদন্ত, বানর ও ময়ুর ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। কথিত আছে, য়িহুদীদিগের পুস্তকে ঐ সকল ভারত-জাত দ্রব্যের ভারতবর্ষীয় নামই লিখিত আছে। এই বাণিজ্য অতি সুন্দর ও মহোপকারী বলিয়া বর্ণিত আছে। পরন্তু ফিনিসীয়া দেশীয় বণিকেরা ইজ্রেল জাতীয় বণিক্দিগের পূর্ব্বেও স্থলপথে ভারত-বর্ষের সহিত বাণিজ্য কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

বাইবেল্-শাস্ত্র দ্বারা ইহা বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত হওয়া যায় যে, ফিনিসীয় বণিকেরা আরবদেশ ও পারসীক সাগরবর্ত্তী দেদান্-দ্বীপের যোগে ভারতবর্ষীয় লোকের সহিত বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। (১) তাহারা আরবদেশীয় বণিক্দিগের নিকট দারুচিনি, ত্বচ্ (cassia), রত্ন এবং তেজস্কর গন্ধদ্রব্য-সকল ও কুন্দরু (লোবান) ক্রয় করিত। তেজস্কর গন্ধদ্রব্য গুলি ভারতসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জে এবং লোবান, আরব ও ভারতে জন্মে। দারুচিনি সিংহল, দাক্ষিণাত্য এবং ভারতসাগরস্থ কতিপয় দ্বীপ ভিন্ন আর কোথাও উৎপন্ন হয় না।

ন্যূনাধিক ১৮৩৪ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত পেরিপ্লাস্ অব দি ইরিথ্রিয়ান্ সি (Periplus of the Erythrian sea)-নামক গ্রন্থেও ভারত-বর্ষের সহিত ফিনিসীয়ান্দিগের বাণিজ্য-ব্যাপার বর্ণিত রহিয়াছে।

এই সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ দৃষ্টে মহাত্মা হীরেন্ স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, ফিনিসীয়াবাসী বণিকেরা দুই সহস্রেরও বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত পণ্যদ্রব্যজাত সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে গমন করিত। কখন কখন আরবদেশীয় বণিক্গণ বিশেষতঃ আরবের উত্তর ভাগবাসী সার্থবাহ বণিক্দল পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যজাত ফিনিসীয়ান্দিগের নিকট বিক্রয় করিত। এইরূপে বাইবেল গ্রন্থের সহিত পূর্ব্বোক্ত বৃত্তান্তের ঐক্য সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। (২)

(১) Exekiel XXVII, 15 and19—24.

(২) Heeren's Historical Researches Phinicians, Chap. IV.

মহোৎসাহী ফিনিসীয় বণিক্‌গণ যে পারস্য সাগরোপকূলে আসিয়া বাস করিয়াছিল এবং তথায় থাকিয়া তাহারা যে বাহুল্যরূপে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিত, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন অদ্যাপি তত্রত্য গেরা-নগরের নিকটে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা পোতযোগে ভারতবর্ষে ও সিংহলদ্বীপে আগমন করিত, অথবা ভারতীয় সাংযাত্রিকেরাই তথায় যাইয়া তাহাদের নিকট পণ্যজাত বিক্রয় করিয়া আসিত।

বাইবেল্‌শাস্ত্রে ফিনিসীয়ার রাজধানী টায়ার নগরের প্রতি এই উক্তি আছে—"দেদান সন্তানেরা তোমার বাণিজ্য ব্যাপার নির্ব্বাহক ছিল, দূরবর্ত্তী ভূমিতে তোমার হস্তজাত বাণিজ্য দ্রব্যসকল যাইত, সেই দূরদেশবাসিগণ তোমার পণ্যের সহিত বিনিময়ার্থ তোমার নিকট গজদন্ত, শৃঙ্গ ও আবলুস কাষ্ঠ আনয়ন করিত।" * এই সমস্ত দ্রব্যই ভারতবর্ষ-জাত। পারস্যসাগরোপকূলবাসী ফিনিসীয় বণিক্‌গণ যে, ঐ সকল দ্রব্য ভারতবর্ষ হইতে স্বদেশে প্রেরণ করিত এবং সেই দূরবর্ত্তী ভূমি যে ভারতবর্ষ, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। (১)

মহাবীর্য্যশালী বাণিজ্যরত ফিনিসীয় বণিক্‌দল যে বাণিজ্যার্থ ভারত-বর্ষে গমনাগমন করিত এবং তৎকালে হিন্দু বণিক্‌গণও যে মিশর পারস্যোপকূল, আরব, ফিনিসীয়াদি দেশে বাণিজ্যার্থ গমনাগমন করিত, তাহা এক প্রকার প্রদর্শিত হইল।

(৩) অনেকেই অবগত আছেন যে, সেমিরামী-নাম্নী আসীরিয়ার রাজ্ঞী এবং ফরেদূন, রুস্তম, অফ্রাসিয়ার, মনোবহর, ফরামুর্জ প্রভৃতি পারসীক নৃপতিবীরগণের ভারতবর্ষ আক্রমণ এবং তাহাদিগের সহিত হিন্দু রাজগণের যুদ্ধ, জয় ও পরাজয় ইত্যাদি ব্যাপার গ্রীক্ ও পারসীক ইতিহাস এবং রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে বর্ণিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ ম্লেচ্ছ-গণের দ্বারা কাশ্মীর রাজ্যের উপর্য্যুপরি আক্রমণ ও তদ্দেশীয় রাজা জনকের পারস্য রাজ্য জয়ার্থ নিজ পুত্র প্রেরণের আখ্যান প্রভৃতি দ্বারা

---

* Exekiel XXXII, 15

(১) Heeren's Historical Researches, Phinicians, Chap. IV.

স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের যোগাযোগ ছিল। †

প্রাচীনকালে আসীরিয়া, বেবিলন, মীডিয়া-প্রভৃতি দেশীয় নৃপতি-দিগের রাজ্যে এবং অপরাপর দেশে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য বাহুল্যরূপে প্রচলিত থাকিবার বিস্তর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেবিলন দেশীয় লোকেরা অতিশয় সৌন্দর্য্যপ্রিয়, ভোগাসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল। তাহাদের ভোগ-বিলাসিতা সম্বন্ধে যেরূপ লিপি আছে, তদুপযোগী দ্রব্যপ্রাপ্তি বাণিজ্য ব্যতিরেকে কখনই সম্ভাবিত ছিল না। গ্রীক্ পণ্ডিত টিসিয়স্ লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের সহিত, বিশেষতঃ কাশ্মীর ও তাহার উত্তর ও পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য দেশীয় লোকের সহিত পারসীক প্রভৃতি পশ্চিম দেশীয় লোকের বিলক্ষণ বাণিজ্য প্রচলিত ছিল।

ভুবন-বিখ্যাত পরম রমণীয় কাশ্মীর দেশীয় শাল ও বৈদূর্য্যাদি মহা-মূল্য রত্ন-সকল বেবিলন ও পারসীকবাসীদিগের পরম শোভা সম্পাদন করিত। ঐ সমস্ত মহামূল্য বিচিত্র রত্ন-সকল দাক্ষিণাত্যের ঘাট-পর্ব্বতে ও কাশ্মীরের পূর্ব্বোত্তরবর্ত্তী পর্ব্বত-মালায় উৎপন্ন হইত এবং তথা হইতে সংগৃহীত হইয়া নানাদেশে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হইত। ‡

টিসিয়স্ আরও দেখাইয়াছেন যে, উক্ত প্রদেশবাসী হিন্দুগণ পশু-পালন করিত; তথায় পরম সুন্দর হৃষ্টপুষ্ট মেষ-সকল জন্মিত এবং সুরাগ-রঞ্জিত অতি রমণীয় পরিধেয় বস্ত্র-সকল প্রস্তুত হইত। ঐ প্রাচীন পুস্তকে লাক্ষা, কুক্কুর ও স্বর্ণাদি ধাতু এবং বিবিধ বস্ত্র-বিষয়ক বাণিজ্যের প্রসঙ্গ রহিয়াছে। পশ্চিম দেশীয় লোকেরা ভারতবর্ষীয় কুক্কুর গুলিকে সাদরে গ্রহণ করিত। মৃগয়াপ্রিয় ধনাঢ্য প্রতীচ্য দেশবাসীরা অতি যত্নে ভারতীয় কুক্কুরকে লালন পালন করিত এবং বিদেশ গমন কালে সঙ্গে লইয়া যাইত। বেবিলন রাজ্যের অন্তঃপাতী

† Asiatic Researches, Vol. XV, p. 19.

‡ Heeren's Babylonians, Chap. XI.

কোন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ভারতবর্ষীয় কুক্কুরের ভরণ পোষণার্থ চারিটী নগরের সমস্ত উপস্বত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। (১)

এই টিসিয়সের লিপি এবং প্রসিদ্ধ পর্য্যটক মার্কপোলোর (Mercopolo) ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বিলক্ষণ জানা যায় যে, কাশ্মীর ও তৎ-সন্নিহিত প্রদেশীয় স্বভাবজ ও শিল্পজ বিবিধ বস্তুজাত বিক্রয়ার্থ পাশ্চাত্য দেশে প্রেরিত হইত এবং তথা হইতে ঐ সকল দ্রব্য ভূমধ্যসাগর-তটে পোতারোহিত হইয়া আফ্রিকাদি দেশে নীত হইত।

গ্রীক্ ও রোমীয় এবং অন্যান্য দেশীয় গ্রন্থকারদিগের পুস্তকে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় যে, প্রাচীন কালে হিন্দুগণ স্থল-পথ ও জল-পথে অপরাপর দেশে গমনাগমন করিত।

জোনারস্ (Zonaras) নামক এক পণ্ডিত বলেন যে, ন্যূনাধিক ২৫২৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৬২০ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে, সুতরাং বুদ্ধদেব-জন্মের ৬৩ বৎসর পূর্ব্বে, কয়কয়ুস-নামক (Cyaxares) মীডিয়া রাজ্যাধিপতির সহিত আসীরিয়া দেশবাসীদিগের বিবাদ উপস্থিত হইলে, কোন হিন্দু-ভূপতি তাঁহাদের বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য মধ্যস্থতা স্বীকার করিয়া মীডিয়ার অধিপতিকে একপত্র লিখিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে অপর এক হিন্দু রাজা কাইরস বা কয়খুসরৌ (Cyrus) নামক পারসীক সম্রাটের নিকট কতিপয় দূত এবং কতকগুলা মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছিলেন। (২)

এই ভারতীয় নৃপতি-বিশেষের মীডিয়া ও আসীরিয়া রাজ-গণের মধ্যস্থতা স্বীকার করিয়া তাঁহাদের নিকটে দূত প্রেরণ এবং কয়কয়ুস-নামক পারসীক-নৃপতির ভারতবর্ষীয় রাজার নিকট মুদ্রা প্রার্থনা করিয়া লোক-প্রেরণ ইত্যাদি দ্বারা স্পষ্টই জানা যায় যে, পূর্ব্বকালে ভারত-বর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের বিলক্ষণ যোগাযোগ ছিল।

বেবিলনবাসীরা অত্যন্ত ভোগাসক্ত ছিল। তাহারা বহু মূল্য দিয়া এক ভারতজাত সুখসেব্য বস্তুজাত উপভোগ করিত। বেবিলনিক সৌখীন নরপতি নিজ প্রেয়সীর মনস্তুষ্টি সাধনার্থ এক অভূতপূর্ব্ব দোদুল্যমান

(১) Strabo cited in the Universal History.

(২) Universal History, Vol. XX, Chap. 31, p. 89.

উদ্যান (Hanging Garden of Babylon) নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঐ উদ্যানটী পৃথিবীমধ্যে সাতটী আশ্চর্য্যজনক পদার্থের মধ্যে একতম বলিয়া চির-প্রসিদ্ধ।

সিরিয়া দেশের অন্তর্গত হায়েরপোলিসনামক নগরে এক দেবী প্রতিমা ছিল; হিন্দুরা তাঁহাকে পূজা ও বিবিধ রত্নোপহার প্রদান করিত। ঐ দেবীর নিকটে বৃষারূঢ় এক দেব এবং সিংহবাহিনী এক দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। (১)

ভারতবর্ষীয় অমিত্রজিৎ-(Antiochates) নামক এক নৃপতি সিরিয়া রাজ্যাধিপতি আন্তিয়োকস্ (Antiochus) কে কিঞ্চিৎ সুমিষ্ট মদ্য, উড়ুম্বর ফল এবং এক গ্রীক্ পণ্ডিতকে পাঠাইতে লিখিয়াছিলেন। পত্রোত্তরে আন্তিয়োকস্ লিখিয়াছিলেন, “ আমি প্রচুর মদ্য ও উড়ুম্বর পাঠাইতে পারি, কিন্তু গ্রীক্ পণ্ডিত বিক্রয় করিবার কোন অধিকার নাই।” (২) এই আন্তিয়োকস্ ন্যূনাধিক ২০৬৯ বৎসর পূর্ব্বে (১৬৮ খ্রীঃ পূঃ) সিরিয়াদেশে রাজত্ব করেন। ইহাঁর পূর্ণনাম আন্তিয়োকস্ ইউপেটের (Antiochus Eupator)। ইনি য়িহুদীদিগের সহিত যুদ্ধকালে ভারতবর্ষীয় রণ-হস্তি সকল লইয়া গিয়াছিলেন। হস্তী গুলির পৃষ্ঠে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত আমারি ছিল। প্রত্যেক হস্তীর উপরে ৩২ জন করিয়া যোদ্ধা ও একজন হিন্দুহস্তিপক (মাহুত) ছিল। (৩)

এ প্রকার লিপি আছে যে, ২০৯৩ বৎসর পূর্ব্বে (খ্রীঃ পূঃ ১৮৯) এক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী হস্তি-পালক আশিয়া-মাইনরের অন্তর্গত বৃহৎ ফ্রিজিয়ার প্রান্তস্থিত কোন নদীতে পতিত হইয়াছিল বলিয়া সেই নদীর হিন্দু নাম হয়।

খ্রীষ্টাব্দারম্ভের পূর্ব্বে বহু সংখ্যক হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোক স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্ম্মাণি দেশে যাইয়া বসতি করে, এবং তথায় তাহারা এক পিত্তল-নির্ম্মিত দেব-মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল। বহুকাল

(১) Universal History, Vol. XX, Chap. 31, p. 100.

(২) Ibid.

(৩) Universal History, Vol. XVII, pp. 551—552.

পরে খ্রীষ্টান্দিগের সহিত হিন্দুদিগের এক ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষে ১০৩৯ জন রণভূমিশায়ী হইলে অবশেষে হিন্দুরাই পরাজিত হয়। যখন খ্রীষ্টানেরা হিন্দুদের দেবালয়-সকল ভগ্ন করিতে থাকে, তখন ছয় জন ব্রাহ্মণ তাহা নিবারণ করিতে গিয়া সেই স্থানেই নিহত হয়। পরে গ্রেগরি-নামক একজন খ্রীষ্টধর্ম্মাধ্যক্ষ বল-পূর্ব্বক একদিনে আবাল বৃদ্ধ ৫০৫০ হিন্দু পুরুষকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী করিয়াছিল। পরে কতিপয় ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম-রক্ষার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, তত্রত্য রাজা সপরিবারে তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া তাহাদের মস্তক মুণ্ডিত করিয়া দেয়। (১)

যৎকালে মিশর দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাহুল্যরূপ সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রচলিত ছিল, তখন স্থল পথেও ভারতীয় পণ্যদ্রব্যসকল পাশ্চাত্যদেশে সিরিয়াদেশ দিয়া ভূমধ্যসাগর-তটে প্রেরিত হইত। সিরিয়াদেশের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ তাদ্‌মোর নগর একটী উৎকৃষ্ট বাণিজ্য স্থান হইয়াছিল এবং ভারতের সহিত বাণিজ্য দ্বারাই উহার সাতিশয় সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি হয়। পরে রোমীয়েরা অধিকার করিলে উহার স্বাধীনতার সহিত সৌভাগ্য ও বাণিজ্য বিনষ্ট হইয়া যায়। (২)

(৪) ভারতবর্ষের সহিত আরব দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে আগাথর্চ্চাইডিস্-নামক গ্রন্থকারের প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ হইতে অনেক বাণিজ্য-পোত আরবদেশে গমনাগমন করিত। গ্রীক্ ও রোমীয় ইতিহাসে আরবীয় নাবিকদিগের ভারতবর্ষে আগমন করিবার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত আছে। আরবীয় বণিকেরা পশ্চিম ভারতে গুর্জ্জর ও সৌরাষ্ট্রাদি দেশে পণ্যসামগ্রী-সকল ক্রয় করিয়া পশ্চিমোত্তর দেশীয় বণিক্দিগের নিকট বিক্রয় করিত।

প্লিনি এবং উক্ত পণ্ডিতের পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের শতা-

(১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, pp. 33—339.

(২) Heeren's Vol. XI, Appendix IX.

থিক কাল হইতে আরবীয় বণিকেরা বাণিজ্যার্থ সিংহলে ও দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম ভাগে আসিয়া বাস করিয়াছিল।

হেমান্ হোরেস্ উইল্সন্ সাহেব বলেন যে, খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে আরবীয় ও হিন্দু নাবিকদিগের সর্ব্বদা সমুদ্র পথে গমনাগমন ছিল।

২২৫৪ বৎসর (খ্রীঃ পূঃ ৩৫০) পূর্ব্বে থিওফ্রাষ্টস্ এবং ২৩৫৪ বৎসর (খ্রীঃ পূঃ ৪৫০) পূর্ব্বে হিরোডটাস্-নামক গ্রীক্ গ্রন্থকারদ্বয়-কর্ত্তৃক লিখিত আছে যে, দারুচিনি, এলাচি, জটামাংসী, এবং অপরাপর তেজস্কর গন্ধদ্রব্য-সকল ভারতবর্ষ হইতে আরবদেশে প্রেরিত হইত। ২০৬৪ বর্ষের (খ্রীঃ পূঃ ১৫৯) পূর্ব্ববর্ত্তী আগাথর্চ্চাইডিস্-নামক গ্রীক্ পণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, আরব দেশীয় লোকেরা বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে যাতায়াত করিত।

যাহারা খ্রীষ্টাব্দের বহুকাল পূর্ব্বে আফ্রিকার পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তী সুখতর-দ্বীপে যাইয়া বাস করিয়াছিল, যাহারা আসিরিয়া ও বেবিলন-প্রভৃতি অতি প্রাচীন দেশে যাতায়াত করিত, যাহাদের বেদ ও সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রার বিধান ও উল্লেখ রহিয়াছে, যাহারা উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া আটলাণ্টিক অথবা উত্তর মহাসাগর অতিক্রম করিয়া জর্ম্মণি দেশে উপনীত হইয়াছিল, সেই হিন্দুরা যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বহুশতাব্দী পূর্ব্বেও পোতারূঢ় হইয়া আরব ও পারসীক রাজ্যে গমন করিয়াছিল, ইহা কোন রূপে অসম্ভাবিত নহে।

আরবদেশ-সম্রাট্ হরুণ-অল্-রসিদ ভারতবর্ষ হইতে দুইজন চিকিৎসককে নিজ রাজ্যে লইয়া গিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা পারস্যভাষায় চরক ও সুশ্রুত-নামক গ্রন্থদ্বয়ের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। এই আরবীয় জাতির নিকট হইতেই ইয়োরোপীয়গণ চিকিৎসা শাস্ত্রের জ্ঞান প্রথম লাভ করিয়াছিল। ইয়োরোপীয় জাতি-নিচয়ের প্রাচীন চিকিৎসা গ্রন্থে চরক ও সুশ্রুতের নাম উল্লিখিত আছে।

লঘু ভারতের প্রথম খণ্ডে লিখিত আছে যে, অতিপুরাতন কালে

মগধ দেশীয় কোন ধার্ম্মিক, সত্যশীল হিন্দুরাজা যবনদেশ-সকল জয় করিয়া আরবদেশে মেধিনা-(বর্ত্তমান মদিনা) নাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। (১)

হিন্দু পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষীয় শাস্ত্র-সকল অধ্যাপনার্থ আরবীয় ভূপালদিগের সভায় গমন করিতেন এবং তথায় অবস্থান করিয়া বিবিধ শাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

সর্ব্বাগ্রে স্থল পথের বাণিজ্যই প্রবল ছিল। ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য দ্রব্যজাত কাবুল (প্রাচীন জাবুলি স্থান) ও পারসীক দেশ দিয়া আরব ও বেবিলন প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হইত।

(৫) ৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দ-পূর্ব্বেও হিন্দু বণিকেরা পারসীকাদি পশ্চিম দেশে বাণিজ্যার্থ গমনাগমন করিত। তাহারা স্থল-পথে পারসীক সমুদ্রের তীরে গিয়া ফিনিসিয়ার বণিকদিগের নিকট পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিত। বিশেষতঃ কাবুলবাসী হিন্দুদিগের তথায় গমন করা অতি সহজ ছিল।

এরিয়ান্-নামক এক বণিক্ বা নাবিকের পেরিপ্লাস্ অব্ দি ইরিথ্রিয়ান্সি (Periplus of the Erithnian Sea)-নামক গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায় যে, তৎকালে ও তাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ভারত-বর্ষের বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের সমস্ত পশ্চিম উপকূল ধন, ঐশ্বর্য্য ও বাণিজ্যের আড়ম্বরে এরূপ পূর্ণ ছিল, যেন উত্তরে সিন্ধুনদের মোহানা হইতে দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ পর্য্যন্ত একটী সুদীর্ঘ আপণ শ্রেণী সুসজ্জী-ভূত রহিয়াছিল। মিশর, আরব ও রোমের বণিকেরা সেই সকল আপণে আগমন-পূর্ব্বক বিবিধ দ্রব্য লইয়া স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। ভারতের পশ্চিম উপকূলে সুপার, বারোচ, ও নীলেশ্বর-প্রভৃতি

(১) তস্যপুত্রস্তু মেধাবী ধার্ম্মিকঃ সত্যভূষণঃ।
বিজিত্য যাবনান্ দেশান্ নির্ম্মমে মেধিনাপুরীম্ ॥

১ম খণ্ড, লঘুভারত।

বহুসংখ্যক নগর অত্যুৎকৃষ্ট বাণিজ্যের স্থান ছিল। বিশেষতঃ, বারোচ নগর সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধি-যুক্ত ও বাণিজ্যের আড়ম্বরে পূর্ণ ছিল। (১)

হম্জা ও মসূদি-প্রভৃতি পারসীক ও আরবীয় গ্রন্থকারেরা এক-বাক্যে বলিয়াছেন যে, ভারতীয় সাংযাত্রিকেরা খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে এবং তাহার পরেও স্বকীয় সমুদ্র-পোত আরোহণ-পূর্ব্বক পারস্য সাগরে এবং টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিস্-নামক নদীতটে অবস্থিত হইয়া বাণিজ্য-ব্যাপার নির্ব্বাহ করিত। (২)

ইস্কন্দিয়ার (Xerxes)-নামক পারসীক সম্রাট্ তাঁহার সুবিখ্যাত যুদ্ধ-যাত্রাকালে বহুতর ভারতবর্ষীয় কুক্কুর সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। ঐ সকল কুক্কুর কাশ্মীরের সন্নিহিত কোন প্রদেশে উৎপন্ন হইত।

বাল্মীকি-রামায়ণে লিখিত আছে যে, যৎকালে ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন, তখন মাতুল কেকয়রাজ তাঁহাকে উৎকৃষ্ট কম্বল, অজিন, কুথ, মহামূল্য বস্ত্র ও স্বর্ণ নিষ্কাদির সহিত কতিপয় পুষ্ট ও বলিষ্ট কুক্কুর প্রদান করিয়াছিলেন। (৩)

যখন খলিফা-নামক ভূপালবর্গ বোগ্দাদ নগরে রাজ্য শাসন করেন, কতিপয় হিন্দুবীর দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র সহকারে যুদ্ধার্থ টাইগ্রীস্ নদীর তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা এই পথে যে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে যাতায়াত ছিল, তাহা অনুমিত হয়। (৪)

ইতিহাসে কথিত আছে যে ন্যূনাধিক ২৩৭৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ বুদ্ধদেব জন্মিবার ৮৭ বৎসর পূর্ব্বে যখন ইস্কন্দিয়ার বা জর্কসেস্ (Xerxes)-নামক পারসীক সম্রাট্ গ্রীসদেশ আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তখন হিন্দু সৈন্যগণ কার্পাসবস্ত্র পরিধান ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া তাহার সহিত গমন করিয়াছিল। (৫)

(১) Vincent's Commerce of the Ancients in the Indian Ocean.
(২) Journal Asiatique, p. 141, 306.
(৩) Vide Ramayan Ayodhyakand, Chap. 71.
(৪) Journal Asiatique, pp. 141, 306.
(৫) Herodotus, translated by Cary, p. 434.

(৬) পৃথ্বি-বিজয়ী মহাবীর সেকেন্দর সাহ (Alexander the Great) ৩২৭ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তাঁহার আক্রমণের কিঞ্চিৎকাল পর হইতেই ভারতের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্যের অভূতপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি সুপ্রণালীক্রমে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য সংস্থাপনের নিমিত্ত মানস করিয়াছিলেন, কিন্তু অবিলম্বে কালকবলে নিপতিত হওয়ায় স্বয়ং তাহা সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন না। পরে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ তাহার কিঞ্চিৎমাত্র সম্পাদন করিতে পারিয়াছিল।

যৎকালে গ্রীক্‌সম্রাট্ মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডরের (সেকেন্দর সাহ) সহিত পারসীক-রাজ দরায়ুসের যুদ্ধ হয়, তখন বহুসংখ্যক হিন্দুযোদ্ধা দরায়ুসের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত ছিল। (১)

যখন মহাবীর মাসিডনাধিপতি আলেক্‌জাণ্ডর নানা দেশ জয় করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন তিনি সহগামী বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ দ্বারা ভারতীয় রীতি, নীতি, আচার ও ব্যবহার এবং বিবিধ শিক্ষা অবগত হইয়াছিলেন। এই সময় ভারতবর্ষের ধান্য, শর্করা, কার্পাস, তৈল, শাল, লাক্ষা, গন্ধদ্রব্য, ভক্ষণীয় গন্ধদ্রব্য, পৈষ্টীসুরা, তালমদ্য, প্রভৃতি স্বভাবজ এবং শিল্পজাত বহুবিধ দ্রব্যের বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সময়ে বা ইহার পূর্ব্বে শর্করা, কার্পাস, ব্রীহি ও জটামাংসী-প্রভৃতির সংস্কৃত নাম অবিকল বা ঈষৎ বিকৃত হইয়া গ্রীক ও পারস্য ভাষায় মিশ্রিত হইয়াছিল।

আলেক্‌জাণ্ডরের অমাত্যগণ ভারতের উদ্ভিদ্-শোভা সন্দর্শন করিয়া পরম আহ্লাদ সহকারে তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে ইয়োরোপীয়গণ সেই সকল স্বভাবজাত বস্তু বাণিজ্যযোগে আহরণ করিয়াছিল। (২)

(১) Arian's History of Alexander's expedition, By Loose, Book 3, Chap. 11-13.

(২) Humboldts's Cosmos, by Sabine, p. 108-155

কথিত আছে যে, গ্রীসদেশে সচরাচর হিন্দু দাস ও দাসী প্রাপ্ত হওয়া যাইত। পিথাগোরস্, পিরো এবং ওনেসিক্রিটস্-প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিকগণ যে, ভারতবর্ষের পঞ্জাব-প্রভৃতি প্রদেশে আসিয়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র-সকল বিশেষতঃ বৌদ্ধদর্শন গুলি অধ্যয়ন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

গ্রীক্ ইতিহাস-কর্ত্তা হিরোডটাস্ কাস্পীয়ান্ সাগরের পূর্ব্বস্থিত দেশ-সকল অবগত ছিলেন। তাঁহার সময়ে কাস্পীয়ান্ সাগরে সামুদ্রিক পোতের যাতায়াত ছিল। পরেও সেকেন্দর সাহের (Alexander) পারসীক ও ভারতবর্ষ আক্রমণ সময়ে ভারতীয় দ্রব্যজাত চক্ষুস্ নদী দিয়া কাস্পীয় সাগরে এবং কৃষ্ণসাগরের তটে প্রেরিত হইত। এতদ্দ্বারা বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, হিরোডটাসেরও বহুকাল পূর্ব্বে এবম্প্রকার বাণিজ্য প্রচলিত ছিল।

কৃষ্ণসাগর ও কাস্পীয়ান্ সাগরের মধ্যস্থিত কল্‌চিস-নামক দেশে অদ্যাপি হিন্দুদিগের বসতি রহিয়াছে। হেসিচিয়স্-নামক কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, থ্রেস্‌দেশের সিন্ধি নামক লোকেরা ভারতবর্ষ হইতে তথায় গিয়া বাস করিয়াছিল। (১)

মহাবীর সেকেন্দর সাহের (Alexander) পোতাধ্যক্ষ নিয়ার্কসের লিপিতে স্পষ্টই জানা যায়, ঐ সময়ে সিংহলদ্বীপ-জাত মুক্তা পারসীকাদি দেশে সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এবং পারসীক সাগরের মোহানায় দারুচিনি প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যের একটা গঞ্জ ছিল। পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে যে, ফিনিসিয়ান্ বণিকেরা পারসীক সাগরোপকূলে বাস করিয়া স্বদেশে দারুচিনি প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করিত। অতএব এই সমস্ত বিবরণ পাঠে স্পষ্টই জানা যায় যে, বেবিলনিক রাজ্যের প্রাদুর্ভাবকালে এবং তৎপরবর্ত্তী প্রাথমিক পারসীক সম্রাট্‌গণের সময়ে সমুদ্রপথে তত্তৎদেশীয় বণিক্‌গণের সহিত দাক্ষিণাত্য ও সিংহলীয় বণিক্‌দিগের বিস্তৃতরূপ বাণিজ্য প্রচলিত ছিল।

এই বাণিজ্যযোগে ভারতবর্ষ হইতে গজদন্ত, মুক্তা, আবলুসকাষ্ঠ,

(১) Heeren's Scythians, &c.

দারুচিনি এবং অন্যান্য তেজস্কর ভক্ষ্য ও গন্ধদ্রব্য-সকল পূর্ব্বোক্ত দেশ-সমূহে প্রেরিত হইত। (১)

পরবর্ত্তী কালে সেকেন্দর সাহের (Alexander) কোন অমাত্যের বংশজাত টলেমি-নামক নৃপতিগণ মিশররাজ্যের অধিকারী হইয়া অতিশয় যত্ন ও উৎসাহ সহকারে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের সূত্রপাত করেন। তাঁহাদিগের রাজ্যকালে ফিনিসিয়া দেশস্থিত টায়ার নগরের পরিবর্ত্তে মিশররাজ্যের রাজধানী আলেক্জাণ্ড্রিয়া নগরী ভারতীয় পণ্যদ্রব্য-জাতের গঞ্জ স্বরূপ হইয়াছিল। ঐ সকল ভারতীয় দ্রব্য তথা হইতে ইয়োরোপখণ্ডের সমস্ত দেশে প্রেরিত হইত।

পরে যখন রোমীয় সম্রাটেরা মিশরীয় ভূপতিগণকে রণে পরাজিত করিয়া মিশরদেশ অধিকার করিলেন, তখনও এই বাণিজ্যের কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল না। (২)

রোমীয় লোকেরা অত্যন্ত বিলাসী ও ভোগাসক্ত ছিল। তাহারা এরূপ সুখাসক্ত ছিল যে, এক মোহর দিয়া এক তোলা রেশম ক্রয় করিত। সুতরাং উপাদেয় সুভোগ্য সামগ্রীর লোভে রোমীয়েরা সবিশেষ মনোযোগ-পূর্ব্বক ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। তাহাদিগকে আর পূর্ব্বের ন্যায় ভারতীয় পণ্যদ্রব্য প্রাপ্তি বিষয়ে আরবীয় বণিক্দিগের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইয়াছিল না। গ্রীক্ ও রোমীয়দিগের অধিকার সময়ে লোহিত সাগর হইতে বহুসংখ্যক সমুদ্রযান ভারতবর্ষে গমনাগমন করিত। এমন কি, রোমীয়েরা জল-পথে চীনদেশেও উপনীত হইয়াছিল। (৩)

পূর্ব্বে সাংযাত্রিকেরা আরব ও পারসীক বেলাভূমির নিকট দিয়া পোত চালনা করিত। হিপালস্-নামা এক রোম দেশীয় নাবিক ভারত সাগরীয় বায়ু-প্রবাহের নিয়ম নিরূপণ করাতে নাবিকেরা তট পরিত্যাগ করিয়া মহাসাগরের মধ্যস্থান দিয়া পোত চালনা আরম্ভ করে। বিন্সেণ্ট

(১) Heeren's Babylonians.
(২) Vincent's Commerce of the Ancients in the Indian Ocean.
(৩) Humboldt's Cosmos, Sabine, p. 188.

সাহেব অনুমান করেন যে, হিপালস্ ভারতবর্ষীয় অথবা আরবীয় নাবিকদিগের নিকট এই বায়ু-প্রবাহের নিয়ম শিক্ষা করিয়াছিলেন। এতদ্দারা ভারতীয় বাণিজ্যের পথ পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ এবং তন্নিবন্ধন বাণিজ্যও সুলভ হইয়াছিল। (১)

১৯৬৪ বৎসর পূর্ব্বে (অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দের ৬০ বৎসর পূর্ব্বে যৎকালে মহারাজ বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসন সুশোভিত করেন, তখন কতিপয় হিন্দু বণিক্ সামুদ্রিক পোত আরোহণ-পূর্ব্বক ইয়োরোপ খণ্ডের অন্তর্গত জর্ম্মণ সাগরে উপস্থিত হইয়াছিল এবং তথায় তাহারা ভগ্ন তরণি লইয়া জর্ম্মাণ দেশের সমুদ্র-তটে উপনীত হয়। পরে সুয়েবিয়া দেশের রাজা তাহাদিগকে লইয়া রোমীয়রাজ প্রতিনিধির নিকট প্রেরণ করেন। (২)

(১) Vincent's Commerce of the Ancients in the Indian Ocean, Vol. II, pp. 47, 467, 469.

(২) Cornelius Neposde septentrionali circuitu tradit Quinto Metello Celeri, Lucii in consulatu collegæ, sed tum Galliæ proconsuli ; Indos a rege Suevorum dono datos ; qui ea India commercii causa navigantes, tempestatibus essent in Germanium a Inepti." Pliny, lib, 11, s. 67.

"Pliny the elder relates the fact, after Cornelius Nepos, who, in his account of a voyage to the North, says, that in the consulship of Quintus Metellus Ciler, and Lucius Afranius (B. C. 60), certain Indians, who had embarked on a commercial voyage, were cast away on the coast of Germany, and given as a present by the king of the Suevians, to Metellus, who was at that time proconsulor governor of Gaul."

The work of Cornelius Nepos has not come down to us, and Pliny, as it seems, has abridged too much. The whole tract would have furnished a considerable event in the history of navigation. At present we are left to conjecture, whether the Indian adventurers sailed round the Cape of Good Hope, through the Atlantic Ocean, and thence into the Northern Seas ; or whether they made a voyage still more extraordinary, passing the island of Japan, the coast of Siberia, Kamskatka, Zemblar, in th Frozen Ocean, and thence round Lapland and Norway, either in the Baltic or German Ocean. Tacitus translated by Murphy,

Philadelphia, P. 606, Note 2.

(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা)

সর্ব্বাগ্রে হিন্দু ভিন্ন পৃথিবীর কোন প্রাচীন জাতীয় লোক পোতারূঢ় হইয়া ঈদৃশ সুদীর্ঘ পথ গমন করেন নাই। ফিনিসিয়াদেশীয় জগদ্বিখ্যাত দুঃসাহসিক সাংযাত্রিকেরাও স্বদেশ হইতে এরূপ দূরতর দেশ কখনও দর্শন করে নাই। এই হিন্দু নাবিকেরা উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) ঘুরিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর দিয়া অথবা ভারত, প্রশান্ত ও উত্তর মহাসাগর গুলি দিয়া পূর্ব্বোক্ত সাগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ইহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু এই মহাসাহসিক হিন্দু নাবিকগণ যে জগদ্বিখ্যাত কলম্বস্ বা বাস্কোডিগামার ন্যায় মহাযশস্বী হইয়া রহিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

হিন্দুরা পোতারোহণ করিয়া যে, ইয়োরোপ খণ্ডের নানা স্থানে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন, তাহার একটী বিশিষ্ট প্রমাণ ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ঐ বৎসরে ইংলণ্ডের কোন স্থানে মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একখানি তাম্রফলক প্রাপ্ত হওয়া যায়। মোক্ষমূলর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা তাহা পাঠ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, খ্রীষ্ট জন্মিবার ২২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয়েরা ইংলণ্ডে বাণিজ্যার্থী হইয়া গমনাগমন করিতেন। ঐ শিল্পলিপি ইংলণ্ডস্থ চিত্রশালিকায় রহিয়াছে (সোমপ্রকাশ সংবাদপত্র, শকাব্দ ১৭৮৩, ভাদ্র)।

মহাত্মা কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার করিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই চীন ও ভারতবর্ষে তামাক প্রচলিত আছে (বিবিধার্থ সংগ্রহ, ৫ম পর্ব্ব, ৫৮ খণ্ড) তামাক যে, টোবাগোনামক দ্বীপের স্বাভাবিক উদ্ভিদ, এবং ঐ দ্বীপের নামানুসারেই যে, উহার নামকরণ হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষীয় বণিকেরা যে, বাণিজ্য-যোগে আমেরিকা হইতে তামাক স্বদেশে আনয়ন করিয়াছিল, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। মহাভারতে লিখিত আছে যে, "ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সঙ্গে লইয়া পাতালবাসী (আমেরিকাবাসী) বলিরাজার নিকট গিয়াছিলেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের কালে ভারতে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য

এই উভয়বিধ বাণিজ্যেরই সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তৎকালে সিংহল, গুজরাট, কচ্ছ, উজ্জয়িনী, গৌড়, বঙ্গ ও মগধ দেশে সওদাগরেরা পোত-যোগে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। (১)

কর্নেল উইল্‌ফোর্ড বলেন যে, খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষের অনেক লোক মিশর দেশের রাজধানী আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নগরীতে গিয়া অবস্থান করিত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে সেবেরস্ (Severus)-নামক এক পণ্ডিত উক্ত নগরীস্থ স্বীয় ভবনে বহুতর ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও ভদ্রতা প্রদর্শন করেন। তণ্ডুল ও খর্জ্জুর সেই ব্রাহ্মণদিগের খাদ্য এবং জল মাত্র তাঁহাদিগের পানীয় ছিল। (২)

দাক্ষিণাত্যের উপকূলবর্ত্তী পাণ্ড্যরাজ্যের কোন রাজা রোম সম্রাট্ আগস্টসের সহিত মিত্রতা স্থাপনার্থ দুইবার দূত প্রেরণ করেন। ২৬ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে প্রথমবার প্রেরিত দূতগণের সহিত স্পেনদেশে আগস্টসের সাক্ষাৎ হয়। পরবৎসর দ্বিতীয়বার দূতেরা সেমস্ (Samos) দ্বীপে যাইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করেন। আটজন হিন্দুভৃত্য সর্ব্বাঙ্গে গন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া সম্রাট্ আগস্টসের নিকটে উপহার সামগ্রী-সকল উপস্থিত করে। ঐ সকল অসাধারণ উপঢৌকন-দ্রব্যগুলির মধ্যে বৃহৎকায় জরায়ুজ সর্প, দশহস্তাধিক দীর্ঘ এক অণ্ডজসর্প, প্রায় তিন হস্ত দীর্ঘ এক নদীজাত কচ্ছপ, এবং গৃধ্রাপেক্ষা বৃহৎ এক তিত্তিরি-পক্ষীর উল্লেখ রহিয়াছে।

এই দূতগণের মধ্যে অনেকেরই প্রত্যাবর্ত্তন-পথে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। যে তিন জন জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের সহিত সিরিয়া দেশের

(১) তদৈব সিংহলদ্বীপে কচ্ছে উজ্জয়িনীপুরে।
প্রাদুর্ভাবো মহানাসীৎ বাণিজ্যব্যবসায়িনাম্ ॥
গুর্জ্জরাটে তথা গৌড়ে বঙ্গেচ মগধেষুচ।
বাণিজ্যং চক্রিরে সর্ব্বে পোতারূঢ়াঃ সদাগরাঃ ॥

১ম খণ্ড, লঘুভারত।

(২) Asiatic Researches, Vol. X, pp. 113-114.

অন্তর্গত দামস্ক (Damascus) নগরবাসী নিকোলস্-নামক ইতিহাস-বেত্তার আলাপ হইয়াছিল। ইনি ইতিহাসে লিখিয়াছিলেন যে, হিন্দু-রাজা দূতগণের সহিত গ্রীক ভাষায় লিখিত একপত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রের মর্ম্ম এই যে :—

" আমি ছয় শত রাজার অধীশ্বর, আপনার সহিত মিত্রতা লাভ আমার পরম প্রার্থনীয়, আমি সর্ব্বপ্রকার যুক্তিসিদ্ধ বিষয়ে যথাশক্তি আপনার কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

দূতগণের মধ্যে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি এথেন্স নগরে অগ্নিতে দেহত্যাগ করিয়া পরলোক যাত্রা করেন। তাহার সমাধিস্থানে এইরূপ শিল্প আছে যে,—

" বার্গোসাবাসী জর্ম্মণোচাগস্ (Zermanochagas শর্ম্মণাচার্য্য বা অন্য কোন শব্দের অপভ্রংশ)-নামক হিন্দু এই স্থানে স্থিতি করিতেছেন। তিনি স্বদেশীয় লোকের রীত্যনুসারে স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।" সম্রাট্ আগষ্টসের নিকট লিপি প্রেরণ এবং পূর্ব্বোল্লিখিত আণ্ডিয়াকসের্ সমীপে একজন গ্রীক্ পণ্ডিত আনয়নার্থ পত্র প্রেরণ ইত্যাদি কারণে বোধ হয় যে, প্রাচীন কালীয় হিন্দু নৃপতিগণ গ্রীক্‌ভাষা শিক্ষা করিতেন। পরন্তু নানা দেশের ভাষা শিক্ষা করা রাজপুত্রদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। রাজা দুর্য্যোধনের পুরোচন-নামক একজন গ্রীক্‌ভাষী যবন মন্ত্রী ছিলেন।

অরিলিয়ন্ (Aurilian)-নামক রোমীয় সম্রাট্ তাতমোর (Tatmor or Palmyra) প্রদেশ জয় করিলে হিন্দুরা তাঁহার নিকট রাজদূত ও বহুমূল্য উপহার-সকল প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিজয় লাভান্তে অতি সজ্জায় নগর প্রবেশ কালে হিন্দুগণ আনন্দ প্রকাশার্থ তথায় উপস্থিত ছিল। (১)

ইহা কথিত আছে যে, ভারতবর্ষীয় দুই জন মণ্ডলেশ্বর

(১) Strabo cited in the Universal History.

ডায়োক্লীসিয়ান্ ও মেক্‌সিমিয়ান্ (Dioclisian and Maximian)-নামক রোমীয় সম্রাট্‌গণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১)

যে সকল নৃপতি কনষ্টাণ্টাইন্ (Constantine)-নামক রোমীয় সম্রাটের সহিত মিত্রতা সাধনার্থ তাঁহার নিকট রাজদূত সমভিব্যাহারে বহুমূল্য উপহার সামগ্রী-সকল প্রেরণ করেন, তন্মধ্যে হিন্দুরাজগণও ছিলেন। কোন হিন্দু নরপতি আবার বিস্তর আশ্চর্য্যজনক উপঢৌকন দিয়াছিলেন। (২)

ইতিহাস পাঠে সকলেই অবগত আছেন যে, ভারতবর্ষীয় ভূপতিবর্গ এণ্টিয়োনাইনাস্ পায়াস্ (Antioninus Pius) থিয়োডোশিয়াস্ (Theodosius) ও হিরাক্লাইয়াস্ (Heraclius) এবং জষ্টিনিয়ান্ (Justinian)-নামক রোমীয় সম্রাট্‌গণের সমীপে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। *

খ্রীষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষীয় ফলিত-জ্যোতির্ব্বেত্তা পণ্ডিতেরা রোমনগরে অবস্থান করিয়া ফলাফল গণনার্থ নিযুক্ত থাকিতেন। (৩)

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর সুবিখ্যাত রোমীয় পণ্ডিত স্ত্রাবো এবং খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পণ্ডিত ডাইয়ো বলিয়াছেন যে, প্রায় বিংশতি খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে পাণ্ড্যদেশীয় কোন রাজা রোমীয় সম্রাট্‌দিগের নিকট যে সকল দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে খড়্গ শর্ম্মণ্ নামে এক ব্রাহ্মণও ছিলেন। (৪)

মহারাজ বিক্রমাদিত্য-সংবতের প্রথম শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুরা যে রোম রাজ্যে গমনাগমন করিত, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে প্রাণপুরী-নামক ঊর্দ্ধবাহু এক সন্ন্যাসী

(১) Universal History, Vol XX, pp. 104-105.
(২) Ibid, p. 105.
* Universal History, Vol. XX, pp. 104—107.
(৩) Juvenal Satire, Sat—6th.
(৪) Asiatic R., Vol. X, p. 9, and Royal Asiatic Society, No. 6.

মালয়, সিংহলদ্বীপ, হিংলাজ (১) পারসীক, খারকদ্বীপ, আরব, বোখারা, তুর্কী, অস্ত্রাকান, এবং ইয়োরোপীয় রুষিয়ার অন্তঃপাতী মস্কোনগর পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, বসোরা নগরে বিষ্করাও এবং কল্যাণরাও নামে দুইটী বিষ্ণু মূর্ত্তি স্থাপিত আছে, এবং বসোরা, মস্কাট, খরকদ্বীপ, বোখারা ও অস্ত্রাকান্ নগরে বিস্তর হিন্দুর বসতি আছে। (২)

"চিরদিন কখনো সমানে না যায়"—প্রাচীন ভারতে যখন সূর্য্যকুল-তিলক মহারাজ রামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, তখন আর্য্য ও ম্লেচ্ছ রাজগণ বহুমূল্য উপহার লইয়া তাঁহার রাজধানীতে উপস্থিত হইত। যখন আবার চন্দ্রবংশাবতংস রাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে বিরাজিত, তখন তদনুষ্ঠিত রাজসূয় মহাযজ্ঞে তৎকাল-বিদিত ভূমণ্ডলের সর্ব্বদেশীয় আর্য্য, যবন ও ম্লেচ্ছ ভূপালবর্গ বহুবিধ মহার্ঘ উপঢৌকন লইয়া তাঁহার সভা দ্বারে উপনীত হইয়াছিল।

হায়, সে ভারতভূমি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হয় নাই! কিন্তু সে ভারত যে এই ভারত, ইহা কিম্বদন্তী বিনা চেনা সুকঠিন! সে অযোধ্যা ও সে ইন্দ্রপ্রস্থকে এখন খুঁজিয়া লইতে হয়!

কোথায় বা তাহাদিগের শৌর্য্য ও বীর্য্য—কোথায় বা তাহাদের সেই সার্ব্বভৌমিক আধিপত্য! এইক্ষণ সমস্তই কালের নিয়তাবর্ত্তনে বিলুপ্ত!

যে রোম এক সময় ভূমণ্ডলের অধিকাংশের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল; যে রোমের প্রতাপে এক সময় সমস্ত পৃথিবী বিকম্পিত ও ইঙ্গিতে পরিচালিত হইত; যাহার সম্রাট্গণের মনস্তুষ্টি সাধনার্থ ভারতবর্ষীয় ভূপালগণও বহুবিধ মহার্হ উপহার-সকল নিজ নিজ দূতগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিতেন; সেই

(১) পারস্য দেশের অন্তর্গত নগর। এই স্থানে হিন্দুদের মহা পীঠ ও নানাবিধ দেব দেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে।

"ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ।" পীঠমালা।

(২) Asiatic Researches, Vol. V.

ভুবন-বিখ্যাত মহামহিমান্বিত রোমের শৌর্য্য বীর্য্য প্রতাপ ও গৌরব কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছিল।

বিখ্যাত রোমীয় সম্রাটেরাও ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যকে বহুকাল একচেটিয়া করিয়া রাখিতে পারেন নাই।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে কস্‌মস্‌নামা এক মিশরদেশীয় বণিক্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, তৎকালে ভারত মহাসাগরে রোমীয়দিগের আধিপত্যের লাঘব হওয়ায় পারসীক লোকদিগের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল। ফলতঃ, তৎকালে রোম-সাম্রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হওয়ায় তাহার সৌভাগ্য-রবি চিরকাল তরে অস্তমিত হইতেছিল। রোমকেরা নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর অসভ্যলোকদিগের কঠোর হস্তে পতিত হইয়া ভারতবর্ষীয় সুখভোগ্য সামগ্রী-ভোগে নিরস্ত এবং তাহাদিগের বাণিজ্যও নিবৃত্ত হইয়া গেল।

রোমীয় বণিক্‌দিগের প্রভাব বিনষ্ট হইলে পারসীক বণিক্‌দিগের সৌভাগ্য-রবি সমুদিত হইল। তাহারা দাক্ষিণাত্যের উপকূলে ও সিংহলে সতত যাতায়াত করিতে লাগিল এবং সেই সেই স্থানে বসতি করিতে লাগিল। তাহারা ভারতীয় ও সিংহলীয় মহামূল্য পণ্যদ্রব্য-সকল স্বদেশে লইয়া টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদী দিয়া নানা দেশে প্রেরণ করিতেছিল।

এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে বিজয়োন্মত্ত মহাপরাক্রান্ত আরবীয় লোকেরা পারসীক ও মিশরদেশ অধিকার করিল। তাহারা সমৃদ্ধি সাধন জন্য বাণিজ্যে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিয়া তদর্থে চীনদেশেও যাইয়া বাস করিয়াছিল। পরে সুপ্রসিদ্ধ ওমর-নামক খলিফা পারস্য সাগরের কিঞ্চিৎ উত্তরে বসোরা-নামক এক নগর স্থাপন করিয়া তাহা ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান স্থান করিয়া তুলিল। এইরূপে যখন পারসীক ও আরবীয় বণিক্‌দল বাণিজ্যকার্য্যে নিতান্ত ব্যাপৃত, তৎকালে ভারতবর্ষীয় ও চীন দেশীয় বণিকেরা স্বদেশীয় সুভোগ্য দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্য-সকল দ্বারা পোতাবলী পরিপূরিত করিয়া পারস্য সাগর উত্তরণ পূর্ব্বক টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদী প্রবেশ করত তত্তৎপ্রদেশীয় জনগণের ভোগতৃষ্ণা

চরিতার্থ করিত। (১) কিছু দিন হইল একটী মিশরদেশীয় অবরুদ্ধ পিরামিডের অভ্যন্তরে দুইটী চীনদেশীয় বোতল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ফলতঃ প্রাচীন কাল হইতে ভারতে পর্টুগীজদের আগমন পর্য্যন্ত সমুদ্র-পথে এবং স্থলপথস্থিত মরুপ্রদেশ ও বন পর্ব্বতাদি অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের সহিত ইয়োরোপের বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। (২) মুসলমান-দিগের ভারতবর্ষাধিকারের পূর্ব্বে ভারতবহিস্থ পশ্চিমাদি ভূভাগের সহিত ভারতবর্ষের যেরূপ বাণিজ্য বিষয়ক সংস্রব ছিল, তাহা যথাজ্ঞান আলোচিত হইল। পশ্চিমাদি ভূভাগের সহিত প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যটী যে জলপথে সম্পাদিত হইত, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; কিন্তু সেই স্থলপথ ও জলপথ গুলি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হয় নাই বলিয়া আমরা তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজনীয় বোধ করি।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সাময়িক বিবরণে জানা যায় যে, তৎকালে গঙ্গাতীরস্থিত পাটুলিপুত্র (বর্ত্তমান পাটনা) হইতে লাহোর (লব-কোট্ট) নগর দিয়া পঞ্জাবের (পঞ্চনদের) পশ্চিমোত্তর ভাগে তক্ষশিলা (Taxila) নগরী পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত রথ্যা ছিল। (৩) রামায়ণ ও মহাভারতে হিন্দুদিগের রথারোহণ পূর্ব্বক স্বদেশ ও বিদেশ গমনের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাতে এই প্রসিদ্ধ পথটী অতি পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত এবং তদ্দারা ভারতবর্ষীয় পণ্যদ্রব্য-সকল পাশ্চাত্য ভূভাগস্থিত প্রাচীনদেশ-সমূহে প্রেরিত হওয়া অতীব সম্ভাবিত বলিয়া বোধ হয়। (৪)

ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা হইতে কাবুলের মধ্য ও পারসীক মরু-ক্ষেত্রের উত্তরাংশ দিয়া ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত যে প্রসিদ্ধ পথ এবং তাহার যতগুলি শাখা মার্গ ছিল, সেই গুলি দিয়া ভারতীয় পণ্যদ্রব্য জাত পূর্ব্বোক্ত দেশ-সমূহে প্রেরিত হইত।

(১) Journal Asiatique, p. 306. Robert's India, Sections II and III.
(২) Tytler's Universal History.
(৩) Vide ১ম খণ্ড, লঘুভারত।
(৪) Herren's Indians, Chap. XI.

অপিচ, ঐ প্রশস্ত পথটী অত্যন্ত দুর্গম ছিল। ঐ পথে উচ্চ পর্ব্বত-মালা, সুবিস্তৃত প্রান্তর, দুর্গম অরণ্য-সকল অতিক্রম পূর্ব্বক মহাবল দস্যুদলের হস্ত হইতে আত্ম-রক্ষা করিয়া সার্থবাহবণিক্‌গণকে পণ্য দ্রব্যজাত লইয়া যাইতে হইত। কিন্তু মনুষ্যের ভোগ লালসা ধন-তৃষ্ণা এতই বলবতী যে, তাহারা এই সকল বাধা ও বিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া বহুকষ্টে বাণিজ্য ব্যাপার নির্ব্বাহ করিত। পরন্তু পরমেশ্বর বাণিজ্য-যান উষ্ট্রনামক মহোপকারী পশুর সৃষ্টি করায় এই প্রকার কষ্টসাধ্য বাণিজ্যের অনেক সৌকর্য্য সাধিত হইয়াছিল। উত্তরে কাস্পীয়ান্ সাগরের পারস্থিত সুবিস্তৃত পতিত দেশ হইতে দক্ষিণে আরব দেশীয় মহা মরুভূমি পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানেই এই উষ্ট্র-নামক মহোপকারী জন্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়। উষ্ট্র গুলি প্রতপ্ত মরুভূমি ও দুর্গম প্রান্তর দিয়া অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে। তাহারা পৃষ্ঠোপরি ষোড়শ মণ ভার লইয়া অনাহারে বা কণ্টক ভোজন করিয়া এক বিন্দু জলও পান না করিয়া দ্রুতপদে সচরাচর প্রতিদিন ১৭ বা ১৮ ক্রোশ পথ ভ্রমণ করিয়া থাকে। যদিও আশিয়াবাসী বণিক্‌দল হয়, হস্তী, অশ্বতর ও গর্দ্দভ-প্রভৃতি বাণিজ্য নির্ব্বাহার্থ ব্যবহার করে, কিন্তু উষ্ট্র না থাকিলে তাহাদিগের অগ্নিময় মরুভূমি ও সুদারুণ প্রান্তর অতিক্রম করিয়া বাণিজ্য কার্য্য সম্পন্ন করা অতীব সুকঠিন হইত। পূর্ব্বকালে বণিকেরা দলবদ্ধ হইয়া এবং পশুযান দ্বারা পণ্যদ্রব্য-সকল নানা দেশে লইয়া যাইত বলিয়া তাহাদের কষ্টের অনেক লাঘব হইয়াছিল। পরন্তু অতি পূর্ব্বকাল হইতে আশিয়া খণ্ডের দক্ষিণ ভাগস্থিত বেবিলন ও পারসীক-প্রভৃতি দেশের নরপতিগণের রাজ্যকালে রাজ্যের সর্ব্বত্র যাতায়াত ও যোগাযোগ সাধনার্থ বহুধন-সাধিত সুপ্রশস্ত রথ্যা-সকল প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ সকল রাজমার্গের স্থানে স্থানে পথিকগণের শ্রমাপনোদনার্থ পান্থশালা-সকল নির্ম্মিত হয়। পরে মুসলমান ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে উক্ত পান্থ-নিবাসগুলির বিশিষ্টরূপ বাহুল্য হইয়াছিল, কারণ, কোরাণ শাস্ত্রে পান্থ-শালা প্রতিষ্ঠা অতীব ধর্ম্মজনক কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

পরন্তু বাইবেল্ শাস্ত্রে ও ইতিহাসকার হিরোডটাসের গ্রন্থে ইহা

বিলক্ষণ প্রমাণিত হইয়াছে যে, অতি পূর্ব্বকালেও পথিমধ্যে বিশ্রামার্থ পান্থশালা-সকল নির্ম্মিত হইত। (১)

(খ) অপিচ, ভারতবর্ষীয় পণ্যদ্রব্যজাত কাবুল ও বাখ্‌তর নগর দিয়া আশিয়া খণ্ডের মধ্যভাগে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হইত। অধুনাতন কালীয় বোখারা নগরীর ন্যায় প্রাচীনকালে বাখ্‌তর নগর একটী উৎকৃষ্ট বাণিজ্যস্থান ছিল। ভারতীয় পণ্যদ্রব্য-সকল প্রথমতঃ বাখ্‌তর ও সমরকন্দ নগরে প্রেরিত হইত; তথা হইতে ক্রমে উত্তরে তাতার প্রভৃতি ও পশ্চিমে কাস্পীয়ান্ সাগর দিয়া কৃষ্ণ সাগর তীরস্থিত বহু-সংখ্যক নগরে প্রেরিত হইত। পূর্ব্বদিকে আবার গোবি-নামক মরুভূমির সমীপবর্ত্তী দেশ দিয়া উক্ত পণ্য দ্রব্যগুলি চীন রাজ্যেও প্রেরিত হইত। (২)

বর্ত্তমান কালে যেমন হিন্দু-বণিকেরা বোখারা প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ পূর্ব্বকালেও তাহারা বাণিজ্যার্থ আশিয়া খণ্ডের মধ্যভাগস্থিত নানাদেশে বাস করিয়াছিল। সাইবিরিয়া দেশে নানাবিধ হিন্দুদেব-মূর্ত্তি-সকল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

(গ) যেমন স্থল পথ দ্বারা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর ভাগের সহিত পারসীক আরব, ও বেবিলন্-প্রভৃতি দেশের বাণিজ্য কার্য্য চলিত, তেমনি আবার সমুদ্র-পথ দ্বারা দাক্ষিণাত্যের সহিত সেই সেই দেশের বাণিজ্য বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ফিনিসীয় বণিকেরা পারসীক সাগর-তীরে আসিয়া বসতি করিয়াছিল এবং তথা হইতে তাহারা বাহুল্যরূপে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। এতদ্ব্যতীত ইশেয়া, ঈস্কালস্ ও অগথরচাইডিস্-প্রভৃতি (Isaiah, Aeschylus, Agathorchides, etc.) গ্রন্থকারগণ বলিয়াছেন যে, বেবিলন দেশীয় বণিক্‌দিগের সমুদ্রযাত্রা ছিল।

(১) Macpherson's Annals of Commerce, Vol I, p. 9.

(২) Asiatic Researches, Vol X, p. 107.

তাহারা পারসীক সাগরের তীরস্থিত গেরা-নামক স্থানে আসিয়া বসতি করিয়াছিল। উক্ত গেরা ও তৎসমীপবর্ত্তী কতিপয় দ্বীপ তাহাদের গঞ্জ স্বরূপ ছিল। বণিকেরা সেই সকল স্থান হইতে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য-সকল ক্রয় করিয়া মিশর ও বেবিলনে এবং তথা হইতে অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিত।

প্রাচীনকালে ভারতবাসিগণ নির্বীর্য্য, নিরুদ্যম, ভীরু ও কাপুরুষ ছিলেন না। তখন তাঁহাদের হৃদয় দারাপত্যের মুখ-দর্শনাভাবে তাদৃশ ব্যাকুল হইত না। তখন তাঁহাদিগকে গৃহাসক্তি পীড়ায় (Home-sickness) ধরে নাই। তৎকালে তাঁহারা জন্মভূমির সমৃদ্ধি সাধনে, তাহার স্বাধীনতা রক্ষণে ও প্রিয়কার্য্য সম্পাদনে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তখন তাঁহারা মূত্র-পুরীষাদিপূর্ণ ক্ষণ-বিনশ্বর দেহে অনাসক্তি প্রদর্শন-পূর্ব্বক অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে হেয় জ্ঞান করিয়া কেবল নির্ম্মল চিরস্থায়ী কীর্ত্তিলাভ দ্বারা চিরস্মরণীয় হইতে প্রয়াসী ছিলেন। তখন সমুদ্র-যাত্রা ও বিদেশ গমন পাপজনক বলিয়া শাস্ত্রের অপব্যাখ্যার আবশ্যকতা ছিল না। পরে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ পতনের সঙ্গে সঙ্গেই যে তাদৃশ কাপুরুষোচিত অপব্যাখ্যা-সকল কল্পিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অতি প্রাচীন কাল হইতে হিন্দুরা যে ভারত-বহির্ভূত দেশ-সমূহে গমনাগমন এমন কি, সেই সেই দেশে গিয়া বসতি করিয়াছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন শাস্ত্রে ও অন্য জাতীয় গ্রন্থে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতি পুরাতনকালে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিবর্গ এবং পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধগণ যে ভারত বহিস্থ ভূভাগে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(১) লিপি আছে যে, ত্রেতাযুগের শেষে যে সকল পুরুবংশীয় নৃপতিগণ হিমালয়ের উত্তর প্রদেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মরুত্ত-নামক প্রসিদ্ধ নরপতি হিমালয় প্রদেশে বাস করিয়া একটী মহা যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পরে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সেই

যজ্ঞীয় সুবর্ণাদি পাত্র সকল ময়দানব দ্বারা আনয়ন করাইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। *

(২) পারসীক দেশের উত্তরস্থিত উত্তর জ্যোতিষদেশে যযাতিপুত্র অনুর বংশোদ্ভব একশত নৃপতি ম্লেচ্ছগণের অধিপতি হইয়াছিলেন।

(৩) অনুবংশীয় সুদান ও বামদেব-প্রভৃতি ঋষিকদেশের (আশিয়াস্থিত রুষিয়া) ম্লেচ্ছ নরপতিগণ কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন।

(৪) বুদ্ধদেব জন্মিবার পূর্ব্বে মগধদেশে, চেদিবংশীয় নৃপতিবর্গ রাজদ্রোহী হইলে কৌশাম্বীপতি রিপুঞ্জয়-নন্দন রাজা শিশুনাগ সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থিত মক্কাপ্রদেশে যাইয়া হস্তিনাপুরী তুল্য বৃহদট্টালিকাময়ী মক্কা নাম্নী এক মহতী পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি এই মক্কা নগরীতে এক শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া শৈবধর্ম্ম প্রচার করেন। এই মক্কা প্রদেশেই পূর্ব্বকালে পাণ্ডববংশীয় এক রাজা মেধিনা নাম্নী পুরী সংস্থাপিত করেন। পরে পারস্য সম্রাট্ দারায়ুস্ মেধিনাপুরী জয় করিলে, রাজা শিশুনাগ তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া কেবলমাত্র মক্কা ও মেধিনাপুরী শাসন করিয়াছিলেন। যখন মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মগধসিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তখন প্রবল প্রতাপ যবনগণ ভয়ানক সংগ্রাম করিয়া মেধিনাপুরী জয় করিয়াছিল। (১)

* নৃপাঃ পৌরব-বংশীয়াঃ ক্ষত্রিয়াবহুযোজনাঃ।
আসন্ হিমালয়েদেশে সন্ধ্যাংশে দ্বাপরস্তচ॥
তেষামেকঃ প্রসিদ্ধশ্চ মরুত্তো নামভূপতিঃ।
উষিত্বা হিমবৎ পার্শ্বে মহাযজ্ঞঞ্চকারহ॥
নিবৃত্তে ভারতে যুদ্ধে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
তদ্‌যজ্ঞপাত্রাণ্যানীয় হয়মেধেন চেষ্টবান্॥ ১ম খণ্ড, লঘুভারত।

(১) উত্তর জ্যোতিষে দেশে পারসীকস্যচোত্তরে।
ম্লেচ্ছাধিপতয়োঽভূবন্ অনুবংশাঃ শতং নৃপাঃ॥
সুদামবামদেবাশ্চ ঋষিকেশ্বর-ভূভুজঃ।
তে হ্যনুবংশা নৃপানষ্টাঃ কুরুপাণ্ডবয়োরণে॥
চেদিবিদ্রোহসময়ে রিপুঞ্জয়সুতবংশজঃ।
সিন্ধোঃ পাশ্চাত্য দেশেতু মক্কায়াং কৃতবান্ পুরীং॥
সমেধাবী পুংস্তত্র কৃতবান্ নগরং মহৎ।
হস্তিনা নগরীতুল্যং বৃহদট্টালিকাময়ং॥

(৫) শাক্যবংশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নৃপতি পূর্ব্বদেশের রাজা ছিলেন। তিনি গঙ্গাতীরপ্রদেশস্থ কলিঙ্গ-নামক নগরে বাস করিতেন। ইনি কলিঙ্গের দক্ষিণে সুমাত্রা নাম্নী একটী পুরী নির্ম্মাণ করেন। অদ্যাপি এই সুমিত্র রাজার নামে অভিহিত সুমিত্র-দ্বীপ (Sumatra) সাগরের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছে। (২)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মগধদেশ হইতে এবং দাক্ষিণাত্য-প্রভৃতি স্থান হইতে হিন্দুনৃপতি ও হিন্দুবণিক্‌গণ সুখতরদ্বীপে ও মিশ্রদেশে এবং আফ্রিকাখণ্ডের পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী স্থান-সমূহে বাণিজ্যার্থ গিয়া বসতি করিয়াছিল।

(৬) বৌদ্ধদিগের বিনয়-শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, গৌতম বৌদ্ধের সময়ে অর্থাৎ ন্যূনাধিক ২৪৩৪ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্বে পূর্ণ-নামক এক হিন্দুবণিক্ ছয়বার সমুদ্রযাত্রা ও সামুদ্রিক বাণিজ্য সম্পাদন করিয়া সপ্তমবারে শ্রাবস্তি-(বর্ত্তমান ফয়জাবাদ বা তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থান) নগরবাসী কতিপয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকের সহিত সাগরপথে যাইতেছিল। পথি-মধ্যে প্রাতঃকালে ও সায়ং সময়ে তাহাদিগের

সএব মক্কানগরে শৈবধর্ম্ম মচীচলৎ।
ততো বভূব বিপুলা মক্কেশ্বরশিবার্চ্চনা॥
যত্র পাণ্ডববংশানাং পুরাসীৎ মেধিনাপুরী।
তত্র রাজাশিশুনাগোরিপুঞ্জয়-কুলোদ্ভবঃ॥
দারায়ুবো যবনেশঃ পারসীক মহীপতিঃ।
বৌদ্ধ বিদ্রোহ সময়ে জিতবান্ মেধিনাপুরীম্॥
যুদ্ধৈব যবনৈঃ সার্দ্ধং শিশুনাগ উদারধীঃ।
মক্কায়াং মেধিনায়াঞ্চ ররক্ষ নিজশাসনম্॥
চন্দ্রগুপ্তস্য সময়ে প্রবলা যবনা নৃপাঃ।
ভয়ানকরণং কৃত্বা জগৃহুর্মেধিনাপুরম্॥

১ম খণ্ড, লঘুভারত।

(২) তদ্বংশীয়ঃ সুমিত্রস্তু বৌদ্ধঃ প্রাচ্যাং নৃপোঽভবৎ।
গঙ্গাতীর প্রদেশেচ কলিঙ্গনগরেঽবসৎ॥
সুমিত্রাং নগরীঞ্চক্রে কলিঙ্গস্যচ দক্ষিণে।
অদ্যাপি তদুপদ্বীপঃ সুমিত্রাখ্যোঽভিধীয়তে॥ Ibid.

শাস্ত্র পাঠাদি শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধাবিষ্ট হইয়াছিল এবং শ্রাবস্তি-নগরে প্রত্যাগমন করিয়াই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। *

এই উপাখ্যানটীতে জানা যায় যে, বণিক্ পূর্ণ, হিন্দু হইয়া সপ্তবার সমুদ্র যাত্রা করিয়াছিল, সুতরাং তৎকালে হিন্দুর সমুদ্রগমন ও বৌদ্ধগণের সহিত একত্রবাস নিষিদ্ধ ছিল না।

(৭) মীডিয়া দেশাধিপতি কয়েকয়ুসের রাজত্বকালে এবং তৎপূর্ব্বে যাহারা ভারতবর্ষ হইতে মীডিয়া ও পারসীক দেশে গমনাগমন করিত, তাহারা অবশ্যই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল; কারণ, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি হয় নাই।

(৮) সুপ্রসিদ্ধ মেকেঞ্জি সাহেব প্রাপ্ত "চোলাপূর্ব্বপতয়ম্"-নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, যৎকালে বীর চোলন-নামক ভূপতি দাক্ষিণাত্যস্থ ত্রিশিরাপল্লীতে যাইয়া শালিবাহনকে বধ করেন, তৎকালে কতিপয় হিন্দু দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া সাগরতটে গমন-পূর্ব্বক পোতযোগে সাগর-পথে পলায়ন করিয়াছিল।

(৯) পারসীক সম্রাট্ জর্কসেস্ যে সকল হিন্দু সৈন্য লইয়া গ্রীসদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহারা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল না; কারণ, তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ প্রচার হয় নাই।

(১০) লিপি আছে যে, প্রাচীন কালে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পঞ্চপ্রকার শিল্পি-লোক রাজার অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া পোতারোহণ পূর্ব্বক চীন দেশে পলায়ন করিয়াছিল। † বোধ হয়, ইহাঁরাই চীন দেশে ভারতীয় শিল্পের প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা ছিলেন।

(১১) মহাবীর সেকেন্দর সাহের সঙ্গে পঞ্জাব দেশীয় যে সকল লোক গমন করিয়াছিল, তাহারা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী; কারণ, তাঁহার অমাত্যবর্গের সহিত যে সকল কথোপকথন হয়, তাহাতে তাহাদের কথা বার্ত্তা, ভাব ও ভঙ্গিতে হিন্দু ধর্ম্মেরই চিহ্ন-সকল প্রকাশ পাইয়াছিল। ‡

---

* Journal of the American Oriental Society, Vol. I, p. 284.

† Asiatic Society Journal, Vol. VII, p. 411.

‡ Elphinstone's India, Vol. I. Greek accounts of India.

বিশেষতঃ যে উদাসীন সেকেন্দর সাহের সঙ্গে যাইতে যাইতে পথি-মধ্যে পারসীক দেশে অগ্নিমধ্যে দেহ ত্যাগ করেন, তিনি অবশ্যই হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন ; কারণ, কেবল হিন্দু শাস্ত্রেই অগ্নিতে দেহ ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা আছে।

(১২) যে ব্রাহ্মণ এথেন্স নগরে চিতারোহণ করেন, তিনি ও তাঁহার সঙ্গী অন্যান্য দূতেরাও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

(১৩) যাহারা ভারতবর্ষ হইতে সিরিয়াদেশস্থিত দেবী প্রতিমার অর্চ্চনার্থ গমন করিত এবং যাহারা আর্ম্মাণিদেশে বাস করিয়া দেব প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহারা নিশ্চিতই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী।

(১৪) পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মগধ দেশের পালনামা নৃপতি মিশ্র-(Egypt) দেশে গিয়া বসতি করিয়াছিলেন এবং বহুকাল পূর্ব্বে হিন্দুরা সুখতর দ্বীপে যাইয়া বাস করে।

(১৫) হিন্দুরা বহুকাল পূর্ব্বে আর্ম্মাণি দেশে গিয়া বাস করিয়াছিল এবং তথায় পিত্তল-নির্ম্মিত এক দেবমূর্ত্তি স্থাপন করে।

(১৬) হিন্দু পণ্ডিতগণ ভারতীয় শাস্ত্র-সকল অধ্যাপনার্থ আরব-দেশীয় ভূপালগণের সভায় গমন করিতেন।

(১৭) পরে কথিত হইবে যে, যাবা ও বালি প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে তাহারা যাইয়া বসতি করিয়াছিল এবং অদ্যাপি তথায় তাহাদিগের বাস রহিয়াছে।

(১৮) সেবেরস-নামক পণ্ডিত আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নগরীতে বহু-সংখ্যক ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন।

(১৯) ঊর্দ্ধবাহু প্রাণপুরী-নামক সন্ন্যাসী নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বলিয়াছেন যে, বসোরা নগরীতে বিন্দরাও এবং কল্যাণরাও নামে দুইটী বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত আছে এবং ঐ বসোরা, মস্কাট, খরকদ্বীপ, বোখারা ও অস্ত্রাকান নগরে বিস্তর হিন্দুর বসতি আছে। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণসাগর ও কাস্পীয়ান্ সাগরের মধ্যস্থিত কলচিস্-নামক প্রদেশে অদ্যাপি হিন্দুদিগের বসতি রহিয়াছে।

(২০) সাইবেরিয়া দেশে অনেক হিন্দু-দেব-দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া

গিয়াছে। এবম্প্রকার বহু বহু *নিদর্শন দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বকালে হিন্দুরা এক্ষণকার ন্যায় গৃহপিঞ্জরে বদ্ধ না থাকিয়া ভূমণ্ডলের নানা খণ্ডে গমনাগমন ও বসতি করিতেন। ইদানীন্তনকালীয় পর্য্যটক-গণের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠেও জানা যায় যে, অদ্যাপি পারস্য-আরব-প্রভৃতি বহুতর দেশে হিন্দুদিগের গমনাগমন ও বসতি আছে। *

অনেকেই অবগত আছেন যে, বর্ত্তমান সময়ে ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশীয় বণিক্‌গণ ও নাবিকেরা সমুদ্র পথে নানা দেশে যাতায়াত করিয়া থাকে।

এইক্ষণ আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের সহিত দক্ষিণ পূর্ব্বসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জ ও চীনদেশের যে বাণিজ্য প্রচলিত ছিল, তৎসম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বাক্যপ্রমাণ কিঞ্চিৎ উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বোধ করি।

লঘুভারতের ১ম খণ্ডে লিখিত আছে যে, পুরাকালে সূর্য্যকুল-জাত ইক্ষাকুবংশীয় মহাবল পরাক্রান্ত সগর-নামা নরপতি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। তিনি যুদ্ধপোত-সমূহে বহু-সংখ্যক সৈন্য লইয়া সমুদ্রের নানা স্থানে উৎকৃষ্ট কীর্ত্তি-সকল স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই মহামতি ভূপতি সাগরান্তর্বর্ত্তী বহু-সংখ্যক দ্বীপ অরণ্য-শূন্য করিয়া সেই সকল দ্বীপে হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার করেন।

অদ্যাপি যাবা (যবদ্বীপ) বালি-(বলিদ্বীপ) প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে সগর কর্ত্তৃক উপনিবেশিত হিন্দুগণের সন্তান-পরম্পরা-প্রতিষ্ঠিত কার্য্য-কলাপের নষ্টাবশিষ্ট-সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বহুকাল পরে দুর্দ্দান্ত যবনগণের আক্রমণে ঐ সমস্ত দ্বীপের শোভা সমৃদ্ধি বিনাশিত হইয়াছিল। †

---

* Asiatic Researches, Vol. V.

† ইক্ষাকুবংশঃ সগরঃ সূর্য্যবংশীয় ভূপতিঃ।
আসীৎ সামুদ্রিকোরাজা মহাবল-পরাক্রমঃ॥
যুদ্ধপোতান্ সমানীয় বহুসৈন্যসমাবৃতঃ।
স্থানে স্থানে সমুদ্রস্য চকার কীর্ত্তিমুত্তমাম্॥
উপদ্বীপাস্ত বহবস্তেনৈব সুপরিষ্কৃতাঃ।
স্থানে স্থানে হিন্দু-ধর্ম্মান্ বিতেনে স মহামতিঃ॥

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আর্য্যগণ যেমন বাবেল্‌মাণ্ডব প্রণালীর নিকটস্থিত শোকত্র (Sakotra) দ্বীপে গমন-পূর্ব্বক বসতি করিয়াছিলেন, তেমনি আবার মলয়োপদ্বীপ সুমাত্রা, যাবা, ও বালি-প্রভৃতি দ্বীপেও গিয়া আপনাদিগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাস করেন। এই সকল দ্বীপে হিন্দু জাতির প্রচুর নিদর্শন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

বৌদ্ধ রাজগণের শাসনকালে বিশেষতঃ মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্য শাসনকালে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল।

মহাত্মা ক্রফোর্ড ও রাল্‌স সাহেব বহু গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন যে, যাবাদ্বীপের প্রাচীন অধিবাসীরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল। ইহারা যে কত প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ হইতে উল্লিখিত দ্বীপ-সকলে গিয়া উপনিবেশিত হইয়াছিল, তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না। তাহারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ে বিভক্ত ও ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি দেবতার উপাসক ছিল। ইহাদিগের প্রধান গ্রন্থ বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ। ইহারা নাকি এখনও সংস্কৃত ভাষায় কবিতাদি রচনা করিয়া থাকে। ন্যূনাধিক সার্দ্ধ সপ্তদশ শত বর্ষ পূর্ব্বে যাবাদ্বীপবাসী হিন্দুদিগের অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল। ঐ সময়ে নব ধর্ম্মোৎসাহী লোকদিগের উৎপীড়নে তত্রত্য হিন্দুরা নিকটবর্ত্তী বালিনামক দ্বীপে গিয়া বসতি করে। বোর্ণিয়ো-দ্বীপস্থিত সরাবকা-নামক প্রদেশে এক জাতীয় লোকেরা বাস করে, তাহারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত। এইক্ষণ তাহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ আচার, ব্যবহার-প্রভৃতি প্রচলিত থাকিলেও মূলে তাহারা যে হিন্দু সন্তান, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

তথাপ্যদ্যাপি বর্ত্তন্তে সগর-স্থাপিতাঃ ক্রিয়াঃ।
যাবাবালি-প্রভৃতিষু বহুপদ্বীপভূমিষু॥
বহুকালানন্তরঞ্চ যবনা দুরতিক্রমাঃ।
বহুপদ্বীপসৌন্দর্য্যং বিনষ্টং চক্রিরে ক্রমাৎ॥

১ম খণ্ড, লঘুভারত।

বর্ত্তমান কালে যাবা ও বালি দ্বীপের ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। তত্রত্য অনেক অনেক নগর ও গ্রামের সংস্কৃত নাম অদ্যাপি প্রাচীন হিন্দুগণের গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কেহ কেহ বলেন যে, প্রায় অষ্টাদশ শতবর্ষ পূর্ব্বে ত্রিতুষ্টিনাম্না কলিঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ জাতীয় এক ব্যক্তি বহু-সংখ্যক লোক লইয়া যাবা দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। * তিনি ও তাঁহার সহচরগণ প্রথমতঃ যাবা-দ্বীপের দক্ষিণ ভাগস্থিত মেরু পর্ব্বতের নিকটে গিয়া বসতি করেন। যাবাদ্বীপের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা হওয়ায় হিন্দুগণ পোতারোহণে উক্ত দ্বীপে যাইয়া বাস করিয়াছিল। উক্ত দ্বীপ হইতে শিব, দুর্গা ও গণেশ-প্রভৃতির পাষাণ মূর্ত্তি-সকল সংগৃহীত হইয়া ভারতবর্ষীয় চিত্রশালিকায় (Museum) সংরক্ষিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বালি-দ্বীপ ভারতবর্ষ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বহু দূরস্থিত। তত্রত্য অধিবাসিগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতি-চতুষ্টয়ে বিভক্ত। বালি দ্বীপে অসংখ্য হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। এইক্ষণ উক্ত দ্বীপের, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজগণের মধ্যে উপবীত ধারণের অথবা প্রতিমা-পূজার পদ্ধতি নাই।

বোধ হয়, বালি দ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবকালে দ্বিজাতিচিহ্ন-সকল ও দেবপূজাদি বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে।

পণ্ডিত ফ্রিয়ার সাহেব নিজ ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, জাপান দ্বীপে একটী প্রবাদ আছে যে, অতি প্রাচীন সময়ে কতিপয় সুশীল অসুর ও কতিপয় দুষ্ট অসুর এক সর্পকে রজ্জু করিয়া এবং এক পর্ব্বতকে মন্থন দণ্ড করিয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিল। এই আখ্যানটী যে হিন্দুদিগের পুরাণ শাস্ত্রোক্ত সমুদ্র মন্থনোপাখ্যান হইতে গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। অতএব এতদ্দ্বারা ইহা অনুমিত হইতেছে যে, কোন অজ্ঞাত সময়ে ভারতবর্ষ হইতে হিন্দুরা বাণিজ্যার্থ জাপান দ্বীপে গিয়া বসতি করিয়াছিল।

* Asiatic Researches, Vol. IV.

অতি প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের মধ্যে যে "চীনাংশুক" ব্যবহৃত হইত, এবং পরবর্ত্তীকালে পঞ্চবিধ হিন্দুশিল্পী চীন দেশে যাইয়া বসতি করিয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

স্থল-পথে বাণিজ্যার্থ হিন্দুরা যে সিন্ধুনদ পার হইয়া তাতার-প্রভৃতি দেশ দিয়া চীনদেশে যাতায়াত করিত, তাহাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। মহাত্মা স্যর উইলিয়ম্ জোন্‌স সাহেব বলেন যে, পুরাণোক্ত চীনাজ-নামক ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া বাস করিয়াছিল। তাহারাই পরে চীন-দেশে গিয়া বসতি করে। ইহারাই চীনদেশবাসিগণের আদি পুরুষ। হিন্দুদিগের গ্রন্থে চীন দেশের কথা বারম্বার উল্লিখিত আছে। এই দেশটী যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যযোগে সুসম্বদ্ধ ও সুপরিচিত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, চীনদেশীয় ইতিহাস গ্রন্থ অস্মদ্দেশে দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং চীন জাতীয় গ্রন্থে লিখিত চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্বন্ধে আমরা নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

পণ্ডিতপ্রবর লেড্‌লি সাহেব ফোকৌকি-নামক চীন গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই অনুবাদ-গ্রন্থের অনুসারে ১৫০৪ বৎসর পূর্ব্বে ফাহিয়ান্-নামক এক চীন দেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক স্বধর্ম্মের দুরবস্থা দেখিয়া ভারতবর্ষে তীর্থ পর্য্যটন ও ধর্ম্মশাস্ত্র সংগ্রহ মানসে চীন, তাতার ও তিব্বতাদি দেশ ভ্রমণ করিয়া পরে হিমালয় পর্ব্বত বেষ্টন-পূর্ব্বক সিন্ধু-নদ পার হইয়া পঞ্জাব, দিল্লী, মথুরা, প্রয়াগ, বৈশালি, অযোধ্যা, গয়া-প্রভৃতি বিবিধ বৌদ্ধ তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পরে মগধ দেশের নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক্) নগরে দুই বৎসর কাল অবস্থান করিয়া বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি ও বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ করেন।

এই সময় কতিপয় বণিক্ পোতারোহণে সাগর-পথে দক্ষিণ পশ্চিমাভি-মুখে যাত্রা করিয়াছিল। ফাহিয়ান্ তাহাদের সহিত চতুর্দ্দশ দিবসের পরে সিংহল দ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যৎকালে তিনি তাম্রলিপ্ত-নগরে বাস করেন, তৎকালে উক্ত নগরবাসীরা তাঁহাকে বলিয়াছিল যে,

সিংহল দ্বীপ ঐ স্থান হইতে সপ্ত শত যোজন (জ্যোতিষ সম্মত ২৭৯০ ক্রোশ) দূরে অবস্থিত। সিংহল দ্বীপ উত্তর দক্ষিণে ২০০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে ১২০ ক্রোশ বিস্তৃত। এই দ্বীপের বাম ও দক্ষিণ ভাগে এক শত ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। এই সকল ক্ষুদ্র দ্বীপ ঐ প্রধান দ্বীপের অধীন। সিংহলে নানা প্রকার রত্ন ও মুক্তা উৎপন্ন হয়। ফাহিয়ান্ সিংহলে দুই বর্ষ কাল বাস করেন। তথায় তিনি পালি ভাষায় লিখিত নীতিগ্রন্থ এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আগম গ্রন্থ-সকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল গ্রন্থ লইয়া সিংহল হইতে কতিপয় বণিকের সহিত এক সুবৃহৎ পোত আরোহণ করিয়া স্বদেশো-দ্দেশে যাত্রা করেন।

ঐ পোতের পশ্চাতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা আবদ্ধ ছিল। বায়ুর সাহায্যে এই পোত পূর্ব্ব দিকে দুই দিবস চলিলে এক ভয়ানক ঝড় উপস্থিত হয়। সেই মহা ঝটিকা ত্রয়োদশ দিবস ও রজনী বহিয়াছিল। নব্বই দিনের পরে পোতারোহিগণ যাবাদ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তৎকালে এই দ্বীপে বহু-সংখ্যক ধর্ম্মবিদ্বেষী লোক, এবং ব্রাহ্মণগণও বাস করিত। ফাহিয়ান্ এই স্থানে দশ মাস বাস করিয়া পুনর্ব্বার দুই শত লোকের স্থানোপযোগী এক সুবৃহৎ অর্ণবপোতে কতিপয় ব্রাহ্মণ ও চীন দেশীয় বণিকের সহিত স্বদেশে যাত্রা করেন।

এক মাস অতীত হইলে পোতারোহীরা এক অতি ভয়ঙ্কর ঝটিকা ও বৃষ্টিতে পতিত হইল। তাহাদের সঙ্গে কেবল মাত্র ৫০ দিবসের উপযোগী খাদ্য সামগ্রী ছিল। পথে ঝড় বৃষ্টির প্রতিবন্ধকে তাহারা ৮২ দিনের পর চীনদেশে উপনীত হইয়াছিল। বণিকেরা চীনদেশে পঁহুছিয়া বাণিজ্য ব্যাপারে নিযুক্ত হইল।

এই ফোকোফি গ্রন্থে জানা যাইতেছে যে, (১) স্থল-পথে চীনদেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিতে হইলে চীন তাতার ও তিব্বতাদিদেশ অতি-ক্রম করত হিমালয় পর্ব্বত বেষ্টন-পূর্ব্বক সিন্ধু নদ উৎক্রমণ করিয়া আসিতে হইত। (২) তৎকালে মহাভারত-প্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্ত নগর বৌদ্ধদিগের একটী প্রধান স্থান হইয়াছিল। (৩) এই কালে ভারত-

বর্ষীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ বণিকেরা বাণিজ্যার্থ সমুদ্র-পথে বিদেশে গমন করিত। (৪) তাম্রলিপ্ত হইতে সিংহল দ্বীপ ২৭৯০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। (৫) হিন্দুবণিক্ ও ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগের সঙ্গে একত্র গমনাগমন করিত। (৬) হিন্দুরা ক্রমে তিন মাসের অধিক কাল সমুদ্রপোতে বৌদ্ধদিগের সহিত একত্র অবস্থিতি করিলেও তাহারা জাতিচ্যুত বা নিন্দিত হইত না। ফলতঃ, স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া বিজাতীয় লোকের সহিত গমন ও কিছুকালের নিমিত্ত একত্রাবস্থান তাদৃশ দোষাবহ নহে। মুসলমান রাজাদিগের অত্যাচার, প্রভাব ও কুসংস্কার দ্বারা এইক্ষণে ভারতবর্ষের তাদৃশ গৌরব একবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন কি, তাহার পূর্ব্ব গৌরবের সত্যতার প্রতিও অনেকের সন্দেহ জন্মিয়াছে। কিন্তু অজ্ঞানান্ধকার আর কত কাল থাকে? এই বিংশ শতাব্দীতে ত্বরায় প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকে আলোকিত ভারতীয় জনগণ কুসংস্কারবিহীন হইয়া পূর্ব্ব গৌরব পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে বদ্ধপরিকর ও একান্তাসক্ত হইবে।

ভারতবর্ষবাসীরা যে পোত-নির্ম্মাণ বিষয়ে সুদক্ষ ছিল, তাহা হিন্দুশাস্ত্রানুসারে পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, এইক্ষণ তদ্বিষয়ে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের যে কিরূপ মত, তাহা কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক।

পণ্ডিতবর স্ত্রাবো স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, হিন্দুগণ যুদ্ধার্থে পোতবল ব্যবহার করিত। নোন্‌স-নামক মিশর দেশীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, "হিন্দুদিগের সমুদ্র গমনে বিলক্ষণ অভ্যাস আছে। তাহারা স্থলযুদ্ধ অপেক্ষা সামুদ্রিক যুদ্ধেই বিশেষ পটু এবং তাহাতে তাহাদের অতিশয় বিক্রম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।" আইন-আকবরীতে লিখিত আছে যে, সম্রাট্ আকবর সাহের সময়ে বাঙ্গালাদেশ "বার ভূঁইয়ার" বা দ্বাদশ ভূম্যধিকারীর অধিকারে ছিল। তাহাদের নৌকাবলই প্রধান বল ছিল। এতদ্বলে বলীয়ান্ বঙ্গ কখনও রাজা মানসিংহের বঙ্গ-বিজয়ের পূর্ব্বে স্বাধীনতাবিহীন হয় নাই। চতুরঙ্গ-ক্রীড়ায় নৌকাবল একটী প্রধান বল বলিয়া ধরা হয়।

ইহা নিশ্চিত যে, হিন্দু শিল্পকারেরাই সমুদ্র-পোত ও বৃহন্নৌকা-সকল নির্ম্মাণ করিত। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সভাস্থিত গ্রীকসম্রাট্

প্রেরিত মেগাস্থিনিস্ বলিয়াছেন যে, তৎকালে সমুদ্রপোত নির্ম্মাণ করা জাতি-বিশেষের নিরুপিত বৃত্তি ছিল। *

১২৩ বৎসর গত হইল, জন ইডাই-(John Edye) নামক সাহেব দাক্ষিণাত্য ও সিংহল দ্বীপে নির্ম্মিত পোত-সমূহের যে বিবরণ লিখিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে মহাত্মা মালকোম্ (Malcolm) সাহেব লিখিয়াছিলেন, যে, "ঐ সকল সামুদ্রিক পোত প্রয়োজন সাধনের সম্যক্ উপযোগী ছিল। ইয়োরোপীয় শিল্পকারেরা এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই উন্নতি করিতে পারে নাই।" প্রাচীন কালেও হিন্দুদিগের পোত নির্ম্মাণ জ্ঞান এতাদৃশই ছিল। †

হায়, যে হিন্দুজাতি প্রাচীন ভারতে প্রবল পরাক্রমে পৃথিবীর স্থল ও জল ভাগের উপর একাধিপত্য লাভ করিয়া বাণিজ্য ব্যাপার সম্পাদন দ্বারা স্বদেশের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল, যে জাতির নিকট হইতে পৃথিবীর তাৎকালিক অন্যান্য জাতি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান শিক্ষা-সহকারে বাণিজ্য ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছিল, সেই হিন্দুজাতি কালের পরিবর্ত্তন-শক্তি প্রভাবে হীনবীর্য্য হইলে এবং পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও নানাদেশ দর্শন বিরহে ক্রমশঃ ভীরু হইয়া পড়িলে, প্রবল-প্রতাপ মুসলমান জাতি ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া বসিল। সেই কাল হইতেই ভারতীয় জাতি-নিচয়ের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হওয়ায় তাহারা পুরুষকারোচিত সৌভাগ্য-নিদান শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য-প্রভৃতি ব্যাপার হইতে চির-নিরস্ত হইয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে!

আমরা বাঙ্গালী। বঙ্গদেশ ভারতবর্ষেরই এক অংশ। অতএব

* Arrian's History of India, Chap. XII.

† মালকোম্ সাহেবের মত—

"Many of the vessels of which he gives us an account illustrated by correct drawings of their construction, are so admirably adapted to the purposes for which they are required that notwithstanding their superior science, Europeans have been unable, during an intercourse with India of two centuries, to suggest, or at least to bring into successful practice, one improvement.

Journal of the Royal Asiatic Society, No. 1st, Art, 1st.

প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গদেশের বাণিজ্য সম্বন্ধে যথামতি কিঞ্চিৎ আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

বঙ্গদেশের অতি প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, চন্দ্রবংশীয় বলি-নামক কোন রাজার বঙ্গ নামে একটী পুত্র ছিল। তিনিই বঙ্গদেশের আদিম রাজা। তাঁহারই নামে ঐ দেশ বঙ্গ নামে খ্যাত। *

শাস্ত্রানুসারে এই দেশের সীমা নির্দ্দেশ করিতে হইলে, পশ্চিমে অঙ্গ, দক্ষিণে উড্র, পূর্ব্বে সুহ্ম, ম্লেচ্ছ ও প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ-সকল এবং উত্তরে অভ্রভেদী হিমালয় পর্ব্বত। পরন্তু শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের ৭ম পটলে উক্ত আছে যে, দক্ষিণ সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে ভূভাগ, তাহা বঙ্গ নামে অভিহিত। (১) ইদানীন্তন কালে যাহাকে "পূর্ব্ববঙ্গ" বা "বাঙ্গালদেশ" বলে, তাহাই উক্ত তন্ত্রে বঙ্গ, নামে অভিহিত হইয়াছে; কারণ,ধর্ম্মশাস্ত্রে ও পুরাণাদি শাস্ত্রে কথিত আছে যে, অঙ্গদেশের অব্যবহিত পূর্ব্বভাগেই বঙ্গনামক দেশ অবস্থিত। বৈদ্যনাথ হইতে সরযূসঙ্গমস্থিত ভুবনেশ পর্য্যন্ত অঙ্গ-নামক দেশ বিস্তৃত; (২) সুতরাং অঙ্গদেশের পূর্ব্বসীমাস্থিত বৈদ্যনাথ প্রদেশটী বঙ্গদেশের পশ্চিম

---

* "বঙ্গশ্চন্দ্রবংশীয়ো বলিরাজ-পুত্রঃ"।
"বলেঃ সুতপসোনস্তে অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গকাঃ।
সুহ্মাঃ পৌণ্ড্রাশ্চ বালেয়া জনপান স্তথাঙ্গত."॥
গরুড় পুরাণ ১৪৪ অধ্যায়।
"সচবঙ্গোদীর্ঘতমস ঔরসো বলেঃ ক্ষেত্রজশ্চ"।
"ততঃ প্রসাদয়ামাস পুনস্তমৃষি-সত্তমং।
বলিঃ সুদেষ্ণাং ভার্য্যাং স্বাং তস্মৈতাং প্রাহিণোৎপুনঃ॥
তাং সদার্ঘতমাঙ্গেষু স্পৃষ্ট্বা দেবীমথাব্রবীৎ।
ভবিষ্যন্তি কুমারাস্তে তেজসাদিত্যবর্চ্চসঃ॥
অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মাশ্চতে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামপ্রথিতাভুবি॥ —মহাভারত।

(১) "রত্নাকরং সমাসাদ্য ব্রহ্মপুত্রান্তগংশিবে।
বঙ্গদেশোময়াপ্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ"॥
শক্তি সঙ্গমতন্ত্র, ৭ম পটল।

(২) "বৈদ্যনাথং সমাসাদ্য ভুবনেশান্তগং শিবে।
তাবদঙ্গাভিধোদেশোযাত্রায়াং নহি দুষ্যতে"॥
শক্তি সঙ্গমতন্ত্র, ৭ম পটল।

সীমায় অবস্থিত। এতদ্দ্বারা জ্যোতিস্তত্ত্বধৃত কূর্ম্মচক্র-বচনোক্ত উপ-বঙ্গ প্রদেশটী শক্তি-সঙ্গমতন্ত্রে বঙ্গদেশ নামে যে অভিহিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই জানা যাইতেছে। (৩)

অতি প্রাচীনকাল হইতে মহাভারতীয় কাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের এইরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। বহুকাল পরে বৌদ্ধদিগের সময়ে উহার সীমা পূর্ব্ব হইতে বহুবিস্তৃতি লাভ করে।

সেনবংশের রাজত্বকালে মিথিলা প্রদেশ (বর্ত্তমান ত্রিহুত) বঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল। ইদানীন্তনকালেও মিথিলায় লক্ষ্মণ-সেনাব্দ প্রচলিত রহিয়াছে।

যবনাধিকারকালে আসামদেশ (প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষ) বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়, এইক্ষণ আবার উহা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে।

বেদে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখা যায় না; অথর্ব্ববেদে ভারতের পূর্ব্বসীমায় কেবলমাত্র মগধ (কীকট) দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিককালে ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগে মগধদেশ (বর্ত্তমান বিহার) পর্য্যন্তই আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধি-বাসিত বা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে বঙ্গ-দেশের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ রহিয়াছে। মহাভারতে বঙ্গদেশে তাম্রলিপ্ত ও মলদমৎস্য-নামক দুইটী প্রদেশের উল্লেখ আছে। তাম্রলিপ্তের (বর্ত্ত-মান তমলুক্) অধীশ্বর মহারাজ সমুদ্রসেন এবং মলদমৎস্যের (গৌড়দেশ) অধিপতি মহারাজ চন্দ্রসেন কুরুপাণ্ডবীয় মহা সমর-ক্ষেত্রে স্বীয় স্বীয় প্রভূত শৌর্য্য-বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। মহাবংশ গ্রন্থে বর্ণিত বঙ্গদেশীয় মহাবীর রাজা বিজয়, সিংহল পর্য্যন্ত জয় করিয়া তথা উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত

---

(৩) "অয়ঞ্চ দেশঃ সরস্বাসঙ্গমে অবস্থিতঃ"।

"আগ্নেয্যা মঙ্গ-বঙ্গোপবঙ্গত্রিপুর-কোশলাঃ
কলিঙ্গোড্রান্ধ্র-কিষ্কিন্ধ্যাবিদর্ভশবরাদয়ঃ" ॥

ইতিজ্যোতিস্তত্ত্বধৃত কূর্ম্মচক্রবচনং।

"অঙ্গবঙ্গমদ্গুরকা অন্তর্গিরি বহির্গিরাঃ।
শাল্বামগধগোনর্দ্দাঃ প্রাচ্যাং জনপদাঃ স্মৃতাঃ" ॥ মৎস্যপুরাণম্।

হইয়াছে। এইক্ষণ সিংহলে কতিপয় লোক আপনাদিগকে সেই মহারাজ বিজয়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। কতিপয় বৎসর গত হইল সিংহলবাসী একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক বক্তা পাবনায় আসিয়া আপনাকে রাজা বিজয়ের বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।

রামায়ণ ও মহাভারতাদিকালে দক্ষিণ বঙ্গ উত্তর বঙ্গ এবং পূর্ব্ববঙ্গের ত্রিপুরাদি প্রদেশই সমধিক প্রসিদ্ধ। মধ্যবঙ্গ এবং দক্ষিণ বঙ্গের কতিপয় প্রদেশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। প্রাচীনকালে ঐগুলি জলমগ্ন এবং স্থানে স্থানে মহারণ্য-সঙ্কুল ছিল বলিয়া প্রতীত হয়। ইদানীন্তনকালেও ঐ সকল প্রদেশ সুবৃহৎ বিল ও ঝিলে পরিপূর্ণ। ভূতত্ত্ববিদ্গণের মতে ঐ মধ্য বঙ্গাদির মৃত্তিকাও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। প্রাচীন কালে দক্ষিণ বঙ্গের তাম্রলিপ্ত নগরে মহাবল পরাক্রান্ত রাজগণের রাজধানী ছিল। কালক্রমে দক্ষিণ বঙ্গের যশোহর প্রদেশের অধিকাংশই মহারণ্যে পরণত হইয়া যায়। অধুনা সেই মহারণ্য সুন্দরবন নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

মহাভারতীয় কালের পরে দক্ষিণবঙ্গ অপেক্ষা উত্তর বঙ্গই সমধিক পরাক্রান্ত ও সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়া উঠে। মহাভারতীয় কালে মলদমৎস্য (গৌড়) দেশে মাৎসী নাম্নী অতি প্রাচীন নগরী হিন্দু রাজগণের রাজধানী ছিল। (১) মহাবীর ভীমসেন রাজসূয় মহাযজ্ঞ কালে এই মলদমৎস্য দেশ জয় করিয়াছিলেন। (২) কেহ কেহ এই দেশে বিরাটরাজের রাজধানী-প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া তাহার নিদর্শনাদি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কুরু পাণ্ডবীয় যুদ্ধের পরে পাণ্ডবেরা গৌড়দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। পরে জরাসন্ধ বংশীয় মগধদেশীয় ভূপালেরা অধিকার করিয়া উহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। (৩)

(১) আসীদ্ গৌড়ে রাজধানী মাৎসীনাম্নী পুরাতনী।
তেনৈবানেক ভূপানাং নয়নানন্দবর্দ্ধিনী" ॥ লঘুভারত।

(২) পূর্ব্বস্থাং মলদান্ মৎস্যান্ ভীমো দিগ্‌বিজয়েঽ জয়ৎ ॥ মহাভারত, সভাপর্ব্ব।

(৩) "গৌড়ং ভারতযুদ্ধান্তে পাণ্ডবা অধিচক্রিরে।
পরে মাগধ-ভূপালাশ্চক্রিরেগৌড়মুন্নতম্। লঘুভারত।

পরবর্ত্তী কালে এই মলদমৎস্য দেশের নাম গৌড় হইয়াছিল; কারণ, পাণ্ডববংশীয় রাজগণের রাজ্যকালে ভোজদেশীয় গৌড়-নামক এক রাজা প্রবল-প্রতাপ হইয়াছিলেন।

যৎকালে পুরঞ্জয় নামে এক বৌদ্ধ নরপতি মগধদেশ অধিকার করিয়া শাসন করেন, তৎকালে পূর্ব্বোক্ত গৌড়নামধেয় নৃপতির বংশধর ভোজপুরাধিপ ভোজগৌড় মগধেশ্বরের আদেশানুসারে মলদমৎস্যদেশের শাসনকর্ত্তা (Governor) রূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে যখন শুনকবর্ম্মা পুরঞ্জয়কে বধ করিয়া প্রদ্যোতন নৃপতিকে মগধ সাম্রাজ্য প্রদান করেন, তখন মলদমৎস্যের শাসনকর্ত্তা রাজা ভোজ গৌড় স্বেচ্ছাক্রমে স্বাধীন হইয়াছিলেন। ইনি স্বনামে গৌড়ী নাম্নী এক মহা নগরী নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই ভোজ গৌড়ের নামানুসারেই মলদমৎস্য দেশ গৌড় নামে প্রসিদ্ধ হয়। রাজা ভোজ-গৌড়ের পূর্ব্বে গৌড়দেশ অন্য কোন রাজার অধীনে ছিল না, উহা কেবল পাণ্ডববংশীয় নরপতি-বর্গের অধিকারে ছিল। পরে মহাবল মগধপতি প্রদ্যোতন সংগ্রামে ভোজগৌড়ের গ্রীবাদেশ ছেদন করেন। যে স্থানে ভোজগৌড়ের গ্রীবাদেশ ছিন্ন হইয়াছিল, সেই স্থান অদ্যাপি "গৌড়গ্রীবা" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই গৌড়গ্রীবা গঙ্গা নদীর তীরে মালদহের পশ্চিমে স্থিত পাহাড়পুরের নিকট অবস্থিত আছে। (২)

---

(২) পুরাসীদ্ ভোজদেশীয়োগৌড়নামামহীপতিঃ।
কালে পাণ্ডববংশানাং বভূব প্রবলোমহান্॥
পুরঞ্জয়নৃপে বৌদ্ধে রাজ্যং শাসতি মাগধে।
ক্রমাদ্ ভোজপুরাধীশো মাগধাধীনতাংগতঃ॥
তদৈব ভোজগৌড়স্তু পুরঞ্জয়নৃপাজ্ঞয়া।
বভূব মলদে মৎস্যে দেশ-শাসন-কারকঃ॥
যদা শুনকবর্ম্মাচ নিহত্য তং পুরঞ্জয়ম্।
দদৌ মগধসাম্রাজ্যং প্রদ্যোতন-মহীভুজে॥
তদাশাসনকর্ত্তা সভোজ-গৌড়োমহীপতিঃ।
স্বেচ্ছয়া মলদে মৎস্যে স্বাধীনত্বমুপাগতঃ॥
মহতী নগরী গৌড়ী ভোজগৌড়েন নির্ম্মিতা।
পালিতা বহুভূপালৈঃকালে সাপি নিপাতিতা॥

এক সময় সমস্ত বঙ্গদেশ গৌড়-নামে অভিহিত হইত। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে পূতসলিলা সুবিস্তৃতা করতোয়া নদী দ্বারা এই দেশ গৌড় ও বঙ্গ-নামক ভাগ-দ্বয়ে বিভক্ত হইয়াছিল (১) অর্থাৎ করতোয়ার পশ্চিম স্থিত সুবিস্তৃত ভূভাগ গৌড় নামে এবং ঐ নদীর পূর্ব্বস্থিত সুবিস্তীর্ণ ভূভাগ বঙ্গ (পূর্ব্বোক্ত উপবঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গ) নামে অভিহিত হইত।

ভোজগৌড় হইতে বঙ্গের হিন্দুরাজগণ এবং বৌদ্ধ নরপতিবর্গ যবনাধিকারের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে বাঙ্গালাদেশ শাসন করিয়াছিলেন। ভোজগৌড় হইতে আট জন নরপতি যথাক্রমে ৪৫৭ বর্ষকাল রাজ্য শাসন করিয়া পরলোকগত হয়েন। ইঁহারা সকলেই শৈব ধর্ম্মপরায়ণ এবং মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় ছিলেন। লক্ষ্মণ ভোজ বা মাণিক্য লক্ষ্মণ অষ্টম নরপতি ছিলেন। ইঁহার অসামান্য রূপবতী, ধন্যা, মান্যা, বিদ্যাবতী, রত্নাবর্ত্তী নাম্নী কন্যাকে সরস্বতীর বরপুত্র মহাকবি কালিদাস বিবাহ করিয়াছিলেন। পরে সম্রাট্ অশোক, সমরে মাণিক্য লক্ষ্মণকে হত করিলে তৎপুত্র আনন্দভোজ সন্ধি স্থাপন-পূর্ব্বক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণ করায় মহাকবি কালিদাস গৌড়ী নগরী পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রী-সমভিব্যাহারে উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২)

ভোজবংশস্য গৌড়স্য নৃপস্য নামচিহ্নিতঃ।
গৌড়দেশোঽভবত্তস্য বিস্তারোবক্ষ্যতে পরে॥
ভোজগৌড়নৃপাৎ পূর্ব্বে নাসীদ্ গৌড়ে পৃথক্ নৃপঃ।
সম্রাট্ পাণ্ডববংশানাং সাম্রাজ্যমধ্যগোঽভবৎ॥
পুনঃ প্রদ্যোতনরণে গ্রীবাতস্য নিপাতিতা।
তেনৈব সমরস্থানং গৌড়গ্রীবেত্যুদীরিতম্॥
অদ্যাপিবর্ত্ততে গৌড়গ্রীবা গঙ্গাসরিত্তটে।
মলদস্যৈব পাশ্চাত্যে পাহাড়পুরসন্নিধৌ॥

—Ibid.

(১) "বৃহৎপরিসরা পুণ্যা করতোয়া মহানদী।
সীমানিদর্শনং মধ্যদেশয়ো-র্গৌড়বঙ্গয়োঃ॥

লঘুভারত।

(২) "আসীৎ স্বাধীননৃপতির্গৌড়ে মাণিক্যলক্ষ্মণঃ।
মূর্দ্ধাভিষিক্তবংশশ্চ শৈবধর্ম্মপরায়ণঃ॥

এই সময়ে গৌড় দেশে গৌড়ী ও বরেন্দ্রী নাম্নী দুইটী নগরী সুবিখ্যাত ছিল। করতোয়া নদীর পশ্চিম তটস্থিত বরেন্দ্র নগরীতে রাজা মাণিক্য লক্ষ্মণের রাজধানী ছিল। (৩)

বাঙ্গালাদেশে গৌড় ভোজ-প্রভৃতি হিন্দুরাজগণের রাজ্যকালে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বিশেষতঃ, মাণিক্য-লক্ষ্মণ-ভোজের রাজত্বকালে বঙ্গদেশের উভয়বিধ বাণিজ্যেরই যৎপরোনাস্তি শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এইকালে নানা দিগ্‌দেশ হইতে বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ধনী বৈশ্যগণ বরেন্দ্রী-নগরীতে আসিয়া বসতি করিয়াছিল। এই নগরীতে আবার বহুসংখ্যক হিন্দুরাজাও বাস করিয়াছিল। রাজা শ্যামল বর্ম্মা হিন্দুরাজগণের আদি পুরুষ ছিলেন। বরেন্দ্রী-নগরবাসী বণিক্‌গণ ও গুর্জ্জরাটের সওদাগরগণের মধ্যে বিলক্ষণ বাণিজ্য ব্যবসায় চলিয়াছিল। এই বৈশ্যগণ পোতারোহণ করিয়া বাণিজ্যার্থ গতায়াত করিত। এই রাজা শ্যামল বর্ম্মা সারস্বত বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে যাগার্থ বরেন্দ্রী নগরীতে আনয়ন করিয়া বাস করাইয়াছিলেন। ইহাঁদিগের বংশধরেরা বঙ্গের সপ্তশতী বিপ্রগণের আদিপুরুষ ছিলেন। পরে রাজা শ্যামল বর্ম্মার বংশধরগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করে। (৪)

যস্তরত্নাবতী কন্যা ধন্যামান্যাচ বিদ্যয়া।
যস্যাঃ স্বামী সুবিখ্যাতঃ কালিদাসো মহাকবিঃ ॥
তদৈবাশোক-ভূপালঃ প্রবলো মাগধাঞ্চলে।
মাণিক্যলক্ষ্মণং ভূপং হতবান্ সমরাঙ্গণে ॥
অশোকসন্ধিনানন্দভোজোবৌদ্ধোবভূবহ।
কালিদাস কবিস্তেন বিক্রমাদিত্যমাশ্রিতঃ ॥"

—Ibid.

(৩) "পুরাগৌড়ীবরেন্দ্রীচ মনোহরপুরী-দ্বয়ম্।
নির্দ্দিষ্টং বৃহৎচক্রেপি জোতিঃশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥
বিক্রমাদিত্যসময়ে বরেন্দ্রীনগরেনৃপঃ।
করতোয়ানদীতীরে আসীন্মাণিক্যলক্ষ্মণঃ ॥

—Ibid.

(৪) কালে বরেন্দ্রীনগরে বাণিজ্যব্যবসায়িনঃ।
বসতিঞ্চক্রিরে বৈশ্যজাতয়ো ধনিনাম্বরাঃ ॥

অগ্নিপুরাণে উক্ত আছে যে, বাঙ্গালাদেশে ভোজ-রাজগণের রাজত্বের পরে শূদ্রজাতীয় আদিত্য শূর-প্রভৃতি একাদশ জন রাজা ৭১৪ বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। বঙ্গে শূদ্র-রাজগণের শাসনকালে মহানগরী গৌড়ী তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। অদ্যাপি সেই স্থানে 'রাজা দেবভূতি-নির্ম্মিত দেবকোট-নামক দুর্গের নিদর্শন রহিয়াছে। (৫) এই শূদ্র-জাতীয় নৃপতিবর্গের শাসনকালে বঙ্গদেশীয় বাণিজ্যের বিশিষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

ইহা কথিত আছে যে, শূদ্রজাতীয় শেষ রাজা জয়ধর বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ না করায় বৌদ্ধগণকর্ত্তৃক অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়াও অভিমান-বশতঃ সস্ত্রীক নৌকারোহণে যাত্রা করিয়া আবার সেই নৌকা জলমগ্ন করাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। ফলতঃ, মহারাজ গৌড়ভোজ হইতে বাঙ্গলায় যবনগণের রাজ্যারম্ভের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত হিন্দু, ও বৌদ্ধ রাজ-গণ গৌড়ভূপতি নামে অভিহিত হইয়া স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিয়া-ছিলেন। গৌড়েশ্বর হিন্দুনরপতিবর্গের রাজত্বকালে গৌড়ী ও বরেন্দ্রী এই দুইটী মহানগরীই জনগণের সমধিক চিত্তহারিণী ছিল। মহানন্দা

পশ্চিমে করতোয়ায়া বরেন্দ্রীনগরেবরে।
আসন্‌ক্ষত্রিয়ভূপালাবহবোবণিজাম্বরাঃ॥
রাজা শ্যামলবর্ম্মাচস্তেষামেবাদি পূরুষঃ।
বাসুদেববণিক্ কশ্চিদ্বণিজামাদি পূরুষঃ॥
গুর্জ্জরাট-বরেন্দ্রোশ্চধনিনোবণিজাম্বরাঃ।
সদাগরা গতায়াতঞ্চক্রুর্বাণিজ্য-হেতবে॥
তে বৈশ্যজাতয়ঃসর্ব্বে বাণিজ্যব্যবসায়িনঃ।
চক্রিরেপোতমারুহ্য বাণিজ্যার্থং গতাগতম্॥
পরে শ্যামলবর্ম্মৈকো রাজাসীদ্ বঙ্গমণ্ডলে।
নিন্যেসারস্বতান্ বিপ্রান্ যাগসাধনহেতবে॥
বরেন্দ্রীনগরেস্তেষাংবংশা আসন্ দ্বিজোত্তমাঃ।
তেহিসপ্তশতীবিপ্রবংশানাং পূর্ব্বপুরুষাঃ॥
—লঘুভারত।

(৫) "এতে কায়স্থ জাতীয়াঃ শূদ্রাশ্চবর্ণসঙ্কাঃ।
চতুর্দ্দশাধিক সপ্তশতাব্দান্‌বুভুজুঃ ক্ষিতৌ॥
Ibid.

ও করতোয়া এই নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী সুবিস্তীর্ণ ভূভাগে হিন্দুরাজগণের রাজধানী সকলের ভগ্নাবশেষ-সকল অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। (৬)

পাল বংশীয় রাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের রাজ্যকালে বঙ্গদেশে হিন্দুশাস্ত্র ও বেদানুমোদিত কর্ম্মকাণ্ডের বিলোপ সংঘটিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের এরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল যে, তৎকালে বাঙ্গালাদেশে তীর্থ যাত্রা ব্যতীত গমন করিলেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। (৭)

সভৃত্য পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ মহারাজ আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গে আনীত হওয়ায়, তাঁহারা আর কান্যকুব্জীয় সমাজে পরিগৃহীত হন না; সুতরাং তাঁহাদিগকে বঙ্গদেশেই বাস করিতে হইয়াছিল।

মহারাজ অশোকের সময়ে বঙ্গদেশের বহু-সংখ্যক হিন্দু বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। (৮)

রাজা মহীপালের শাসনকালে দিনাজপুর অঞ্চলে তিনি একটী স্বনাম-খ্যাতা মহতী দীর্ঘিকা খনন করান। পাল রাজাদিগের রাজ্য শাসন-কালে বঙ্গদেশের বাণিজ্যের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহাদের সময়ে শিল্প বাণিজ্যের বিশিষ্ট উন্নতি হয়। বরেন্দ্রীর পশ্চিমে বগুড়া

(৬) "এষাং শেষোজয়ধরোবৌদ্ধাক্রমণ পীড়িতঃ।
বেদশাস্ত্রানুগংশাস্ত্রং ন তত্যাজাভিমানতঃ॥
আসীদত্যদ্ভুতং গৌড়ী বরেন্দ্রীচ পুরীদ্বয়ং।
গৌড়েন্দ্রহিন্দুভূপানাং সময়ে প্রাচ্যমণ্ডলে॥
আরভ্যচ মহানন্দাং নদীং যাবৎ করোদ্ভবাম্।
হিন্দূনাং রাজধানীনাং চিহ্নমদ্যাপিবর্ত্ততে॥
—Ibid.

(৭) সময়ে পালবংশানাং বৌদ্ধানাং শাসনেন চ।
বভূব বিপ্লবঃ শাস্ত্রবেদ-বোধিত-কর্ম্মণাম্॥
অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কার মর্হতি।
—স্মৃতিঃ।

(৮) অশোক রাজ সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারতঃ।
বভূবুর্বহবোবৌদ্ধাঃ প্রাচ্যদেশস্থ হিন্দবঃ॥
—লঘু ভারত।

জিলাস্থিত জয়পুর পরগণার অন্তঃপাতী মঙ্গলবাড়ী-নামে একটী অতি পুরাতন গ্রাম আছে। সেই গ্রামের এক প্রান্তে একটী স্তম্ভ আছে, তদ্গাত্রে দেবনাগরাক্ষরে পালবংশীয় রাজগণের কীর্ত্তি-কলাপ এবং তাঁহাদিগের নামগুলি খোদিত রহিয়াছে।

স্কন্দপুরাণান্তর্গত ভবিষ্যন্নৃপতিবর্গ-প্রকরণে বঙ্গের সেন রাজবংশ সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকালে দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রবংশীয় বীরসেন-নামে এক নরপতি ছিলেন। তাঁহার বংশধর বিক্রমসেন-নামে এক নৃপতি দাক্ষিণাত্য-নরপতি-বর্গের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে নিজ নামে বিক্রমপুর-নামক এক রাজধানী স্থাপন করত সমস্ত বঙ্গের একাধিপতিত্ব লাভ করেন। (১)

ইহার পুত্র নিভুজ-নামক নৃপতি মহারাজ আদিশূরের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহারাজ আদিশূর দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া পাল-বংশীয় রাজাকে জয় করিয়া সমস্ত বঙ্গের একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়ে মহানন্দা নদীর পূর্ব্বতটে আদিনা নাম্নী এক পুরী নির্ম্মাণ করেন। পরে তিনি পূর্ব্ববঙ্গে রামপালে এক বৃহৎ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে রাজধানী স্থাপন করত বাস করিয়াছিলেন। (২)

মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ গোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বংশধরেরা বরেন্দ্রী নগরে বাস করিত। (৩)

রাজা নিভুজের প্রদ্যুম্ন ও বরেন্দ্র নামক দুইটী পুত্র জন্ম গ্রহণ

---

(১) বীরসেনস্য বংশেকো বিক্রমোনামভূপতিঃ
দাক্ষিণাত্যনৃপৈঃসার্দ্ধং চকার সন্ধিমুত্তমং।
সএব বিক্রমপুরং কৃতবান্ নিজকাম্যয়া।
সএব বঙ্গাধিরাজ চক্রবর্ত্তী বভূবহ॥"

—লঘুভারত।

(২) " তৎপরে বৈদ্যবংশীয় আদিশূরো মহীপতিঃ।
নাম্নাদিনা পুরীঞ্চক্রে মহানন্দানদীতটে॥

(৩) "আদিশূর নৃপানীতা ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চগোত্রজাঃ।
তেষাং বংশা অপি বিপ্রাবরেন্দ্রী-নগরেঽবসন্॥

—Ibid.

করেন। প্রদ্যুম্ন শিষ্ট, মিষ্টভাষী, বিচক্ষণ কিন্তু দুর্ব্বল ছিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বরেন্দ্র, আদিশূরের মৃত্যুর পর পৈতৃক রাজ্য ও মাতামহীর গৌড়দেশ লাভ করিয়া সমস্ত বঙ্গের একচ্ছত্র নৃপতি হইয়াছিলেন। (৪)

মহারাজ বরেন্দ্র কামরূপেশ্বরকে পরাজিত করিয়া, তাহার রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ বল্লালসেনের পিতা মহাবল বিজয়সেন গৌড়ে মহানন্দা নদী তীরস্থিত প্রদ্যুম্নের পুরী জয় করেন। পরে তিনি প্রদ্যুম্নের হইয়া রণে মহারাজ বরেন্দ্রকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। প্রদ্যুম্ন কাল-কবলে নিপতিত হইলে মহারাজ বিজয়সেন সমস্ত বঙ্গের একচ্ছত্র মহীপতি হইলেন। তিনি বঙ্গদেশ ব্যতীত নৌ-সৈন্যবলে পশ্চিমদেশ সকলও জয় করিয়াছিলেন। (৫)

মহারাজ বিজয়সেন রাজা বরেন্দ্রের সমস্ত রাজ্য জয় করিয়া আদিনাপুরীর দক্ষিণে বৈজয়ী-নাম্নী এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (৬)

বিজয়পুত্র মহারাজ বল্লালসেন পূর্ব্ববঙ্গে রামপালের রাজধানীতে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন গৌড়ে লক্ষ্মণাবতীনাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে বক্তিয়ার খিলাজি কর্ত্তৃক এই লক্ষ্মণাবতী বিধ্বংসিত হইয়াছিল। এইক্ষণ ইহার ভগ্নাবশেষ মহারণ্যে আবৃত রহিয়াছে। উহারই দক্ষিণে গৌড়ের যবন নৃপতিবর্গের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ-সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপেও রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি

(৪) প্রদ্যুম্নোদুর্ব্বলঃ শিষ্টোমিষ্টভাষী বিচক্ষণঃ।
বরেন্দ্রোগৌড়দেশেন্দ্রো বভূব নিজকাময়া॥
বরেন্দ্র আদিশূরস্য ভামিন্যা শাসিতাংক্ষিতিম্।
পৈতৃকীং বঙ্গভূমিঞ্চ লব্ধা রাজ্যাধিপোঽভবৎ॥
—Ibid.

(৫) "বিজয়েন পরে গঙ্গাপ্রবাহ মনুধাবতা।
মহতানৌ-বিতানেন পাশ্চাত্যচক্রমাহরৎ॥
—Ibid.

(৬) ততো বিজয়সেনোপিতস্যদেশান্ বিজিত্যচ।
বৈজয়ীনগরীঞ্চক্রে আদিনায়াশ্চ দক্ষিণে॥
—লঘুভারত।

কখন লক্ষ্মণাবতীতে কখন বা নবদ্বীপে বাস করিতেন। মহারাজাধিরাজ বল্লালসেন রামপালেই বাস করিতেন। পরে পিতার সহিত মনোমালিন্য ঘটিলে লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপেই বাস করিতেন। তাঁহার বংশধরেরা নবদ্বীপের রাজধানীতে বাস করিয়া সমস্ত বঙ্গের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।

বহুকাল পরে বক্তিয়ার খিলাজি নবদ্বীপের রাজধানী জয় করিয়া গৌড়ে লক্ষ্মণাবতী জয় করে। বক্তিয়ার বরেন্দ্রী নগরীতে যাইয়া হিন্দু রাজগণের বিনাশ-সাধন-পূর্ব্বক দেব দেবীর মূর্ত্তি সকল ভগ্ন করিয়া ব্রাহ্মণগণের উপর অত্যাচার করিয়াছিল। বক্তিয়ার বগুড়ার নিকট-স্থিত যোগিভবন-নামক স্থানে যাইয়া বণিক্‌গণের ও করতোয়া তটবাসী সেন-গণের ধন-লুণ্ঠন করিয়াছিল। (৭) খিলাজি একবর্ষ মধ্যে সেনরাজ্য ধ্বংস করিয়া সমস্ত বঙ্গের আধিপত্য লাভ করে, কেবল ত্রিপুরা রাজ্য জয় করিতে পারে নাই।

বৌদ্ধ-রাজগণ অতিশয় শিল্প ও বাণিজ্য-প্রিয় ছিল; সুতরাং পাল রাজাদিগের রাজ্যকালে বঙ্গদেশে অন্তর্বহির্বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। এইরূপে সেন-বংশীয় রাজগণের রাজ্যকালেও সমস্ত বঙ্গদেশীয় বাণিজ্যের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হয়। বঙ্গদেশ নদী-মাতৃক। ইহার ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। ইহা সুজলা সুফলা ও নানাবিধ শস্য-শালিনী ছিল। প্রকৃতিদেবী চিরকালই বঙ্গমাতার প্রতি সুপ্রসন্না ও মুক্তহস্তা; সুতরাং অধিবাসিগণ মহাসুখে বাস করিত। (৮)

পূর্ব্বকালে বাঙ্গালা দেশে গঙ্গা, করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রই বৃহৎনদী ও নদ। এতদ্ব্যতীত যে সকল ক্ষুদ্র নদ ও নদী ছিল, তন্মধ্যে গৌড়ে

(৭) বরেন্দ্রী নগরে গত্বাজঘ্নেহিন্দুজনাধিপান্।
দেবী দেবালয়ান্ ভক্ত্বা ব্রাহ্মাণানপ্যপাদ্রবৎ॥
স যোগিভবনে গত্বা নিনায় বণিজাং ধনম্।
করতোয়াতটে গত্বা সেনানাং ধনমাহরৎ॥

—Ibid.

(৮) প্রসিদ্ধাউর্ব্বরা ভূম্যো বহুশস্যাবহুপ্রজাঃ।
নদীমাতৃকদেশোহয়ংলোকানাং সুখদায়কঃ॥

—Ibid.

ভাগীরথী, মহানন্দা, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, ঘর্ঘরা, বার, নাগর, নারদ, এই নদী ও নদ-সকল প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত। পূর্ব্ববঙ্গে ধবলেশ্বরী, বৃদ্ধগঙ্গা, শীতলাক্ষী ও দগ্ধগঙ্গা প্রভৃতি নদী-সমূহ বেগবতী ছিল। এই সমস্ত মহা ও ক্ষুদ্র নদ নদী দিয়া বঙ্গদেশের অন্তর্বহির্বাণিজ্যাদি কার্য্য সকল নির্ব্বাহিত হইত।

প্রাচীনকালে বাঙ্গালা দেশের অন্তর্বাণিজ্যের অধিকাংশই নৌকা-যোগে সম্পাদিত হইত। তমলুক, বর্দ্ধমান, সপ্তগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম, কটক ও গৌড়, এই কয়টী প্রধান বাণিজ্য-স্থান ছিল। এই সকল স্থান হইতে ভারতের নানা প্রদেশে নৌকাযোগে বাণিজ্য দ্রব্য-সকল প্রেরিত হইত। বঙ্গদেশের বহির্বাণিজ্য বিস্তৃতরূপে সম্পাদিত হইত। সপ্তগ্রাম, মেদিনীপুর ও বালেশ্বরে তুলার বস্ত্র-সকল প্রস্তুত হইত। সুবর্ণগ্রাম নগর হইতে কার্পাস-বস্ত্র লইয়া বঙ্গদেশীয় বণিকৃগণ খ্রীষ্ট-জন্মিবার প্রায় পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্ব্বে মিশর (ইজিপ্ট) দেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিত। বহুকাল হইতেই রোমদেশীয় বণিকৃদিগের স্থলপথে যাতায়াত ছিল। রোমকেরা গুপ্তভাবে চীনদেশ হইতে গুটীপোকা-সকল লইয়া যাওয়ায়, তদবধি ইটালীর রেশম উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রাচীন কালে চট্টগ্রাম, তমলুক ও কটক, এই তিনটী মাত্র বন্দর ছিল। তৎকালে বিদেশীয় লোকের মধ্যে, চীন, মিশর ও আরবদেশীয় বণিকেরাই প্রধানতঃ সমুদ্রপথে যাতায়াত করিত। উক্ত বন্দরগুলিতে সর্ব্বদাই স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বাণিজ্য-পোত-সকল আসা যাওয়া করিত। ভিন্ন দেশীয় সাংযাত্রিকেরা ঐ সকল বন্দরে আসিয়া স্বদেশীয় বস্তু-জাতের বিনিময়ে রেশম, চর্ম্ম, উর্ণা, হস্তিদন্ত, কার্পাস ও প্রসিদ্ধ ঢাকাই বস্ত্র (মস্‌লিন্‌) লইয়া যাইত।

খ্রীষ্ট-জন্মিবার প্রায় পনর শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশ হইতে হস্তিদন্ত, চর্ম্ম, তূলা-বস্ত্র, উর্ণা ও রেশম ইয়োরোপ-খণ্ডে প্রেরিত হইত। খ্রীষ্টাব্দ পূর্ব্ব প্রায় আট শত বর্ষ-পূর্ব্বে বঙ্গদেশের রাজধানী গৌড়ী নির্ম্মিত হইলে, তৎকালে উত্তর-বঙ্গের বাণিজ্যের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। মুসলমানদিগের অধিকারের কিছুকাল পূর্ব্বে চাঁদ সওদাগর

ও শ্রীমন্ত সওদাগর-প্রভৃতি কতিপয় রাঢ়দেশীয় বণিক্ সমুদ্রপোত আরোহণ করিয়া সিংহল, মল্লদ্বীপ, লক্ষদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্ণিও, শ্যাম ও ফিলিপাইন্ দ্বীপপুঞ্জে যাতায়াত করিত।

চন্দ্র সওদাগর ও শ্রীমন্তের পর হিন্দুবণিক্‌গণের আর অর্ণবপোত আরোহণ করিয়া বাণিজ্যার্থ বিদেশে যাওয়ার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না; তবে এখনও চট্টগ্রাম ও কটক প্রদেশীয় অতি অল্প-সংখ্যক পোত-বণিক্ এই কার্য্যে প্রবৃত্ত আছে। তমলুক, চট্টগ্রাম ও কটক অঞ্চলের অতি হীনাবর্ণস্থ হিন্দুরাই সমুদ্রপথে বাণিজ্য-কার্য্য করিয়া থাকে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতেই বঙ্গদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য, হীন-জাতীয় লোকদিগের হস্তগত হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তমাশা অন্তরীপ প্রকাশিত হইলে পর্টুগীজ নাবিকেরা ঐ অন্তরীপ ঘূরিয়া বঙ্গদেশে আসিত। এই সময় গৌড়, সপ্তগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম নগর প্রভৃতির পূর্ব্ব-বাণিজ্যাদি, ঐশ্বর্য্য ও শোভা-সমৃদ্ধির কিছুই ছিল না; ঐ গুলির নাম মাত্র অবশিষ্ট ছিল। এই কালে ঢাকা-নগরী বঙ্গদেশের প্রধান রাজধানী। মুরশিদাবাদ, কালনা, কাটোয়া ও হুগলী-প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে যৎসামান্যরূপে বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত।

এই সময় বাঙ্গালীরা অকর্ম্মণ্য, দুর্ব্বল, ভীরু ও নানাবিধ কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়াছিল। ক্রমে বাঙ্গালাদেশে পর্টুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ও ফরাসি-প্রভৃতি ইয়োরোপীয় বণিক্‌গণ বাণিজ্যার্থ যাতায়াত করিতেছিল। পর্টুগীজেরা চট্টগ্রামে, ওলন্দাজেরা চুঁচুঁড়ায়, দিনেমারেরা শ্রীরামপুরে, ও ফরাসিরা চন্দননগরে বাণিজ্য জন্য কুঠী-সকল প্রস্তুত করিয়াছিল। পরিশেষে, ইংলণ্ডে একদল সমবেত বণিক্, তৎকালীয় মহারাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে এক সনন্দ লইয়া "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" এই নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক বাঙ্গালা দেশে আসিয়া প্রথমতঃ হুগলীতে, তদনন্তর হুগলী নদীতীরস্থিত গোবিন্দপুর-নামক স্থানে এক ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক লবণ ও রেশমের ব্যবসায় আরম্ভ করে। এইক্ষণ ঐ গোবিন্দপুর কলিকাতা নামে প্রসিদ্ধ হইয়া সমস্ত ভারত-

বর্ষের রাজধানী হইয়াছে। প্রাচীনকালে বঙ্গদেশজাত যে সকল দ্রব্য, বাণিজ্যার্থ বিদেশে প্রেরিত হইত, সেইগুলি ক্রমে লিখিত হইতেছে:—

সপ্তগ্রাম, মেদিনীপুর, সুবর্ণগ্রাম নগর, চট্টগ্রাম, তমলুক হইতে কার্পাস বস্ত্র. রেশম, চর্ম্ম, ঊর্ণা, হস্তি-দন্ত-সকল বিদেশে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হইত। খনিজ-দ্রব্যজাতের মধ্যে বীরভূম হইতে অভ্র ও শ্লেট্; রাণীগঞ্জ হইতে লৌহ-সকল স্বদেশে ও বিদেশে প্রেরিত হইত। চট্ট-গ্রাম, বরিশাল, চব্বিশ পরগণা, তমলুক, হিজলী, জলেশ্বর প্রভৃতি স্থান হইতে সামুদ্রিক লবণ স্বদেশ-মধ্যে ও বিদেশে প্রেরিত হইত।

কলিকাতা ও ঢাকার নিকটবর্ত্তী স্থানে উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মিত। ঢাকা, বরিশাল, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, নসিরাবাদ প্রভৃতি স্থানের কার্পাস দ্বারা ঢাকাই বস্ত্র-সকল প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বকালে বালেশ্বর, মেদিনীপুর, ও অম্বিকা-প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট তূল-বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এইক্ষণে সিমলা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা, চন্দ্রকোণা ও কটক-প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র-সকল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রথমে ভারতবর্ষ হইতে বীজ লইয়া পারস্য অখাতস্থ দ্বীপবাসীরা স্বদেশে কার্পাসের চাষ করে। পরে, তথা হইতে মিশরদেশে ইহার বীজ নীত হইয়াছিল।

যে ভারতীয় কার্পাস বীজ এক সময় অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া, মিশরদেশে নীত হইত, আজি আবার সেই আফ্রিকাদেশীয় কার্পাস বীজ উৎকৃষ্ট বলিয়া ভারতে আনীত হইতেছে! কালের কি বিপর্য্যয়! জাতীয় পতনের সহিত কৃষিকার্য্যের কি শোচনীয় পরিণাম! কৃষ্ণনগর ও যশোহর হইতে ইক্ষুগুড় এবং কৃষ্ণনগর, যশোহর, বরিশাল ও ফরিদ-পুর হইতে খর্জ্জুর-গুড় বিদেশে রপ্তানি হইত। নসিরাবাদ, ঢাকা, ত্রিপুরা, দিনাজপুর-প্রভৃতি স্থান হইতে শণ ও পাট, দার্জিলিং, আসাম ও শ্রীহট্ট হইতে চা এবং চট্টগ্রাম ত্রিপুরা ও আসাম হইতে গর্জ্জন তৈল ভারতের অন্যান্য প্রদেশে ও বিদেশে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হইত।

কথিত আছে যে, খ্রীঃ পূঃ প্রায় পঞ্চদশশতবর্ষ পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশীয় বণিকেরা ঢাকাই বস্ত্র ও কার্পাস লইয়া রোম-নগরে বাণিজ্যার্থ গমন করিত।

স্মরণাতীত কাল হইতে বাঙ্গালাদেশ শৌর্য্য, বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ ছিল। বঙ্গদেশ প্রকৃতির শস্যাগার বলিলে অত্যুক্তি হইত না। আইন্ আকবরী গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সম্রাট্ আকবরের সময়ে, সমস্ত বঙ্গদেশ দ্বাদশ ভূম্যধিকারী "বারভূঁইয়ার" অধিকার ছিল। তখনও সেই সকল ভূম্যধিকারী মহাবল পরাক্রান্ত এবং এক প্রকার স্বাধীন ছিলেন। নৌ-বল তাহাদিগের প্রধান বল ছিল। ফলতঃ সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্যকালের পূর্ব্বে সমস্ত বাঙ্গালা দেশ প্রায়ই স্বাধীন ছিল। ঐ সময় সেনাপতি রাজা মানসিংহ বিশ্বাসঘাতকের সাহায্যে বঙ্গের স্বাধীনতা-রত্ন অপহরণ করে। যে বঙ্গদেশ প্রাচীনকাল হইতে শৌর্য্য ও বীর্য্যে প্রসিদ্ধ, যাহার অধিপতিগণ এককালে বীরেন্দ্রসমাজে পূজিত হইত, যাহার অধিবাসিগণ এক সময় নৌ-যুদ্ধে সুদক্ষ, বলীয়ান্ ও দুর্দ্দমনীয় ছিল, সেই বঙ্গবাসিগণ আজি নির্বীর্য্য, ভীরু ও কাপুরুষের মধ্যে পরিগণিত, একতা-বিহীন এবং মসীজীবী হইয়া পরপদধূলি-লেহনে নিরত রহিয়াছে!

বাণিজ্যপ্রিয়, উদ্যমশীল ইংরাজেরা এতদ্দেশে আসিয়া কিছুদিন বাণিজ্য-কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইঁহাদিগের এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে সমর-বিজয়ী ইংরাজেরা বঙ্গদেশ করতলগত করিয়াছিলেন। অনন্তর, ক্রমশঃ তাঁহারা প্রায় সমুদায় ভারতবর্ষের একাধিপত্য লাভ করেন। সিপাহি বিদ্রোহের পর স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতরাজ্য কোম্পানির হস্ত হইতে লইয়া নিজ শাসনাধীন করিয়াছিলেন। এইক্ষণ তৎপুত্র মহামতি ভারতসম্রাট্ রাজা সপ্তম এডোয়ার্ড ভারতাদি রাজ্য শাসন করিতেছেন।

প্রথমতঃ ইংরাজ জাতি ভারতবর্ষে বণিক্‌রূপে আগমন করিয়াছিলেন। বাণিজ্য-জনিত ধন-বলে বলীয়ান্ ও তদুপলক্ষে তাৎকালিক ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থাভিজ্ঞ হইয়া ক্রমে ইংরাজেরা ছলে বলে ও কৌশলে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া তদ্দেশবাসিগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াছেন। এদেশে কেন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই বাণিজ্য-ব্যবসায়ী

ইংরাজদিগের রাজত্ব ও প্রবল প্রতাপ অপ্রতিহত ভাবে বিরাজমান রহিয়াছে।

পৃথিবীতে এমন্ দেশ নাই, যাহাতে ইংরাজের অবাধ বাণিজ্য প্রবেশ না করিয়াছে ; এমন্ সমুদ্র নাই, যাহাতে ইংরাজ সাংযাত্রিকের পোতো-পরিস্থ পতাকা পত পত শব্দে প্রোড্ডীয়মান না হইতেছে।

ইংরাজ রাজত্বের উপরে সূর্য্যদেব অস্তমিত হন্ না।

ইংরাজের এরূপ বিভব, এরূপ বল, এরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্যের নিদান যে একমাত্র বাণিজ্য, তাহাতে মত-দ্বৈধ নাই।

বাণিজ্যে যে প্রকার ধন বৃদ্ধি হয়, অন্য কোন বিষয়ে তাদৃশ ধনাগম হয় না। অমুক ব্যক্তি যে এত ধন ও এত সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল বাণিজ্য বই আর কিছুই নহে।

যখন চিন্তা করা যায় যে, বঙ্গদেশীয় বণিক্‌গণ পণ্যদ্রব্য লইয়া আফ্রিকায় মিশরদেশে এবং ইয়োরোপে রোম নগরে বাণিজ্যার্থ গমন করিত, তখন হৃদয় মধ্যে এক অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে! হায়, "তেহিনো দিবসাগতাঃ"!—বঙ্গে আর কি সে সৌভাগ্য রবির উদয় হইবে, আর কি বঙ্গবাসী "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই মূলমন্ত্রের সাধনায় সতত অভিনিবিষ্ট হইবে!

বাণিজ্য-তরুর মূল কৃষি, ইহার পুষ্প শিল্প, এবং ফল ধনৈশ্বর্য্য। ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষি-প্রধানদেশ, প্রকৃতির আদরের ধন, ভারত পৃথিবীতে স্বর্গ। যে স্থানে ছয় ঋতু বিরাজমান, তথাকার উৎপাদিকা শক্তি অতুলনীয়া। ভারতের কৃষকই একমাত্র উৎপাদক, অন্যে তদীয় শ্রমজাত ফলভোগী মাত্র।

কোন দেশের বাণিজ্যাবস্থা পরিজ্ঞাত হইলেই তন্মূলক কৃষির অবস্থা অতি সহজে জানা যাইতে পারে, সুতরাং প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যাবস্থা বর্ণনা করিয়া তন্মূলক কৃষির অবস্থা পৃথক্ রূপে বর্ণনা করা প্রয়োজনীয় নহে।

কিন্তু ভারতীয় শিল্প-সম্বন্ধে কিছু না বলিলে বর্ত্তমান প্রবন্ধের অঙ্গ-ভঙ্গ হইবে বলিয়া তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শিল্প বলিলে সামান্যত স্থাপত্য (Architecture), ভাস্কর্য্য (Sculpture) এবং চিত্র (Painting) বুঝাইয়া থাকে।

প্রাচীন ভারতের অধিবাসিগণ স্থপতিবিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা ইষ্টক ও প্রস্তরাদি দ্বারা যে সকল সুরম্য হর্ম্ম্য, প্রাসাদ ও সুকৌশলময় দুর্ভেদ্য দুর্গ সকল নির্ম্মাণ করিতেন, তৎসমুদায় আলোচনা করিলে তাঁহাদিগের শিল্প-নৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যৎকালে পৃথিবীর অধিকাংশ প্রদেশ অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, জ্ঞান ও সভ্যতার আলোক প্রবিষ্ট হয় নাই, তৎকালে ভারতে আর্য্যগণ বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সভ্যতার উচ্চতম শিখরে সমারূঢ় হইয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উপদেষ্টা হইয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য মনীষিগণ এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে ভারতীয় আর্য্যগণের মহিমা-সকল ঘোষণা করিতেছেন।

আমরা যতই তাঁহাদিগের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা, বুদ্ধিমত্তা, কর্ম্ম-দক্ষতা, এবং অবদান-পরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া জন্মভূমির অতীত গৌরব সকল স্মরণ করিব, ততই আমাদিগের জাতীয় জীবনের জড়তা ও দুর্ব্বলতাদি অপনীত হইবে এবং তৎপরিবর্ত্তে জাতীয় জীবনে দুর্দ্দমনীয় শক্তির সঞ্চার হইতে থাকিবে। আমাদিগের কর্ম্ম দোষে যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, জাতীয় বল সঞ্চারিত হইলে তাহা বিদূরিত হইবে।

প্রথম, স্থাপত্য। বৈদিক ব্রাহ্মণভাগের সময়ে অনুষ্ঠিত যাগ-সমূহে চিতি ও কুণ্ডাদির নির্ম্মাণ নিতান্ত আবশ্যকীয় ছিল। ঐ সকল চিতি ও কুণ্ড প্রভৃতি খিলান দ্বারা নির্ম্মিত হইত। এতদ্দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, স্থাপত্যের অতি কঠিন ও প্রধান অঙ্গ, খিলান করাটী পৃথিবীর আদিম অবস্থায় বৈদিককালে ভারতে বর্ত্তমান ছিল। একজন আধুনিক পাশ্চত্য পণ্ডিতও বলিয়াছেন যে, প্রথমে ভারতবর্ষেই খিলান করা উদ্ভাবিত হইয়াছিল, পরে মিশর ও গ্রীসদেশবাসী স্থপতি-বর্গ উহার আভাস প্রাপ্ত হয়। বেদে শম্বরাসুরের নব নবতি সংখ্যক ণ-নির্ম্মিত অট্টালিকার কথা বারংবার উক্ত হইয়াছে। রামায়ণের ধ্যা, মহাভারতের ইন্দ্রপ্রস্থ, হস্তিনা, দ্বারকা এবং ময়দানব-নির্ম্মিত

রাজসূয়-যজ্ঞের সভাগৃহ-প্রভৃতির কারুকার্য্য ও নির্ম্মাণ-কৌশলাদির বিষয় পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী মহারাজ অশোক-কর্তৃক নির্ম্মিত স্তম্ভ বা স্তূপ-সকল বিশেষতঃ অনুরাজপুরস্থিত স্তূপটী বিশাল, মনোহর এবং বিচিত্র কারুকার্য্য-সমন্বিত। লঙ্কাদ্বীপস্থিত এবং ভীলসা নগরীস্থ বৌদ্ধমন্দিরগুলি জনগণের হৃদয়হারী হইয়া অবস্থিত আছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পরে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরী ও মহারাজ হস্তি-নির্ম্মিত কৌরব-রাজধানী হস্তিনা-পুরী জলমগ্না হইয়াছিল।

বৌদ্ধসাম্রাজ্যকালে নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় গৃহ অতীব বিশাল ও মনোহর ছিল। আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে যে সকল দেব ও দেবীর মন্দির-সমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, ঐগুলি বৌদ্ধমন্দিরাদির অনুকরণে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। ফলতঃ, এইক্ষণ বৌদ্ধকালের পূর্ব্বকালীন হিন্দুদেব ও দেবীর মন্দির কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উৎকলদেশে ৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত ভুবনেশ্বরের এবং ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত জগন্নাথদেবের মন্দির দর্শক-বৃন্দের চিত্তহারী হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে।

দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চীপুর, শৃঙ্গপত্তন, ও চিলামব্রুমের মন্দির-সকল এবং করমণ্ডল উপকূলস্থ মহাবলিপুরস্থিত মন্দির দর্শকগণের চিত্ত-চমৎকার-জনক হইয়া রহিয়াছে।

মুসলমানের অধিকার সময়ে সোমনাথের চিত্তহারী মন্দিরের ন্যায় কত শত সহস্র দেবমন্দির, কত শত সহস্র দেবালয় ও রাজালয় যে বিধ্বস্ত এবং তদীয় উপকরণ দ্বারা মসজিদ, সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা করিতে কে সমর্থ হইবে?

উপর্য্যুপরি বৈদেশিক জাতি-নিচয়ের আক্রমণে প্রাচীন ভারতের দেব-মন্দির, প্রাসাদ ও দুর্গাদি অবরুদ্ধ ও কিঞ্চিৎ বিধ্বস্ত হইলেও মুসলমান অধিকার কালে যেরূপ ঐ সকল বিধ্বস্ত হইয়াছিল, এরূপ কোন কালেও হয় নাই।

কত কত অদ্ভুতকীর্ত্তি-সূচক জয়-স্তম্ভ যে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা কে নির্ণয় করিতে শক্ত হইবে?

প্রাচীন ভারতে প্রযত্ন-বিনির্মিত অট্টালিকা, দেব-মন্দির ও কীর্ত্তি-স্তম্ভ-সকল মুসলমানদিগের রাজত্বকালে বিধ্বস্ত, বিকৃত ও রূপান্তরিত হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজ-নির্ম্মিত অগ্রভেদী স্তম্ভ, কুতুব-মিনার নামে বিকৃত এবং ভগবান্ ভবানীপতি বিশ্বেশ্বরের মন্দির মস্‌জিদে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

দিল্লীশ্বর ফিরোজসাহ বিন্ধ্য মাধবের মঠ ও দিল্লী নগরের মান-মন্দির নিজ নামে বিখ্যাত করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতে স্থাপত্য কার্য্যের এতই সৌন্দর্য্য ছিল যে, জগদ্বিখ্যাত, দেবালয়-দেব-মন্দির-দেবদেবী-মূর্ত্তি-বিনাশকারী গজনীপতি সুলতান মামুদ, যখন মথুরাপুরী আক্রমণ করেন, তখন তিনি তত্রত্য প্রাসাদ, দেবমন্দির ও হর্ম্ম্যাবলীর অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ঐ সকল ধ্বংস করিতে সৈন্যগণকে নিষেধ করিয়াছিলেন।

এইক্ষণ সেকেন্দ্রা, মতিমজিদ্ ও জুম্মা মজিদ্ এবং পৃথিবীতে আশ্চর্য্যজনক সপ্ত পদার্থের একতম তাজমহল পুরাতন ভারতের স্থাপত্য-নিষ্ঠ শিল্প-নৈপুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

গুজরাটের অন্তর্গত আবু-নামক পর্ব্বতের শিখর দেশে একটী জৈন মন্দির বিদ্যমান আছে। ঐ মন্দিরটী খ্রীষ্টীয় ১০৩২ সনে বিমলাসাহ-নামক কোন জৈন ধর্ম্মাবলম্বী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

এই মন্দির সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ শিল্পী ফারগুসন্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, "এরূপ বহ্বায়াস-সম্পাদিত এবং বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত স্থপতি কার্য্য বোধ হয় আর কোথায় নাই।" তিনি এই অট্টালিকার চাঁদনি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, "স্যর ক্রীষ্টফর রেনের লণ্ডন সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মমন্দির-সকল এই জৈন চাঁদনির সহিত সাদৃশ্য লাভ করিলে আরও উৎকৃষ্ট হইত।"

কথিত আছে, এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে অষ্টাদশ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল এবং চতুর্দ্দশবর্ষ কাল লাগিয়াছিল।

লিপি আছে যে, ভারতবর্ষীয় স্থাপত্যানুসারে প্রথমে মিশরদেশে ও বহুকাল পরে গ্রীসদেশে অনেক দেব-দেবী মন্দির এবং অট্টালিকা-প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন—প্রাচীন ভারতেও গ্রীসদেশীয় নূতন ধরণের স্থাপত্য কারুকার্য্য-সকল অনুকৃত ও অনুসৃত হইত।

মান্দ্রাজ বিভাগ-নিবাসী স্থাপত্য-বিদ্যাবিৎ মহাত্মা রামরাজ বলিয়াছিলেন যে, "মানসার," কশ্যপ-প্রণীত "কাশ্যপ" এবং "মনুষ্যালয়-চন্দ্রিকা" এই কয়েকখানি গ্রন্থে বিমান ও প্রাসাদাদির নির্ম্মাণ কৌশল-সকল লিখিত আছে।

তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, অর্থশাস্ত্র সাংগ্রামিক স্থাপত্যের অর্থাৎ দুর্গ ও ব্যূহ প্রভৃতির রচনা-চাতুর্য্যের নিয়মাদি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অমরকোষ অভিধানে আছে যে, "হর্ম্ম্যাঞ্চ ধনিনাং বাসঃ প্রাসাদো দেব-ভূভুজাম্"—ধনিজনের বাস গৃহকে হর্ম্ম্য বলে এবং দেবালয় ও রাজালয়কে প্রাসাদ কহে। অট্টালিকা শব্দটী সকলেতেই ব্যবহৃত হইতে পারে। অত্যুচ্চ সপ্ততল-প্রভৃতি অট্টালিকাকে বিমান কহে।

অট্টালিকাদি-নির্ম্মাণ-বিষয়ে স্থপতি (Architect), সূত্রগ্রাহী (Measurer), বর্দ্ধকী (Joiner) এবং তক্ষক (Carpenter) প্রধান।

২য়, ভাস্কর্য্য। দক্ষিণ সাগরোপকূলবর্ত্তী হস্তি-দ্বীপস্থ ও সল্‌সেটি-দ্বীপস্থিত গুহা-সকল ভাস্কর-কার্য্য সম্বন্ধে দর্শনীয় হইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণা-পথস্থিত ইলোরা নামক পর্ব্বত-গুহাটী ভাস্কর কার্য্যের অতীব সুন্দর নিদর্শন। পূর্ব্বোক্ত গুহা-সমূহে হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের খোদিত দেব-দেবীর মূর্ত্তি-সকল দর্শক-বৃন্দের চিত্তকে বিমোহিত করিতেছে।

একটী অর্দ্ধ চন্দ্রকার রক্তবর্ণ গ্রাণিট্-প্রস্তরময় পর্ব্বতাভ্যন্তর অর্দ্ধক্রোশ ব্যাপিয়া খোদিত হইয়া ইলোরার গুহাটী প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ অর্দ্ধচন্দ্রাকার স্থানের ব্যাস প্রায় আড়াই ক্রোশ হইবে। বোধ হয়, পৃথিবীর, মধ্যে এরূপ সুবিস্তীর্ণ ভাস্কর-কার্য্য আর কোথাও নাই। এই সুপ্রসিদ্ধ গুহার মধ্যে "কৈলাস" নামে স্থানটী ৩৬৭ হাত দীর্ঘ এক

সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যে খোদিত হইয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। এই গুহাভ্যন্তরে ইন্দ্রসভা, ব্রহ্মসভা এবং দেবসভা প্রভৃতি খোদিত হইয়া নির্ম্মিত আছে!

মধ্য ভারতবর্ষেও অনেকগুলি গুহা আছে, তন্মধ্যে ঔরাঙ্গবাদের নিকটস্থিত অজন্তা নগরীর গুহাই ভাস্কর কার্য্যের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। উৎকলদেশে কণরবা পর্ব্বতের গুহা ও ভাস্কর কার্য্য জন্য সুবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

পূর্ব্বে যে সকল দেব ও দেবী মন্দীরের উল্লেখ করা গিয়াছে, ঐ সকল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেব ও দেবীর মূর্ত্তি-সকল ও বিচিত্র ভাস্কর্য্য-জনিত সৌন্দর্য্য সমন্বিত।

ভারতীয় দেব দেবীর ভগ্ন ও অভগ্ন মন্দির-সমূহের ও প্রস্তর নির্ম্মিত হর্ম্ম্য, প্রাসাদ ও দুর্গ-নিচয়ের গাত্রে কত প্রকার মনোহর মূর্ত্তি-সকল যে খোদিত আছে ও ছিল তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে?

মান্দ্রাজ-বিভাগ-নিবাসী স্থাপত্যাদি বিদ্যাবিৎ মহাত্মা রামরাজ বলিয়াছিলেন যে, "অগস্ত্যমুনি-প্রণীত 'সকলাধিকার'-নামক-গ্রন্থে পুত্তলিকাদি-নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় উপদেশ-সকল লিখিত আছে।"

এই গ্রন্থ মহাভারত বর্ণিত পাণ্ড্য ও চোল বংশীয় রাজাদিগের রাজ্য-শাসনকালে রচিত হইয়াছিল।

৩য়, চিত্র। চিত্র ও কবিত্ব প্রায় একই বস্তু। প্রকৃতিকে রঙ্গাদি দ্বারা প্রকাশিত করিলে চিত্র এবং প্রকৃতিকে বাক্য দ্বারা প্রকাশিত করিলে কবিত্ব বা কাব্য হইয়া থাকে। যেমন প্রকৃতির স্বরূপাঙ্কনের তারতম্যানুসারে চিত্রকরের গুণগত তারতম্য হইয়া থাকে, তেমনি প্রকৃতির স্বরূপাখ্যানের তারতম্যানুসারে চিত্রকরের গুণগত তারতম্য হইয়া থাকে, তেমনি আবার প্রকৃতির তারতম্যানুসারে কবিরও গুণগত তারতম্য হয়। ফলতঃ, যিনি যে পরিমাণে স্বভাবের স্বরূপাঙ্কনে বা স্বরূপকথনে সমর্থ হইয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে জগতে খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন।

যেমন রত্যাদি স্থায়ীভাব বিভবাদি দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া শৃঙ্গারাদি

রস রূপে পরিণত হইলে কাব্য হয়, তেমনি আবার প্রাকৃত শোভানু-ভাবকতারূপ মানসিক ভাব, প্রযত্ন বা কৃতিত্বানুগুণে রঙ্গাদি দ্বারা আকারিত হইলেই চিত্র হইয়া থাকে। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য কহে। (১) যে ব্যক্তির হৃদয় কাব্যরস-বিহীন, সে ব্যক্তি পশু-তুল্য। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন—"সঙ্গীতসাহিত্যরসানভিজ্ঞঃ খ্যাতঃ পশুঃ শৃঙ্গ-বিষাণ-হীনঃ। চরত্যসৌ কিন্তু তৃণং ন ভুঙ্‌ক্তে পরং পশূনামুপকারহেতোঃ।" সঙ্গীত ও সাহিত্যরসে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, শৃঙ্গ, পুচ্ছ হীন পশু বলিয়া খ্যাত। এ ব্যক্তিও চরণ করে, কিন্তু পশুদিগের উপকারার্থই তৃণ ভক্ষণ করে না।

চিত্রও কাব্য স্থানীয়, সুতরাং চিত্ররসাস্বাদ-বিহীন হৃদয়, পশু-হৃদয়ের সদৃশ বলিয়া অতীব হেয়। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ যেমন সঙ্গীত ও সাহিত্য বিদ্যায়, তেমনি চিত্রবিদ্যায় নিপুণতা লাভ করিয়া সহৃদয়তার বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

নাটক, নাটিকা, উপাখ্যান, আখ্যায়িকাদি ব্যতীত, পুরাণ ও দর্শনাদি শাস্ত্রেও চিত্রাদির বর্ণনা রহিয়াছে। পুরাণে কথিত আছে যে, বাণতনয়া ঊষা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনুরুদ্ধের চিত্রফলকগত মূর্ত্তি দেখিয়া কাম-মোহিতা ও তদাসক্তচিত্তা হইয়াছিলেন।

বেদান্তদর্শনান্তর্গত পঞ্চদশী-নামক গ্রন্থে চিত্র-বিষয়ে সুন্দর উল্লেখ রহিয়াছে। পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন যে, যেমন চিত্রপটে যথাক্রমে ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত এবং রঞ্জিত এই চারিটী অবস্থা দৃষ্ট হয়, তেমনি পরমাত্মাতে (ঈশ্বরে) ও চিৎ, অন্তর্যামী, সূত্রাত্মা ও বিরাট্ এই চারিটী অবস্থা বিবেচিত হইয়া থাকে। যেমন স্বতঃ শুক্লীকৃত বর্ণের নাম ধৌতাবস্থা, অন্নমণ্ড-লেপ সহ প্রস্তরাদি দ্বারা সমভাবে বিস্তার করণের নাম ঘট্টিতাবস্থা, রেখাপাত দ্বারা কোন আকার অঙ্কিত করার নাম লাঞ্ছিতাবস্থা এবং বর্ণ পূরণ দ্বারা সর্ব্বাবয়ব সম্পন্নকরাকে রঞ্জিতাবস্থা বলা যায়, তেমনি স্বয়ং অনুপস্থিত পরব্রহ্ম চৈতন্য-চিৎ অবস্থা, মায়োপহিত ঈশ্বর চৈতন্য—অন্তর্যামী অবস্থা, সূক্ষ্ম সৃষ্টি হেতু হিরণ্যগর্ভ সূত্রাত্মা অবস্থা,

---

(১) "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যম্"। 'সাহিত্য দর্পণ।

এবং স্থূল সৃষ্টিতে হেতু সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড—বিরাট্ অবস্থা রূপে বিবেচিত হয়েন। (১)

সংস্কৃত নাটক ও নাটিকাদিতে কবিগণ যে সকল চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, সে গুলিতে সহৃদয়-জনানুমোদিত স্বাভাবিক ভাবেরই প্রাধান্য উপলক্ষিত হইয়া থাকে।

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তল-নামক নাটকের ষষ্ঠ অঙ্কে মহারাজ দুষ্মন্তকর্ত্তৃক চিত্রফলকে শকুন্তলার যে একটা প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত হওয়ার কথা আছে, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক, সুন্দর ও চমৎকারজনক। আমরা উহা হইতে সহৃদয় পাঠকের বিবেচনার্থ কতিপয় পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে প্রদান করিলাম :—

শকুন্তলা—ষষ্ঠ অঙ্ক।

(২) বিদূষক—বলিহারি বয়স্য! মধুর অবস্থানভঙ্গি দ্বারা চিত্রটীর অন্তর্নিহিত ভাব দেখিবার উপযুক্ত হইয়াছে। উহার নিম্নোন্নত প্রদেশ-সমূহে যেন আমার দৃষ্টি স্খলিত হইতেছে!

এস্থলে বক্তব্য এই যে, ছায়া ও আলোকের তারতম্য বশতঃ চিত্রের নিম্নোন্নত প্রদেশ গুলি পরিস্ফুট হইয়া চিত্তাকর্ষক হইয়া থাকে, ইহা যে, মহাকবি কালিদাসের সময়ে এদেশে বিশেষরূপে জানা ছিল, এতদ্দ্বারা তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

(১) "যথাচিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ম্।
পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ং তথাবস্থা-চতুষ্টয়ম্
যথা ধৌতো ঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতো রঞ্জিতঃ পটঃ।
চিদন্তর্যামি-সূত্রাণি বিরাট্চাত্মা তথের্যতে॥
স্বতঃ শুভ্রোহত্র ধৌতঃ স্যাৎ ঘট্টিতোঽন্নবিলেপনাৎ।
মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃ স্যাৎ রঞ্জিতোবর্ণ-পূরণাৎ॥
স্বতশ্চিদন্তর্যামীতু মায়াবী সূক্ষ্মদৃষ্টিতঃ।
সূত্রাত্মা স্থূলসৃষ্ট্যৈব বিরাড়িত্যুচ্যতে পরঃ॥"

—পঞ্চদশী।

(২) বিদূষকঃ—সাধু বয়স্য! মধুরাবস্থান দর্শনীয়ো ভাবানুপ্রবেশঃ স্খলিতাইব মে দৃষ্টি নিম্নোন্নত-প্রদেশেষু।

(২) সানুমতী—ওমা! রাজর্ষির কি নিপুণতা! বোধ হ'চ্চে সখা যেন ঠিক্ আমার সম্মুখে রয়েছে।

(৩) রাজা—চিত্রে যে যে স্থান সুন্দর দেখাইবে না, তাহা অন্য-রূপ করা হইয়াছে। তথাপি তাঁহার সেই লাবণ্য রেখাদ্বারা কিঞ্চিৎ অঙ্কিত করা হইয়াছে।

(৪) বিদূষক—মহারাজ! ইহাঁরা তিন জন দেখিতেছি, সকলেই দেখিবার উপযুক্ত, ইহাঁদের মধ্যে শকুন্তলা কোন্‌টী?

রাজা—তুমি কাকে মনে ক'চ্চ?

বিদূষক—আমি মনে কচ্চি, শিথিল কেশ বন্ধন হইতে পুষ্প-সকল স্খলিত হইতেছে, বদনে স্বেদবিন্দু-সকল দেখা দিয়াছে, বাহুযুগল বিশেষ অবসন্ন ভাবে নিপতিত রহিয়াছে, এইরূপে যিনি জল-সেক-স্নিগ্ধ নব-পল্লব-বিশিষ্ট আম্রবৃক্ষের পার্শ্বে ঈষৎ পরিশ্রান্তার ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন, ইঁনিই শকুন্তলা এবং এ দুইজনে ইঁহার সখী।

(৫) রাজা—শোন, স্রোতস্বিনী মালিনী নদী ও তাহার সৈকত-প্রদেশে লীন হংসমিথুন, হিমালয়ের পবিত্র পাদপর্ব্বত-সকল, সেই গুলির চতুর্দ্দিকে হরিণগণ নিষণ্ণ আছে, এরূপ লিখিতে হইবে। আর যাহার শাখা হইতে বল্কল ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এরূপ তরুর নিম্ন-প্রদেশে

(২) সানুমতী অহো এষা রাজর্ষের্নিপুণতা। জানে সখী অগ্রতো মে বর্ত্ততে ইতি।

(৩) রাজা—যদ্যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা।
তথাপি তস্যা লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্॥

(৪) বিদূষকঃ—ভো ইদানীং তিস্রস্তত্রভবত্যো দৃশ্যন্তে। সর্ব্বাশ্চ দর্শনীয়াঃ। কতমা অত্র তত্রভবতী শকুন্তলা?

রাজা—ত্বং তাবৎ কতমাং তর্কয়সি?

বিদূষকঃ—তর্কয়ামি যা এষা শিথিলকেশবন্ধনোদ্বান্তকুসুমেন কেশান্তেন উদ্ভিন্নস্বেদবিন্দুনা বদনেন বিশেষতোঽপসৃতাভ্যাং বাহুভ্যাং অবসেকস্নিগ্ধতরুণপল্লবস্য চূতপাদপস্য পার্শ্বে ঈষৎ-পরিশ্রান্তাইব আলিখিতা এষা শকুন্তলা। ইতরে সখ্যাবিতি।

(৫) কার্য্যা সৈকত লীন হংসমিথুনা স্রোতোবহা মালিনী।
পাদাস্তামভিতো নিষণ্ণহরিণা গৌরীগুরোঃ পাবনাঃ॥
শাখালম্বিত বল্কলস্য চ তরো নির্ম্মাতু মিচ্ছাম্যধঃ।
শৃঙ্গে কৃষ্ণমৃগস্য বামনয়নং কণ্ডূয়মানাং মৃগীম্॥

কৃষ্ণসারের শৃঙ্গে মৃগী আপন বাম নয়ন কণ্ডূয়ন করিতেছে, এরূপ ভাবে অঙ্কন করিতে ইচ্ছা করি।

চিত্র বিজ্ঞানের ন্যায় আর্য্যগণের শিল্প-চাতুর্য্য-বিজ্ঞাপক সূক্ষ্ম শিল্প গুলিও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভারতে মুসলমান অধিকারের সময়ে চিত্রবিদ্যার বিলোপ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। কারণ, চিত্র রচনা করিলে ঈশ্বরের সৃষ্টি বিষয়ে সমকক্ষতা করা হয়, এই বোধে মুসলমানেরা চিত্রকার্য্যকে বিষম স্পর্দ্ধাসূচক মনে করেন, সুতরাং উহা পাপজনক বলিয়া বিশ্বাস করেন। এইক্ষণে জয়পুরে চিত্র বিদ্যার কিঞ্চিৎ চর্চ্চা আছে। দাক্ষিণাত্যের রাজা রবিবর্ম্মা আর্যাচিত্র বিদ্যার পুনরুদ্ধার করণে যত্নবান্ হইয়াছেন; তদঙ্কিত চিত্র-সকল বড় লোকের গৃহে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে সুশিক্ষিত ভদ্র লোকেরাও শিল্পকার্য্য করিতেন; এমন কি, রাজপুত্রগণকে শিল্প শিক্ষা করিতে হইত।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিল্পবিষয়ক অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল। কালক্রমে শিল্পের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প গ্রন্থগুলিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইক্ষণ কেবল বিশ্বকর্ম্মা প্রণীত 'শিল্প-সংহিতা' নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থই বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই গ্রন্থে ঘটিকা যন্ত্র, বাষ্পীয় যন্ত্র, দূরবীক্ষণ যন্ত্র, প্রভৃতি নির্ম্মাণের কৌশল-সকল লিখিত আছে। এই সংহিতার বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছে।

অন্যান্য দেশে স্ত্রীলোকগণ বিধবা হইলে তাহারা পুরুষান্তরকে বিবাহ করিতে পারেন। এদেশে বিধবা হইলেই স্ত্রীলোকেরা পিতৃকুল ও শ্বশুর কুলের গলগ্রহ হইয়া উঠেন অপরাপর দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় ইঁহারা যদি শিল্পকার্য্য অধ্যাপনা ও ধাত্রীর কার্য্য করেন, তবে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন দ্বারা আপনাদিগকে ও নিজ নিজ পুত্র ও কন্যাদিগকে অনায়াসে যদৃচ্ছাক্রমে ভরণপোষণ করিতে সমর্থ হইতে পারেন। বঙ্গদেশে নবশাখ শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা সামান্য শিল্পকার্য্য দ্বারা যৎসামান্য ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতীয় ভদ্র-মহিলারা বিধবা হইলে আর তাঁহাদিগের দুঃখের সীমা থাকে না।

তখন তাঁহারা আত্মীয় কুটুম্বগণের গলগ্রহ হইয়া যাবজ্জীবন অশেষ ক্লেশ ভোগ করেন এবং আত্মীয় কুটুম্বগণেরও নানাবিধ কষ্টের কারণ হইয়া উঠেন।

হায়, কবে হিন্দু মহিলাগণ পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আত্মাবলম্বন করিতে শিক্ষা করিবেন; কবে তাঁহারা আপন আপন দুর্দ্দশা দূরীকরণ মানসে বদ্ধ পরিকর হইবেন; কবে তাঁহারা নিজ নিজ সন্তানগণকে স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষা প্রদান করিবেন; কবে আবার ভারতে প্রাতঃ-স্মরণীয়া আত্রেয়ী, গার্গী, বাৎসী, অরুন্ধতী, মৈত্রেয়ী, রোমশা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, সীতা, সাবিত্রী, সত্যবতী, দ্রৌপদী, খনা, লীলাবতী, চন্দ্রমুখী, তারিণী, কর্ণাট-রাজমহিষী এবং রত্নাবতী প্রাদুর্ভূত হইবেন; কবে ভারত-ললনাগণ বিলাসিতা ও জড়তা পরিত্যাগ করিয়া কঠোর ব্রতাবলম্বন করিবেন; কবে তাঁহারা আপন আপন সন্তানগণকে কঠোর জীবন সংগ্রামে প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত সুশিক্ষা ও উৎসাহ প্রদান করিবেন।

মাতা প্রস্তুত না হইলে সন্তান প্রস্তুত হয় না। মাতৃদোষে, রাবণ রাক্ষস—মাতৃগুণে, সেকেন্দরসাহ পৃথ্বীবিজয়ী।

আমরা বাঙ্গালী। বঙ্গদেশ আমাদিগের মাতৃ-ভূমি। বেদে বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় না, সুতরাং বৈদিক সময়ে বঙ্গদেশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল না বলিয়া বোধ হয়। অথর্ব্ববেদে কীকট-দেশের (বিহার) উল্লেখ দেখা যায় মাত্র।

পৌরাণিক-কালে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখা যায়। সূর্য্যবংশীয় মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের উল্লেখ রহিয়াছে। চন্দ্রবংশীয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীম-কর্ম্মা ভীমসেনের পূর্ব্ব-দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে, মহাবীর বৃকোদর বঙ্গদেশ জয় করিয়া বঙ্গ-সাগরস্থিত দ্বীপবাসিগণকে জয় করিয়াছিলেন। এই সময়ে বঙ্গদেশে প্রবল-প্রতাপ দুই জন নরপতি রাজ্য-শাসন করিতেন। মহারাজ সমুদ্রসেন দক্ষিণ-বঙ্গস্থিত তাম্রলিপ্ত নগরে (বর্ত্তমান তমলুক) এবং মহারাজ চন্দ্রসেন উত্তর-বঙ্গে গৌড়ী নগরীতে রাজধানী স্থাপন করিয়া বাস করিতেন। পৌরাণিক কালে দক্ষিণ ও উত্তর-বঙ্গই সমৃদ্ধশালী ও

জনগণে পূর্ণ ছিল। মধ্য-বঙ্গ কেবল জলাকীর্ণ। এমন কি, পাঠান ও মোগল-সাম্রাজ্য-কালেও মধ্য-বঙ্গের নৌ-বল অতি প্রবল। তৎকালে উহা দ্বাদশ ভৌমিকের ("বারো ভূঁইয়ার") রাজ্য মধ্যে বিভক্ত ছিল। মহাভারতীয় কালে উত্তর-বঙ্গের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশ (বর্ত্তমান আসাম) মহারথ মহারাজ ভগদত্ত কর্ত্তৃক শাসিত ছিল। সভা-পর্ব্বে উল্লিখিত আছে যে, ম্লেচ্ছাধিপতি প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর রাজা ভগদত্ত সুদৃঢ় প্রস্তরময় ভাণ্ড, বায়ুবেগগামী অশ্ব-সমূহ ও বিশুদ্ধ দ্বিরদ-রদ-নির্ম্মিতৎসরু (বাঁট)-যুক্ত অসি-সকল মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

ভীষ্মপর্ব্বে লিখিত আছে, বঙ্গ-দেশাধিপতি কার্ম্মুকে শর সংযোগ করিয়া মুহুর্মুহু সিংহনাদ করত মদবারি-যুক্ত পর্ব্বতাকার দশ সহস্র হস্তী লইয়া ভীমনন্দন ঘটোৎকচের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পরে তিনি ঘটোৎকচ-নিক্ষিপ্ত মহাশক্তি নামক অস্ত্র দর্শন করিয়া, অতি সত্বর পর্ব্বতাকার হস্তীকে ঘটোৎকচের প্রতি চালাইলেন এবং সেই হস্তী দ্বারা ভীম-তনয়ের রথখানিরও গতিরোধ করিলেন।

যে বঙ্গদেশ মহাভারতীয় কালে এতাদৃশ শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন, যে বঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয় মহাবীর বিজয়সেন সিংহল জয় করিয়াছিলেন, যে বঙ্গদেশ ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহের আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক প্রকার স্বাধীন ছিল; যাহার নৌ বলের নিকট ক্ষত্রিয়, বৌদ্ধ ও মুসলমান নৃপতিগণ নতমস্তক ছিল, আজি সেই বঙ্গদেশ হীনবীর্য্য, দাসত্ব-শৃঙ্খলাবদ্ধ, ভীরু-বাঙ্গালীর আবাস-ভূমি বলিয়া জগতে পরিচিত। তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ছিল। ঐ নগর হইতে সাংযাত্রিকেরা ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত দ্বীপপুঞ্জবাসিগণের সহিত বাণিজ্যব্যাপার নির্ব্বাহ করিত।

প্রবল-প্রতাপ বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের সাম্রাজ্য-কালে বঙ্গদেশীয় বাণিজ্যের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। এই কালেই বৌদ্ধ-বণিক্‌গণ পোতারোহণে সুমাত্রা, যাবা, বালি-প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিতে গিয়া তত্তদ্দ্বীপে উপনিবেশিত হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করিয়া-

ছিল। যৎকালে মহারাজ বিক্রমাদিত্য "নবরত্নে" পরিবেষ্টিত হইয়া, উজ্জয়িনীর সিংহাসন সুশোভিত করিতেছিলেন, তৎকালে বঙ্গদেশের অন্তর্বহির্বাণিজ্য উন্নতির চরম-সীমায় সমুত্থিত হইয়াছিল।

উল্লিখিত হইয়াছে যে, চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ তাম্রলিপ্ত নগরে দুই বৎসর কাল অবস্থান করিয়া বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি ও বৌদ্ধ-শাস্ত্র-সকল সংগ্রহ করেন। এই সময়ে কতিপয় হিন্দুবণিক্ পোতারোহণে, সাগরপানে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। ফাহিয়ান্ তাহাদের সহিত চতুর্দ্দশ দিবসের পরে সিংহল দ্বীপে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের অন্তর্গত সুবর্ণগ্রাম নগর হইতে কার্পাস-বস্ত্র লইয়া এতদ্দেশীয় বণিকেরা, খ্রীস্ট জন্মিবার প্রায় পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্ব্বে, ইজিপ্টদেশে (মিশরদেশে) বাণিজ্যার্থ গমন করিত। তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে বণিক্গণ পোতারোহণে গ্রীস ও রোমদেশে যাইয়া বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। সপ্তগ্রাম, মেদিনীপুর ও বালেশ্বর-প্রভৃতি স্থান তূলা-বস্ত্র জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকাই মস্‌লিন্ রোমদেশে বহুকাল যাবৎ বহুমূল্যে বিক্রীত ও সাদরে পরিগৃহীত হইত। এমন্ কি, ইংরাজ রাজ প্রথম সময়েও অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজ্য শাসন-কালে উক্ত প্রদেশ-সকল হইতে মুসলমান্ বণিক্গণ পোতারোহণে ইংলণ্ডে যাইয়া বাণিজ্য করিত।

আর্য্য-চিত্রবিদ্যা মুসলমানশাস্ত্র বিরুদ্ধ হওয়ায় পাঠান ও মোগল-সাম্রাজ্য কালেই বিলুপ্ত প্রায় হয়। মুসলমান সাম্রাজ্যকালে ভারতীয় বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি না হইলেও উহা বিলুপ্ত হইয়াছিল না, কিন্তু ভারতে ইংরাজ কোম্পানির রাজ্যশাসনকালে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উচ্ছেদ সংসাধিত হওয়ায়, ভারতে ইয়োরোপীয় বাণিজ্য, বিশেষতঃ ইংরাজ বাণিজ্যের প্রসার, সমধিক বর্দ্ধিত হইয়া একাধিপত্য লাভ করিয়াছে। এইক্ষণ ভারতে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিলুপ্ত হওয়ায়, উহা একমাত্র কৃষিপ্রধান হইয়াছে। ভারতে একমাত্র কৃষকই উৎপাদক, আর মহারাজাধিরাজ হইতে দরিদ্র লোক পর্য্যন্ত, সকলেই কৃষকোৎপাদিত দ্রব্যজাতের ভক্ষক মাত্র। শিল্প ও বাণিজ্যের লোপ হওয়ায়,

দেশান্তর হইতে ভারতে ধনাগম হইতেছে না। ভারতীয় দ্রব্যজাত ও কৃষিলব্ধ সামগ্রীর দেশান্তরে রপ্তানি হওয়ায় যে যৎসামান্য ধনাগম হয়, তাহা ক্ষতির হিসাবে নগণ্য। ভারতীয় কৃষিজাত দ্রব্য যদি ভিন্ন দেশে রপ্তানি না হইত তবে লোকের অর্দ্ধাশন বা অনশনে প্রাণ নাশ ঘটিত না। যদিও ধনাভাবই উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ বলিয়া কথিত হয়, তথাপি দেশের উৎপন্ন দ্রব্য যদি দেশে থাকিত, তাহা হইলে লোকের এতাদৃশ অন্নাভাব, প্রাণ-বিয়োগ ও হাহাকার হইত না। ভারতে যেমন লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, তেমনি আবার তদনুপাতে চাষের সংখ্যাও বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। সুতরাং লোক সংখ্যা বৃদ্ধি অন্ন কষ্টের কারণ হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে না। রাজা বৈদেশিক; আবার তিনি অবাধবাণিজ্যপ্রিয়; সুতরাং ভারত হইতে রপ্তানি কখনই বন্ধ হইবে না। তবে এই অন্ন কষ্টের দুর্দ্দিনে ভারতীয় জনগণ যদি তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় স্বদেশোৎপন্ন বস্ত্র-প্রিয় হইয়া বাণিজ্যাবলম্বন দ্বারা স্ব প্রয়োজনীয় দ্রব্য লাভ করে ও প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপন্ন কৃষির রপ্তানি দ্বারা বিদেশ হইতে ধন লাভ করিতে পারে এবং বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ-জাত দ্রব্যজাত ভোগে আপনাদিগকে সুখী বোধ করিতে পারে, তবে তাহাদিগের দুঃখময়ী অমানিশার অবসান হইবার সম্ভাবনা হইবে। রত্নপ্রসবিনী ভারত-ভূমির শস্যোৎপাদিকা শক্তির নিকট পৃথিবীর অন্যান্য দেশীয় ভূমির তাদৃশ শক্তি অকিঞ্চিৎকরী। সমগ্র ভারতের কথা দূরে থাক্, এই "সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা" একা বঙ্গভূমিতে বিবিধ প্রকারে যে পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই পৃথিবী মধ্যে এমন কোন দেশ আছে যে, ইহার সহিত প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হইতে পারে? সুসভ্য ইংরাজ আমাদের রক্ষক আছেন। আমাদিগের ইষ্ট, অনিষ্ট, ধন, প্রাণ, মান, অপমান ইত্যাদি তাঁহার হস্তে।

ইদানীং ইংরাজ-রাজের সুশাসনে ভারতে দস্যু ও তস্কর-প্রভৃতির উপদ্রব অনেক কমিয়াছে। এইক্ষণ আমরা কৃষি-বাণিজ্য দ্বারা ধন লাভ করিয়া স্বাবলম্বী, বলবান্ ও নিজ পদে দণ্ডায়মান হইতে পারিব।

"অর্থেন বলবান্ লোকঃ"—অর্থ দ্বারা লোক বলবান্ হয়। এই যে ইংরাজ জাতি এত বলবান্ হইয়াছে, অর্থই তাহার নিদান। ভারত যদি ধনবান্ হয়, তবে রাজাও তাহার বশ হইবে, রাজা তাহার কথা শুনিবে। ভারত যাহা চাহিবে, রাজা তাহাই দিবেন। হতভাগ্য দরিদ্রের কথা কে শুনিবে ? তাহার আবেদন নিবেদন অরণ্যে রোদন মাত্র।

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, ব্যবসায়ই শ্রীবৃদ্ধির আদি কারণ। ব্যবসায় সাধারণতঃ ত্রয়োদশবিধ। ইহা আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম-ভেদে ত্রিধা বিভক্ত হইয়া থাকে। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও পশু-পালন, এই চারিটী উত্তম ; ধর্ম্ম, চিকিৎসা ব্যবহারাজীব (ওকালতী), ও সঙ্গীতাদি চিত্ত-বিনোদন শাস্ত্র এই পাঁচটী মধ্যম ; বেতন-গ্রহণ, হিংসাজীব, চৌর্য্য ও ভিক্ষা, এই চারিটী ব্যবসায় অধম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত ব্যবসায়গুলির মধ্যে বাণিজ্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং বেতন-গ্রহণ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। শাস্ত্রকারেরা যে বেতন গ্রহণ রূপ দাসত্বকে কুক্কুরের বৃত্তি বলিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে ; কারণ, কুক্কুর নিজের ইচ্ছানুসারে চলিতে পারে, কিন্তু পর-সেবক ব্যক্তিকে চলিতে হইলে প্রভুর আদেশ অপেক্ষা করিতে হয়। দাসত্ব গ্রহণ করিলেই অভিমান, তেজ, স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা, সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা কেবল প্রভুর সন্তুষ্টি বা রুষ্টিসূচক মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া থাকিতে হয়। বেতনগ্রাহী দাসকে স্বীয় প্রভুর মনস্তুষ্টি ও স্বীয় পদের স্থায়িত্ব বা উন্নতি সাধনার্থ সময়ে সময়ে কত যে নীতি-ধর্ম্ম ও যুক্তি-বিরুদ্ধ কার্য্য-কলাপের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। মৃত্যু-কালে লোকের হ্রস্ব স্বর, মন্দগতি, গাত্র কম্প ও মহাভয় ইত্যাদি যে সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, প্রভুর নিকটে যাচ্ঞা সময়ে ভৃত্যগণের সেই লক্ষণ সকল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ভৃতিগ্রাহিগণ যত বড় মর্য্যাদাশালী ও উচ্চপদাভিষিক্ত হউন্ না কেন, তিনি পরের দাস ভিন্ন আর কিছুই নহেন। তাঁহারা কর্ত্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা এবং কত মনস্তাপ ও অপমান যে সহ্য করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারাই জানেন। প্রভুর নিকট চুপ করিয়া থাকিলে মূর্খতা, অতিরিক্ত কথা

বলিলে বাচালতা বা বাতুলতা হয়, অপমান সহ্য করিলে ভীরুতা বা কাপুরুষতা এবং সহ্য না করিলে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। প্রভুর নিকটে থাকিলে ধৃষ্টতা এবং দূরে থাকিলেও অকর্ম্মণ্যতা হয়। বেতনগ্রাহীকে প্রভুর নিকট কায়মনোবাক্যে অধীন হইয়া বাস করিতে হয়। কায়ে প্রভুপদে প্রণতি, মনে সর্ব্ববিধ নীচতা এবং বাক্যে প্রভু-বাক্যের প্রতিধ্বনি করিতে হয়। উত্তম ভৃত্য বা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী যখন অধম ভৃত্য বা নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীর প্রতি রোষকষায়িত-নেত্রে তিরস্কার ও কটূক্তি-প্রভৃতি করিয়া আপন পদের গৌরব প্রদর্শন করিতে থাকেন, তখন তাঁহার সেই মুখভঙ্গিমা দেখে কে? বা তাঁহার সেই দেবদুর্লভ পদের মর্য্যাদা হৃদয়ঙ্গম করে কে? হায়! তুচ্ছ যৎকিঞ্চিৎ ধনলাভের জন্য স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া এতাদৃশ হেয় জীবন যাপন করা কি বুদ্ধিমান্ জীবের কার্য্য? দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গদেশের কৃতবিদ্য লোকেরা এতাদৃশ জঘন্য দাসত্ব-বৃত্তিকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। তাঁহারা দাসত্বকে সর্ব্ববিধ সুখ, সম্মান ও ভদ্রতার নিদান বলিয়া স্থির করিয়াছেন! তাঁহারা সর্ব্বসুখাকর, স্বদেশোন্নতি-নিদান, জাতীয়-জীবনাধারক কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য-ব্যবসায়কে হেয় ও নীচজনোচিত ভাবিয়া দাসত্ব লাভের জন্য সদা লালায়িত! কি ক্ষোভের বিষয় যে, বাঙ্গালী কৃতবিদ্য ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই জঘন্য-বৃত্তির জন্য সহস্র সহস্র অপমান সহ্য করিয়া অর্থোপার্জ্জন দ্বারা আপনাদিগকে কৃতী ও ভদ্রলোক বলিয়া মনে করিতেছেন!

হে মসীজীবী ভদ্রাভিমানিগণ! আপনারা যখন কার্য্য-ক্ষেত্র হইতে গৃহাভিমুখে প্রতিগমন করেন, তখন আপনারা কি নিজ নিজকে কারা-মুক্তের ন্যায় জ্ঞান করেন না? পরন্তু শ্রমজীবিগণ, কৃষকবর্গ ও ব্যবসায়িগণ কেমন হর্ষ-প্রফুল্লান্তঃকরণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে। হায়, বঙ্গ-সমাজ এতদূর অধঃপতিত হইয়াছে যে, যাহারা এতাদৃশ ক্লেশকর অপবিত্র জঘন্য দাসত্ব করিয়া থাকে, তাহারাই এ অধম সমাজে ভদ্র, কৃতী ও সম্মানিত বলিয়া পরিগণিত হয়! আর যাঁহারা পবিত্র বাণিজ্য-ব্যবসায়ী তাঁহারা অভদ্র বা ছোটলোক এবং পবিত্র কৃষিকারিগণ "চাষা"

নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু সুসভ্য ইয়োরোপে কৃষিজীবিগণই সমাজে সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়া থাকেন।

পরমপিতা পরমেশ্বর মনুষ্য জাতিকে সমস্ত সৃষ্ট প্রাণী হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই নিমিত্ত মানবজাতি স্বতঃই স্বাধীনতা-প্রিয়। অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া থাকিতে কোন লোকই ইচ্ছা করে না। তবে কেন বঙ্গবাসী দেশহিতকর, প্রভূত অর্থকর ও স্বাধীনতা-বর্দ্ধক বাণিজ্য-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অবনতিজনক, অকিঞ্চিৎকর, পরাধীনতা-দুঃখজনক দাসত্বাবলম্বনে নিতান্ত লোলুপ? বঙ্গ-বাসীদিগের জাত্যভিমান, ভীরুতা ও দেশাচার-প্রভৃতিই এই জঘন্য বৃত্তি অবলম্বনের প্রধান কারণ বলিয়া লক্ষিত হয়।

বায়ুপুরাণে লিখিত আছে যে, আদি কালে মনুষ্য মধ্যে কোন জাতি-ভেদ ছিল না, কিম্বা কোন প্রকার বর্ণ-সঙ্কর ও ছিল না। ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা এই জাতি বিভাগ করিয়াছিলেন। যাঁহারা বেদ-পারগ, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিলেন, যাঁহারা বীরকার্য্যে নিপুণ, তাঁহাদিগকে ক্ষত্রিয় করিলেন, যাঁহারা কৃষি ও বাণিজ্যে দক্ষ, তাঁহাদিগকে বৈশ্য এবং যাঁহারা ক্ষীণ জীবী ও কেবল দাসকার্য্যে নিপুণ, তাঁহাদিগকে শূদ্র করিলেন। এইরূপ আপস্তম্ব-সূত্রেও লিখিত আছে যে, কর্ম্মানু-সারেই লোকমধ্যে জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম বা ব্যবসায়ই জাতিভেদের মূল কারণ।

আজি ভারতবর্ষ পরাধীন। ভারত হিন্দু রাজার অধীন নহে; সুতরাং আজি ভারতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয় স্ব স্ব জাত্যুক্ত ব্যবসায় আচার ও ব্যবহার হইতে ভ্রষ্ট। বায়ুপুরাণানুসারে যাহারা ক্ষীণজীবী ও কেবল দাস-কার্য্যে নিপুণ, তাহারা শূদ্র। অতএব বর্ত্তমান বঙ্গবাসী ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে যাহারা ক্ষীণজীবী ও কেবল দাস-কার্য্যে নিপুণ, তাহারা শাস্ত্রানুসারে শূদ্রজাতীয় মধ্যে গণ্য। তবে হে বঙ্গবাসী হিন্দুগণ! আপনাদিগের জাত্যভিমান ও তজ্জনিত দেশাচার কোথায় রহিল?

পরন্তু ভারতের এই দুর্দ্দিনে, ভারতের এই আপৎ-সময়ে মনূক্ত আপদ্ধর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যাবলম্বন

শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে। অতএব কেবল দাসত্বাবলম্বন দ্বারা শূদ্র জাতীয় মধ্যে গণ্য না হইয়া দ্বিজাতিগণের বৈশ্য-ধর্ম্মাবলম্বন করাই সর্ব্বথা শ্রেয়স্কর; কারণ, তাহা হইলে দ্বিজত্বের লোপ হইবে না এবং তজ্জন্য জাত্যভিমানও কথঞ্চিৎ রক্ষিত হইবে।

মানবজাতি দ্বারা যে সমস্ত অশ্রুতপূর্ব্ব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব মহৎ কার্য্যসকল সম্পাদিত হইয়াছে, তৎসমস্তই একমাত্র বাণিজ্যের কল্যাণে সংসাধিত হইয়াছে। অধুনা আমরা স্বদেশীয় ও বিদেশীয় যে সকল দ্রব্য উপভোগ করিতেছি, তৎসমস্তই একমাত্র বাণিজ্যের কল্যাণে প্রাপ্ত। যে সকল বিদ্যার প্রভাবে জন-সমাজে অভূতপূর্ব্ব সুখ-সমৃদ্ধি সম্বর্দ্ধিত হইতেছে, বাণিজ্যই সকলের মুল। বাণিজ্য প্রচলিত না থাকিলে পূর্ব্বকালে পৃথিবীর প্রাচীন দেশগুলির তাদৃশী শ্রীবৃদ্ধি হইত না এবং অধুনাতন সভ্য ইয়োরোপ ও আমেরিকারও এতাদৃশী উন্নতি কদাপি দৃষ্ট হইত না। বাণিজ্য প্রচলিত না থাকিলে চীনদেশে প্রস্তুত ঘুড়ী আমেরিকাবাসী বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ পাইতেন না এবং তিনি মেঘের সময় ঘুড়ী উড়াইয়া তাড়িত-পদার্থেরও আবিষ্কার করিতে পারিতেন না। *

আজি আকাশের বিদ্যুৎ জন-সমাজের যে কত প্রকার কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। তাড়িতবার্ত্তাবহ, বৈদ্যুত শকট, বৈদ্যুতালোক-প্রভৃতি কত কি যে হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন! বাণিজ্য-ব্যবসায়ের সৌকর্য্যার্থই প্রথমতঃ বাষ্পের গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এক্ষণে বাষ্প-সহযোগে ব্যোমযান, বাষ্পীয় শকট ও বাষ্পায় নৌকা-প্রভৃতি চালিত হইতেছে। এই বাষ্প-সহযোগে যে কত প্রকার যন্ত্র চালিত হইয়া জনগণের কার্য্য-সকল সম্পাদন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা করা সুকঠিন।

এখনও বুদ্ধিবিষয়ে ভারতবাসী হিন্দুজাতি কোন জাতি অপেক্ষা ন্যূন নহে। যদি হিন্দুগণ বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পাদি ব্যবসায়ের জন্য সকলে একবাক্য হইয়া যৌথ কারবারে ধন নিয়োগ করে ও প্রবর্ত্তিত ব্যক্তিদিগকে উৎসাহ দেয়, তাহা হইলে অল্পদিনের মধ্যেই এতদ্দেশীয়দিগের

* Chamber's Essay on Electricity, p. 15

সভ্যতার যেটুকু ত্রুটি আছে, তাহার পূরণ হইতে পারে। শিল্প ও কৃষি-বিদ্যালয় সংস্থাপন-পূর্ব্বক ইয়োরোপ হইতে শিক্ষক আনাইয়া জনগণের শিক্ষা বিধান করিলে এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিলে, প্রভূত মঙ্গলের কথা। আমাদিগের দেশীয় লোকেরা কুল-ক্রমাগত কুসংস্কার, জাত্যভিমান, লৌকিকতা, এই সকল কুৎসিত প্রথা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যদি শিল্পাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন ও কার্য্যদক্ষ উপযুক্ত শিক্ষক-গণের নিকট সুশিক্ষিত হয়, তবে এই হতভাগ্য দেশের পুনরুন্নতি হইতে পারে।

ভারতীয় রাজা, মহারাজ ও ভূমাধিকারিগণ এক একটী যন্ত্রস্বরূপ। তাঁহারা দেশের উন্নতি-সাধন বিষয়ে একপ্রকার উদাসীন। তাঁহারা স্বয়ং উপার্জ্জনে অক্ষম। তাঁহাদের অনেকেই ব্যয়-বিবেচনা-শূন্য, দেশাচার ও কুলাচার জন্য অমিতব্যয়ী হইয়া নির্ধন হইয়া যাইতেছেন। এই বাঙ্গালা দেশে এমন ভূম্যধিকারী নাই যে, যিনি ঋণ-জালে আবদ্ধ নহেন, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই কিঞ্চিৎ ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া ঘোরতর বিলাসী হইয়া উঠিয়াছেন। বঙ্গে প্রকৃত ধর্ম্ম কর্ম্ম একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। অনেক রাজা মহারাজের গৃহে কৃত্রিম ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া হিন্দুধর্ম্ম অরণ্যে বসিয়া রোদন করে। তবে ইঁহাদের মধ্যে কৃতবিদ্য, সহৃদয়, দেশ-হিতৈষী মহাপুরুষ আছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা এত অল্প যে, তাহা ধর্ত্তব্য হইতে পারে না। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই বৈদেশিক আচার-ব্যবহার-প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। অনেকেই পরিশ্রম-পরাঙ্মুখ। তাঁহাদের ভৃত্য-বর্গ তাঁহাদিগকে পরিচালনা করিয়া থাকে। তাঁহারা স্ব স্ব আবাস পরিত্যাগ করিয়া, ভোগ-বিলাস-দ্রব্যজাত-সমন্বিত স্থানে গিয়া বাস করেন। শরীর-রক্ষার্থ যে যৎকিঞ্চিৎ শ্রমের আবশ্যক, কেহ কেহ আবার তাহাতেও পরাঙ্মুখ; পরিশ্রমের মধ্যে পান, ভোজন ও শৌচাবগাহন-কালে তাঁহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। ভৃত্যবর্গ দ্বারা ঐসকল কার্য্য সম্পন্ন হয়না বলিয়াই স্বয়ং করিতে স্বীকার করেন। এই দেশের ভরসাস্থল রাজা, মহারাজ ও ভূম্যধি-

কারিগণ যদি সমবেত হইয়া কৃষিবিদ্যালয়, শিল্পবিদ্যালয় এবং কেবল গণিত ও বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠোপযোগী বিদ্যালয়-সকল স্থাপন করিয়া জনগণের শিক্ষা বিধান করেন, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত হিতসাধন করা হয়। তাঁহারা যদি সমবেত হইয়া বিদেশ হইতে নানাবিধ যন্ত্রাদি আনয়ন করেন এবং এতদ্দেশীয়েরা যতদিন শিক্ষিত হইয়া যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারগ না হয়, ততদিন যদি ইয়োরোপ, আমেরিকা ও জাপান হইতে বাষ্পায় যন্ত্র, যন্ত্র-চালন ও বস্ত্র-বয়ন-নিপুণ লোকদিগকে আনয়ন কবেন, তবে অতি সুবিধার সহিত বস্ত্রাদি প্রস্তুত হইয়া ইয়োরোপীয় বস্ত্রাদি হইতে অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। স্থানে স্থানে কৃষিভাণ্ডার-সকল স্থাপন করিলে অন্ন-কষ্টের সময়ে সেই সকল ভাণ্ডার হইতে সুলভ মূল্যে শস্যাদি বিক্রয় করিলে প্রজাবর্গের ও সাধারণ জনগণের অন্নকষ্ট-জনিত দুঃখের অনেক লাঘব হইতে পারে।

এতদ্দেশীয় লোকেরা পরস্পরকে বিশ্বাস করিতে শিক্ষা করে নাই। তাহারা আবার সংশয় স্থলে মুদ্রাবিনিয়োগ করিতে কদাচই সম্মত নহে। তাহারা বোঝে না যে, "ন সংশয়মনারুহ্য নরোভদ্রাণিপশ্যতি" সংশয়ারূঢ় না হইলে লোকেরা কদাচই ভদ্র দেখিতে পারে না। দুঃখ ব্যতীত সুখ হয় না। এই পৃথিবীতে ধনরাশি নানা সঙ্কট, নানা ক্লেশ ও নানা প্রকার ভবিষ্যৎ ভয় কারণে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। যে পুরুষ উদ্যোগী, যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সকল বাধা ও বিপত্তি অতিক্রম করিয়া নির্ভয়-চিত্তে সেই আবরণ উন্মুক্ত করিতে পারেন, তিনিই মহাপুরুষ, তিনিই ধন্য। তদীয় মাতা বীর-প্রসূ, তিনি বীর পুরুষ।

এতদ্দেশীয় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের সন্তানেরা ধর্ম্মহীন শিক্ষা করিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া যাইতেছেন। হিন্দুসমাজ বিশৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্যই একজন দেশকাল-পাত্রজ্ঞ সুলেখক লিখিয়াছেন:—

"There cannot be two opinions on the fact that we, the Bengalis, are dying by inches. We have greatly deteriorated physically, morally, intellectually and spiritually, from our forefathers. So rapid is the

downward course that a mere cursory glance will convince even the most superficial observer that the Bengal of to-day is worse off than the Bengal of some sixty years back. The cause must be sought for, and some restorative must at once be applied."

A very learned Hindu Pandit once said in this connection :—

"The hand of God is visible everywhere. It is a Divine Decree that we should get deteriorated in this way. The *Kaliyuga* has set in, in right earnest.

We have come to this lowest pit of depravity for transgressing the Divine Law. Some canker is eating into the vitals of our social organism, and is thereby undermining its very constitution.

Of every disease, there are two causes, *viz*, the predisposing cause and the exciting cause. The first is inbred ; the second is extraneous. Our degeneration has no doubt two sets of causes. One set is working from without the social organism, while the other is exerting its baneful influence from without. Most of us have renounced our religion, lost the moral stamina, forgotten the injunction of the *Shastras* ; and hence we are in such a sorry plight. Here the predisposing cause of our social degradation is fully in evidence. The constitution which harbours the predisposing cause of a certain disease is liable to fall a prey to the malady at the slight influence of any exciting cause. Our irreligiousness has weakened our body and mind and hence a slight disturbance of the external circumstances is telling so heavily upon us. The only remedy for this evil lies in imparting religious education to our young men on sound *shastric* principles."

অন্যান্য দেশে ভূমিজীবী, রাজা, মহারাজ ও ভূম্যধিকারিগণ অপেক্ষা.

যথাক্রমে বণিক, শিল্পী, সৈনিক সংক্রান্ত লোক-সকল এবং কৃষক লোকেরা অধিকতর মান প্রাপ্ত হন। এই কারণেই ইয়োরোপীয় এবং মার্কিন-লোকেরা বিদ্যা বুদ্ধি মান, ঐশ্বর্য্য-প্রভৃতিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতেছেন, বিজ্ঞান-শাস্ত্র-সাহায্যে অভূতপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব বিষয়-সকল আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করিতেছেন। ভারত যখন সভ্যতার উন্নততম চূড়ায় সমুত্থিত ছিল, তখন ভারতবাসিগণ বিজ্ঞান বলে শূন্যমার্গে গমনাগমন ও জল-মধ্যে বাস করিতে পারিত। তাহারা বাণিজ্য-সাহায্যে স্বর্ণ পাত্রে ভোজন করিতে পারিত এবং পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ভেকের জিহ্বায় স্বাদহীনতা বুঝিয়াছিল। যখন পৃথিবীর অন্যান্য ভাগ অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত, তখন ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া অপর ভূভাগনিবাসিগণের জ্ঞান-বিজ্ঞান-পথ-প্রদর্শক হইয়াছিল; "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ" এই মহামন্ত্রের সাধক হইয়া ঐহিক উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমারূঢ় হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য্যের বিষয়-সকল পাঠ করিলে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। "চিরদিন কখন সমানে না যায়।" হিন্দু রাজত্ব বিলুপ্ত হইল। যবন-রাজত্ব প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ভারতের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হইল। কালক্রমে যবন-সংসর্গে ভারতবাসিগণ ভোগ সুখাসক্ত হইয়া বাণিজ্যকে ক্লেশকর মনে করিয়া অধঃপতিত হইয়াছিল। অন্তর্বাণিজ্য দ্বারা দ্রব্য-বিনিময় বা দ্রব্য-মূল্য-নিবন্ধন দেশীয় লোকের পরস্পর অভাব বিমোচন হয়। দেশ-মধ্যে জনগণের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায়, দেশ সমৃদ্ধিশালী ও বলশালী হইয়া উঠে। দেশ-মধ্যে একতা জন্মে, অন্নকষ্ট বিদূরিত হয়, দেশ স্বাধীন ভাবে বিরাজ করে।

বহির্বাণিজ্যের বহুপ্রকার ফল। ইহাতে সমুদ্রপথে গমনাগমন-জনিত সাহস, বলবীর্য্য, কার্য্য-দক্ষতা এবং ধনবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। নানা দেশ দর্শন ও নানাপ্রকার লোকের সহিত সংসর্গ, আলাপ এবং নানা জাতীয় লোকের আচার, ব্যবহার-জ্ঞান-নিবন্ধন অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা জন্মিয়া থাকে।

রত্নপ্রসূ ভারতভূমিতে কতই যে স্থলজ, জলজ, উদ্ভিজ্জ, খনিজ

দ্রব্যজাত উৎপন্ন হয়, তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারেনা। যে ভূমির উপরে যথাক্রমে ছয়টী ঋতু প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, সে স্থানে বিবিধ ঋতু-জন্য বিবিধ-প্রকার দ্রব্য যে উৎপন্ন হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? শাস্ত্রে কথিত আছে যে, দেবগণও ভারতবর্ষে ভোগ-সুখ-লাভার্থ জন্ম পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা করেন।

পাঠক, আপনি অনুগ্রহ করিয়া একবার আবুল্‌ফজল্‌-কৃত আইন-আকবরী-নামক গ্রন্থখানি পাঠ করুন। দেখিবেন, সম্রাট্ আকবর সাহের সাম্রাজ্য কালে ভারতবর্ষে কত স্বল্প মূল্যে দ্রব্যজাত পাওয়া যাইত। সম্ভবতঃ পাঠান-সাম্রাজ্য কালে দ্রব্য-সকল অপেক্ষাকৃত অনেক সুলভ মূল্যে বিক্রীত হইত। তাহা হইলে, হিন্দু রাজত্বকালে যে, অতি যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে দ্রব্য-সামগ্রী পাওয়া যাইত, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। পুরাণ-শাস্ত্রাদি-কথিত ভারতীয় দ্রব্য-সামগ্রী ও ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে বর্ণনা পাঠ করিলে, আমাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এইক্ষণ ঐ কথাগুলি আমাদিগের নিকট উপন্যাস বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ঔরঙ্গজেব বাদসাহের সাম্রাজ্য-কালে ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাঁর আমলে এক টাকায় আট মণ চাউল বিক্রীত হইত।

যদিও ইংরাজ কোম্পানির রাজ্যকালে ভারতে শিল্প বাণিজ্য প্রায় বিলোপিত হইয়াছিল, তথাপি এখনও যে সকল স্থান, যে সমুদায় দ্রব্য জন্য প্রসিদ্ধ আছে, ঐ সকল বস্তুর উন্নতি সাধন কল্পে তত্তৎ স্থানীয় জন-গণ যদি প্রযত্নপরায়ণ হয়, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্য উৎকৃষ্টতর হইয়া জন-সমাজে সমাদৃত ও প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইতে পারিবে।

শ্রীহট্টের কমলালেবু ও পাথুরিয়া চূণ সুপ্রসিদ্ধ। বাখরগঞ্জ, দিনাজপুর, বগুড়া ও রাঢ়দেশের চাউল উৎকৃষ্ট। ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙ্গা-প্রভৃতি স্থান, সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। ঢাকা ও কটকের স্বর্ণময় ও রৌপ্য অলঙ্কারগুলি অতীব মনোহর। ভাগলপুর, মালদহ, মুরশিদাবাদ, রাজসাহী-প্রভৃতি স্থান রেশমী বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। বারাণসীর শাড়ী এবং কাশ্মীর দেশের শাল বহুমূল্য ও অতি উপাদেয়। আসাম দেশের এণ্ডি ও মুগা এবং ভুটানের দেবাঙ্গ অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র। রাণীগঞ্জের

মৃণ্ময় পাত্র-সকল সৌন্দর্য্য বিষয়ে চীন দেশীয় পাত্র-সমূহ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। রাণীগঞ্জ, বীরভূম এবং রাজমহল-প্রভৃতি স্থানে যে সকল লৌহ-খনি আছে, সেই সকল আকরোৎপন্ন লৌহ যদি শিক্ষিত লোক দ্বারা প্রস্তুত হইয়া বিক্রীত হয়, তাহা হইলে আর সুইডেন্ ও ইংলণ্ড হইতে লৌহ আনিয়া ইউরোপীয় বণিক্‌গণ আমাদিগের দেশে বিক্রয় করিয়া এদেশ হইতে প্রচুর অর্থ লইয়া যাইতে পারিবে না।

জয়পুরের শ্বেত প্রস্তর ও গয়ার কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত পাত্র-সকল অতি সুন্দর। দাক্ষিণাত্য ও মুরশিদাবাদে হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত বিবিধ কারুকার্য্য-সমন্বিত দ্রব্য-সকল পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যে চন্দন-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সুন্দর খোদিত নানাবিধ দ্রব্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। অমৃতসর-প্রভৃতি স্থানে বিবিধ পশমী বস্ত্র ও কম্বল পাওয়া যায়। এই সকল প্রসিদ্ধ স্থান ব্যতীত কত স্থানে কত প্রকার সুন্দর সুন্দর দ্রব্য যে রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

স্মরণাতীত কাল হইতে মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বিভাগস্থ সমুদ্রোপ-কূলবর্ত্তী প্রদেশ-সকল সামুদ্রিক বাণিজ্য নিমিত্ত সুবিখ্যাত।

দক্ষিণ সমুদ্রতীরে পোত-নির্ম্মাণোপযোগী নানাবিধ কাষ্ঠ পাওয়া যায়। চট্টগ্রাম, কলিকাতা ও কটক, এই কয়েকটী স্থানে পোত-নির্ম্মাতা লোক-সকল, সুবিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ কর্ণধার এবং পোত-চালন-কুশল ব্যক্তিগণ বাস করে। সিন্ধুনদ-তীরে করাচি এবং ভারত-সাগরোপকূলে বহু-সংখ্যক বন্দর রহিয়াছে। ঐ সমস্ত বন্দর হইতে এখনও সাংযাত্রিকেরা বাণিজ্যার্থ দেশান্তরে গমন করিয়া থাকে। চট্টগ্রাম, মাতলা ও কটকের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে যে কয়েকটী বন্দর আছে, ঐ সকল বন্দরে জাহাজ রাখিয়া সামুদ্রিক বাণিজ্য করা যাইতে পারে।

সুচারুরূপে বাণিজ্য কার্য্য করিতে হইলে, ক্রেতাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করা, সত্য কথা বলা এবং এক নির্দ্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করা বিধেয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে, এতদ্দেশীয় দ্রব্য-বিক্রেতারা ভুলেও সত্য কথা বলে না, তাই ক্রেতৃগণ সহজে তাহাদিগের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত হয় না। যাহা হউক, এতৎসম্বন্ধে সত্য

বাক্য বলা ও সদ্ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক। যে বিক্রেতা যে পরিমাণে সত্য বাক্য বলিবে ও সদ্ব্যবহার করিবে, সে সেই পরিমাণে আদরণীয় হইয়া লাভবান্ হইবে। অসত্য বাক্য বলিলে এবং অসদ্ব্যবহার করিলে, বিক্রেতার ক্ষতি ভিন্ন লাভ কিছুই হইবে না। "সত্যং ব্রূয়াৎ" এই মহা বাক্যটী যেন ক্রেতা ও বিক্রেতার মনে সতত সমুদিত থাকে।

উপসংহার।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, হে ভারতীয় ভদ্রাভিমানি-জনগণ, আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ কিরূপ সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর ক্রোড়ে লালিত ও পালিত হইয়া, কিরূপ ঐহিক সুখভোগে কাল কাটাইতেন, তাহা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিলেন। আর আপনারা কিরূপ হেয় ও নিকৃষ্ট অবস্থায় কালযাপন করিতেছেন, একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যাহাদিগকে করতলস্থ করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকোপার্জ্জন করতঃ কত কত মহৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন, আপনারা তাঁহাদের সন্তান হইয়া কেবল উদরান্নের জন্য তাহাদের কৃপাপেক্ষী হইয়া বাস করিতেছেন। আপনারা স্ব স্ব জাত্যভিমানে মুগ্ধ হইয়া আপনাদিগকে মহান্ ও পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন, কিন্তু আপনাদিগের পরিবারবর্গ ভিক্ষা-পাত্র হস্তে লইয়া দ্বারে দ্বারে উদরান্নের জন্য ভ্রমণ করিতেছে! শিশুসন্তানগণ ক্ষুধার জ্বালায় আর্ত্তনাদ করিতেছে! ভ্রাতা ভগিনী ও আত্মীয়-স্বজনগণ অন্যের আশ্রয় লইতেছে, এই সকল দেখিয়া বিদেশীয়েরা আপনাদিগকে কাপুরুষ ও জঘন্য বোধ করিয়া ঘৃণা করিতেছে! দেখুন, আপনাদিগের উৎপাদিত ও অধিকৃত বস্তু-জাত লইয়া বিদেশীয়েরা ধনবান্ হইতেছে, আর আপনারা আজন্ম মরণান্ত কাল পর্য্যন্ত দরিদ্র থাকিয়া কেবল বিবিধ কষ্ট ভোগ করিতেছেন! আমাদিগের ন্যায় কোন্ দেশের লোক স্বার্থচিন্তা-বিরহিত, নির্ব্বোধ এবং দেশাচারের দাস হইয়া চিরকাল কষ্ট পাইতেছে?

এই যে মহামহিমান্বিত সসাগরা পৃথিবীর ঈশ্বর, প্রবল-প্রতাপ ইংরাজ, যাঁহার রাজ্যের উপর ভগবান্ সহস্ররশ্মি কখন অস্তমিত হন্ না, তিনিও এক সময় বাণিজ্যের কৃপাতেই ভারতবর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। আপনারা ইতিহাস পাঠ করিয়া জ্ঞাত আছেন যে, প্রাচীন বেবিলন্, টায়ার, কাল্‌ডিয়া, ফিনিসিয়া, গ্রীস, রোম-প্রভৃতি নগর-সকলের সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য ও খ্যাতি যাহা কিছু, তৎসমস্তই একমাত্র ভারতবর্ষের

ধন দ্বারা সংসাধিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানকালেও লণ্ডন-প্রভৃতি নগর এই ভারতবর্ষের ধন দ্বারাই সমৃদ্ধি-সম্পন্ন।

দেশাচার, কুলাচার ও জাত্যভিমানই ভারতবর্ষের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। আপনারা যতদিন সৌভাগ্য ও সর্ব্ববিধ উন্নতির মহৎ অন্তরায় স্বরূপ জাত্যভিমান ও তদনুগত জঘন্য লৌকিকতা পরিত্যাগ না করিতেছেন, ততদিন আপনাদিগের উন্নতিলাভের সম্ভাবনা নাই। ইউরোপ, আমেরিকা-প্রভৃতি দেশ বাণিজ্য দ্বারা সুখ সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্যের উচ্চতম শিখরে সমারূঢ় হইয়াছে, আর অতি প্রাচীন, সুসভ্য সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর আদরের ধন, ভারত, দারিদ্র্য-দুঃখে নিপতিত থাকিবে, ইহা কি সাধারণ দুঃখ, মনস্তাপ ও লজ্জার বিষয়। এক কালে অসভ্য, আজি সুসভ্য জাপান, জ্ঞান-বিজ্ঞান-বলে বলীয়ান্ ও বাণিজ্য-লব্ধ ধনে ধনবান্ হইয়া রুষ-ভল্লূককে পরাজয় করিয়া সমগ্র পৃথিবীকে চমৎকৃত করিয়াছে। সুসভ্য জাপানের এই যে সুখ-সমৃদ্ধি, এই যে প্রবল প্রতাপ, এই যে সর্ব্ববিধ উন্নতি, এই সকলের প্রধান কারণ বাণিজ্য ও জাত্যভিমান-পরিত্যাগ। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া কি আপনাদিগের চৈতন্যোদয় হইবে না? বাণিজ্য করিলে আপনাদিগের পবিত্রতা নষ্ট হইবে না, লোক-সমাজে হেয় হইতে হইবে না, বরং সম্মান ও সুখ-সমৃদ্ধি-সহকারে পরম সুখে মানব জন্ম অতিবাহিত করিতে পারিবেন। হায়, কি লজ্জার কথা যে, আপনারা ঘুস্ দিয়াও ঘুসি খাইবার জন্য জঘন্য দাসত্ব করিতে সম্মত আছেন, কিন্তু সর্ব্বসুখ-নিদান, সম্মান-বর্দ্ধক, অর্থকর বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক নহেন!

আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ যাহাদিগের শিক্ষয়িতা ছিলেন, আজি তাহাদিগের অধস্তনসন্তানেরা আপনাদের শিক্ষয়িতা, ইহার কারণ কি ভাবিবার বিষয় নহে? আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কি কেবল বিদেশীয় পণ্ডিতগণের নিকট শিক্ষিত হইতেন, বা স্বদেশীয় ভাষা উপেক্ষা করিয়া বিজাতীয় ভাষায় আপন পিতা মাতার নিকট পত্র লিখিয়া বা আত্মীয় স্বজনগণের সহিত কথোপকথন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেন?

হে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়স্থ ছাত্রবৃন্দ ! তোমরাই প্রাচীনা, দরিদ্রা, সুদুঃখিতা ভারত-মাতার একমাত্র আশা ও ভরসা-স্থল। তোমরাই কিছুদিন পরে গৃহী হইবে, সুতরাং তোমাদিগের উপর ভারত-জননীর সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, যতদিন তোমরা পাঠাবস্থা[illegible]ক, ততদিন তোমাদিগের হৃদয়ে কত উৎসাহ, কত তেজ, কত স্বদেশানুরাগ, কত সমাজ-সংস্কার-প্রভৃতি শুভ কামনা-সকল উদিত হয়। তোমরা পাশ্চাত্য সুমার্জিত জ্ঞান-বিজ্ঞান-লাভে পণ্ডিতম্মন্য হইয়া বিজাতীয় আচার ও ব্যবহারের অনুকরণ করিতে শিক্ষা করিলে এবং স্বদেশীয় জন-গণকে মূর্খ ও কুসংস্কারাবিষ্ট ও অলস বলিয়া নিন্দা ও ঘৃণা করিতে লাগিলে, স্বদেশীয়গণের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক উন্নতি এবং ধর্ম্মগত ও সমাজগত সর্ব্ববিধ সংস্কার সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলে; কিন্তু হায়, বিদ্যালয় পরিত্যাগের পরে মনুষ্য-দলে প্রবিষ্ট হইয়াই তোমরা এক একজন বহুরূপার রূপ ধারণ করিয়া থাক। এক একজন বাক্য-বীর হইয়া বাগ্মিতায় গগনমণ্ডল ফাটাইতে থাক। বাক্যে সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনের প্রলাপ বকিতে থাক, কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই দেখিতে পাইনা! তোমরা মুখে যেরূপ লম্বা চওড়া বাক্য বলিতে পার এবং বাহ্যাড়ম্বরে দেশের মঙ্গল সাধনার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া আশা প্রদান কর, কিন্তু কাজে যদি তাহার শতাংশের একাংশও করিতে পারিতে, তাহা হইলে মনকে কোন প্রকারে প্রবোধ দেওয়া যাইতে পারিত। তোমাদিগের খাদ্য সুমিষ্ট ও দেখিতে সুন্দর হইলেই হইল, সেই দ্রব্যটী যে কি কি উপাদানে প্রস্তুত হইল এবং কোন্ জাতীয় ব্যক্তি উহা প্রস্তুত করিল তাহা তোমরা জানিতে বা দেখিতে আবশ্যক বোধ কর না। ইহা নিশ্চিত জানিও যে, আহারের সহিত স্বভাব ও ধর্ম্মভাবের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। তোমরা হয়ত অন্তঃকরণ হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞানটুকু পর্য্যন্ত উঠাইয়া দিয়া আপনাদিগকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বসিদ্ধান্ত-পারদর্শী বলিয়া মনে কর। ভক্তিকে কুসংস্কার এবং পরলোকাস্তিত্ব-বিশ্বাসটাকে দুর্ব্বলতা বা কুসংস্কার-প্রসূত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাক।

ফলতঃ পাঠাবস্থার পরে গৃহী হইয়া তোমরা ধর্ম্ম বিষয়ে একেবারে উদাসীন ভাবাবলম্বন-পূর্ব্বক কেবলমাত্র সমাজ বা কুলাচারের বাধ্য হইয়া ক্রিয়া-কলাপ নির্ব্বাহ করিলেও প্রকৃত ধর্ম্ম-বিশ্বাসে ও কার্য্যে যথেচ্ছাচারী হইয়া থাক। আপনাদিগকে আর্য্য বলিয়া গৌরব করিবার নিমিত্তই যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া থা..ক কেহ আবার বাল্যাবস্থাতেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া একেবারে পরমহংস হইয়া বসে। কখন বা তোমরা মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের দুরাবস্থা দর্শন করিয়া বাক্যে সহানুভূতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কর, কিন্তু আপন আপন বিবাহের সময় তোমরাই আবার বহু-পোষ্য-সমন্বিত, ত্রিংশম্মুদ্রাবেতনোপজীবী দরিদ্র শ্বশুর বেচারীর নিকট হইতে সুবর্ণ-চেন-সমন্বিত স্বর্ণময় ঘটিকা-যন্ত্র, হীরক-খচিত অঙ্গুরীয়ক, দ্বিচক্র-শকট (বাইসাইকেল্), টেবিল, চেয়ার-প্রভৃতি দাবি করিয়া না পাইলে আপনাকে নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া যারপর নাই অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইয়া থাক। তোমরা যখন বাল্য-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-শিক্ষা-প্রভৃতি বিষয় লইয়া তারস্বরে বক্তৃতা করিতে থাক, তখন মনে হয়, বুঝি, ভারতের দুঃখ-নিশার অবসান হইল। তোমরা যাহাই বল না কেন, যতদিন তোমাদের মনে, মুখে ও কার্য্যে একতা সম্পাদিত না হইতেছে, ততদিন কিছুতেই কিছু করিতে পারিবে না। একবার নির্জ্জন স্থানে উপবেশন-পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যগণ কত কত সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, আর তোমরা কি করিতেছ? ভারত-মাতার দশাটী ভাবিয়া দেখত, তাঁহার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে! তোমরা তাঁহার সন্তান, তোমরা তাঁহার আশা ও ভরসা-স্থল। তোমরা যদি তাঁহার দুঃখ বিমোচন করিতে বদ্ধপরিকর না হইবে, তবে কে আর তাঁহার দুর্দ্দশা দূর করিবে? পণ্ডিত-প্রবর ভট্ট মোক্ষমুলর বলিয়াছিলেন যে, "এককালে জারমাণি দেশীয় লোকেরা অজ্ঞানান্ধকূপে নিপতিত হইয়াছিল, কিন্তু যখন তাঁহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বিদ্যা, বুদ্ধি, বল ও অবদান-পরম্পরার আলোচনা করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহারা জ্ঞান-রজ্জু-অবলম্বনে সমুত্থিত এবং ক্রমে সভ্যতার উচ্চতম চূড়ায় আরূঢ় হইয়াছিলেন। আজি তাঁহারা পৃথিবী মধ্যে এক শ্রেষ্ঠ-

জাতিতে পরিণত হইয়া, জ্ঞান বিজ্ঞান, ও শক্তি বিষয়ে পরমোচ্চ পদ লাভ করিয়া সকলের পূজনীয় হইয়াছেন।"

হে ছাত্রগণ, তোমরা যতই তোমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ আর্য্যগণের জ্ঞান, বিজ্ঞান, ও অবদান-পরম্পরার আলোচনা করিতে থাকিবে, তাঁহাদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য-প্রভৃতির অনুসরণ করিতে থাকিবে, তাঁহাদিগের সত্যবাদিতা, সত্যপ্রিয়তা, বদান্যতা, সৎসাহস, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, ভক্তি, শ্রদ্ধা, তিতিক্ষা, উপরতি, শম, দম-প্রভৃতি গুণগ্রামে অনুপ্রাণিত হইয়া তদনুকরণ করিতে থাকিবে, ততই তোমাদিগের বড় হইবার ইচ্ছা হইবে।

> "Lives of great men all remind us,
> We can make our lives sublime."

বড়লোকদিগের জীবনী পাঠ করিলে বড় হইবার ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে। সেই আর্য্য মহাপুরুষগণের গুণ-গ্রাম সমালোচনা করিলে, আমাদিগের মহা মোহ ঘুচিয়া যাইবে, আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে পারিব। আর্য্য মহর্ষিগণ দেশ, কাল ও পাত্র-ভেদে যে সকল ব্যবস্থা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করিয়া গিয়াছেন, সেই সমস্ত সবিশেষ আলোচনা করিয়া, যে সকল বিধান তোমাদিগের উপযোগী বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, সেই সকল বিধানোক্ত নিয়মগুলি তোমাদের অবশ্য প্রতিপালনীয়; আর যে ধর্ম্মানুষ্ঠান-প্রণালী তোমাদের নিকট উপাদেয় ও সাধনানুকূল বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, তাহাই গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরাধনায় চিত্ত সমাহিত করিবে। হিন্দুধর্ম্ম মহাসাগর-সদৃশ। ইহার তলদেশে বিবিধ সাধনরূপ মহারত্ন নিহিত আছে। অবহিত-চিত্তে সেই মহাসাগর-তলে নিমগ্ন হইয়া যাহার যেটীতে শ্রদ্ধা, সে সেই রত্নটী লইয়া সাধন-রাজ্যে ধনী হইতে পারিবে ও ঈশ্বরকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে। একমাত্র ধর্ম্মকে লক্ষ্য রাখিয়া সাংসারিক কর্ত্তব্য কার্য্য-কলাপ সম্পাদন করা বিধেয়। কারণ "একএব সুহৃদ্ধর্ম্মোনিধনেপ্যনুযাতিযঃ। শরীরেণ সমংনাশং সর্ব্ব মন্যত্তু গচ্ছতি॥" ধর্ম্মই একমাত্র সুহৃৎ; কেননা,

মরিলে সমস্ত পার্থিব পদার্থের সহিত সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়, কেবল একমাত্র ধর্ম্মই আত্মার সহিত পরলোকে গমন করিয়া থাকে।

সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানোপদেষ্টা, অতীন্দ্রিয় গুণনিধি মহর্ষিগণের সন্তান হইয়া আমরা আজ কেবল জীবিকা নির্ব্বাহার্থ জীবন-ক্ষয় করিতেছি। আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় সে সুখ নাই, সে শান্তি নাই, কেবল অহরহঃ আধি ও ব্যাধিতে নিপীড়িত ও মোহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া দুঃখ-সঙ্কুল, অশান্তিময় জীবন যাপন করিতেছি। যদি প্রকৃত সুখ ও শান্তি পাইবার অভিলাষ থাকে, তবে আমাদিগকে সেই ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য-ঋষিগণের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তৎপ্রবর্ত্তিত বিধান-সকল অনুসরণ করিতে হইবে। যদি প্রকৃত বীর হইতে চাও, তবে তোমাদিগকে সেই আর্য্য ক্ষত্রিয়গণের গুণ-গ্রাম অনুসরণ করিতে হইবে; আর যদি ধনী হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে সেই আর্য্য বৈশ্যবর্গের মার্গ অনুসরণ করিতে হইবে। আর্য্য-প্রবর্ত্তিত পথগুলি কুটিলতা-শূন্য, ধর্ম্মানুমোদিত, পরমপবিত্র এবং ইহ ও পরলোকে শুভ-বিধায়ক।

আমরা যে সেই ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণের বংশজাত, এই ভাবটুকু আমাদিগের অন্তঃকরণে সতত পোষণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। এই ভাবটুকুর শক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি তক্ষশীলানাথ চন্দ্রবংশী। পুরুরাজ জগদ্বিখ্যাত, মহাপ্রতাপশালী পৃথ্বী-বিজয়ী সেকেন্দর সাহের দর্প খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আমাদিগের এই ভাবটুকু আছে বলিয়াই এখনও আমরা পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হই নাই। যখন ঐ অগ্নিস্ফুলিঙ্গটুকু নির্ব্বাপিত হইবে, তখনই আমরা অসার, অপদার্থ, সুতরাং অসভ্যজাতীয় জনগণ-মধ্যে গণনীয় হইব।

পাঠক মহোদয়গণ, এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, আজি ভারতবাসিগণ, বিশেষতঃ বঙ্গবাসিগণ অন্নকষ্টে প্রপীড়িত হইয়া ব্যবসায় ও বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করিতেছে। তাহারা যদি জগদীশ্বরে মনোনিবেশপূর্ব্বক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্য-সকল করিতে থাকে, তবে তাহাদিগের অভাব-সকল বিদূরিত হইবে, দুঃখ-নিশার অবসান হইবে।

এই প্রবন্ধে যে দোষগুলি রহিয়াছে, তন্মধ্যে প্রধান দোষ এইটী যে, প্রস্তুত বিষয় ব্যতীত অবান্তর অনেক কথা ইহাতে লিখিত হইয়াছে; কিন্তু সে দোষটী আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই করিয়াছি; কারণ, প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যোপলক্ষে উহার তাৎকালিক সুখসমৃদ্ধি ও সভ্যতাদির বিষয় যথা-জ্ঞান বর্ণনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের অন্যতর উদ্দেশ্য।

যো দেবোঽগ্নৌ যোপ্সু যোবিশ্বংভুবনমাবিবেশ ;
য ঔষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায়নমোনমঃ।

সমাপ্ত।